আপনার বাইবেল উপভোগ করুন!

আপনার বাইবেল অধ্যয়নকে একটি আনন্দের বিষয়ে পরিণত করার একটি ব্যবহারিক সূচক

উইলিয়াম ম্যাক্‌ডোনাল্ড
এবং আর্থার ফারস্ট্যাড

ভাষান্তর: ইন্দ্রজিৎ রায়

Authentic™

HYDERABAD

Apnar Bible Upbhog Karun
(Bengali)

Enjoy Your Bible
by William MacDonald

Copyright © 1999 by William MacDonald

First Bengali edition 2012
ISBN 978-93-81905-91-3

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, digital, photocopy, recording, or any other—without prior permission of the publisher.

Published by
Authentic Books
Logos Bhavan, Jeedimetla Village, Secunderabad 500 067, Andhra Pradesh.
www.authenticindia.in

Authentic Books is an imprint of Authentic Media, the publishing division of OM Books Foundation.

Printed and bound in India by
Authentic Media, Secunderabad 500 067

সূচীপত্র

সহলেখকের প্রস্তাবনা	7
১। ভূমিকা	9
২। বাইবেল অধ্যয়নের তিনটি প্রাথমিক বিষয়	15
৩। বাইবেলের আরও প্রাথমিক বিষয়সমূহ	19
৪। বাইবেল অধ্যয়নের পদক্ষেপ সমূহ	29
৫। বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে	39
৬। বিশেষ বইগুলোর জন্য সূচকসমূহ	49
৭। সমস্যার ক্ষেত্রগুলো	77
৮। সাহায্য সমূহ	83
৯। বিশেষ অধ্যয়ন সমূহ	97
১০। পূরণ করা	103
১১। বাইবেল চিহ্নিত করণ	107
১২। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চাবি	113
পরিশিষ্ট	121

সহলেখকের প্রস্তাবনা

এই বইয়ের প্রচ্ছদে উপভোগ এবং অধ্যয়ন শব্দ দুটি অসংখ্য লোকের কাছে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে। অনেক বিষয়ের সঙ্গে — আমি কোনও বিষয় উল্লেখ করবো না — আমিও একমত হতে চাই। কিন্তু এক জন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জন্য, অন্ততঃপক্ষে ঈশ্বরের বাক্য একটি উল্লাসের, একটি সুখের অনুভূতির, এবং একটি আনন্দের বিষয়ে পরিণত হওয়া উচিৎ। ইয়োব এবং গীত রচয়িতাগণ নিশ্চিতভাবে বিষয়টিকে এই ভাবে অনুভব করেছিলেন:

তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, আমার প্রয়োজনীয় যাহা, তদপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি (ইয়োব ২৩:১২)।

সদাপ্রভুর শাসন সকল, সত্য, সর্ব্বাংশে ন্যায্য।
তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়,
মধু ও মৌচাকের রস হইতেও সুস্বাদু
(গীত ১৯:৯খ-১০)

তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম,
সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা উত্তম।
আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি!
তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।

তোমার বচন সকল আমার তালুতে কেমন মিষ্ট লাগে!
তাহা আমার মুখে মধু হইতেও মধুর!
তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমি চিরতরে অধিকার করিয়াছি,

কারণ সে সকল আমার চিত্তের হর্ষজনক।
(গীত ১১৯:৭২,৯৭,১০৩,১১১)।

বিলিভারস্ বাইবেল কমেণ্টারীতে, সম্পাদক হিসাবে আমি এই কথাগুলো লিখেছিলাম: "শীষ থেকে ছিন্ন গমের স্তরে থাকাকালীন বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে — 'কারণ এই স্তরটি পুষ্টিকর কিন্তু শুষ্ক,' কিন্তু যত আপনি অধ্যয়ন চালিয়ে যাবেন এটা চকোলেটের পুরে পরিণত হবে।"[১]

এই বড় কমেন্টারীর[২] অধিকাংশ কাজ — আপনার জন্য ইতিমধ্যেই এমন সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে যাতে আপনি একবার পৃষ্ঠাটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়েই পাঠ্যাংশটি আপনার মনের মধ্যে রাখতে পারবেন।[৩]

এই ক্ষুদ্র সংস্করণটি ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার সীমাহীন সমুদ্রের ওপর আপনার নিজের প্রাথমিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের চার্ট তৈরী করতে আপনাকে সাহায্য করবে।

প্রচলিত "বোন্ ভয়েজ্" ছাড়াও, আমরা কমেণ্টারী অধ্যয়নের জন্য একই উপদেশ দিতে চাই: "উপভোগ করুন!"

— আর্ট ফারস্ট্যাড

ভূমিকা

আপনি যদি বাইবেল অধ্যয়নের সহজ পাঠ নামের কোনও বই দেখেন, তবে তা কিনবেন না! ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের কোনও সহজ উপায় নেই। এর জন্য শৃঙ্খলা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়।

বাইবেল অধ্যয়ন হচ্ছে একটি প্রেরণার বিষয়। সাধারণতঃ জীবনে আমরা দেখতে পাই যে আমরা প্রকৃতভাবে যা করতে চাই তাই আমরা করে থাকি। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব দেখি, তবে আমরা বাস্তবিক এটা অধ্যয়ন করতে চাইবো। কিন্তু এর গুরুত্ব দেখার জন্য, আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। অন্যথা একটা ফুটবল খেলা অথবা একটা টিভির অনুষ্ঠান আমাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ মনে হবে। বিশ্বাস আমাদের একটি ফুটবলের অল্পকালস্থায়ী, বিস্মরণযোগ্য গুরুত্বের তুলনায় পবিত্র শাস্ত্রের অনন্তকালীন গুরুত্ব দেখতে সক্ষম করে।

একটি নিয়মিত বাইবেল অধ্যয়ন দলের সঙ্গে অথবা রবিবাসরীয় স্কুলের ক্লাসের জন্য দায়বদ্ধ হতে প্রেরণা দানের বিষয় এই বিষয়টি অনেক সাহায্য করে। ক্লাসের জন্য প্রস্তুতিতে অধ্যয়নের প্রতি প্রাণপণে নিরত থাকতে এই বিষয়টি এক জন ব্যক্তির ওপর চাপের সৃষ্টি করে।

বাইবেল অধ্যয়নের কোনও সব থেকে উন্নত পদ্ধতি বলে কিছু নেই। এক জন বিশ্বাসীর কাছে যে পদ্ধতিটি সব থেকে ভাল বলে মনে হয় তা অন্য জনের কাছে সব থেকে ভাল মনে নাও হতে পারে। আমি যেটা করতে পারি সেটা হল আমি একটি পদ্ধতির বিষয় সুপারিশ করতে পারি। এর মধ্যে এমন কতগুলো পদক্ষেপ আছে যা আমার কাছে সহায়ক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

১। প্রার্থনা করুন যাতে প্রভু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আপনাকে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য করতে পারেন। আমাদের নিজেদের অজ্ঞতাগুলো স্বীকার করে তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদের পথে স্থাপন করতে পারেন।

২। তারপর বাইবেলের যে বইটা অধ্যয়ন করবেন সেই বইটা প্রার্থনা সহকারে মনোনীত করুন। সম্ভবতঃ যোহন লিখিত সুসমাচারটিকেই বেশীর ভাগ সময় বেছে নেওয়া হয়। এর পরেই রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৩। একটি সংক্ষিপ্ত অংশ নিয়ে শুরু করুন। আপনার চরম লক্ষ্য হবে সমগ্র বাইবেলটি অধ্যয়ন করা, এবং এই ধরণের একটি ব্যাপক কাজের চিন্তা আমাদের কাছে বিহ্বল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন যে একটি বড় কাজ অসংখ্য ছোট কাজের দ্বারা গঠিত হয়। আপনি একবারে সমগ্র বাইবেলটি অধ্যয়ন করতে পারেন না, এমন কি একটি বইও আপনি একবারে অধ্যয়ন করতে পারেন না, কিন্তু আপনি কয়েকটি পদ অধ্যয়ন করতে পারেন। ঠিক এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

এফ.বি. মেয়ার একই ভঙ্গিতে লিখেছেন:

> এটা আমার ক্রমবর্দ্ধমান প্রত্যয় যে খ্রীষ্টানরা যদি প্রতিদিন বাইবেলের অনেকগুলো অধ্যায় পাঠ করার চেষ্টা না করে, কিন্তু তারা যে অংশটা পাঠ করে তা যদি আরও অধিক যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করে, সামান্য কিছু সংখ্যক পদগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়, পাঠ্যাংশটি পাঠ করে, একটা শাস্ত্রাংশের সঙ্গে আরেকটা শাস্ত্রাংশের তুলনা করে, একটি অথবা একাধিক ঈশ্বরের মনের সম্পূর্ণ চিন্তাগুলো লাভ করার জন্য প্রবলভাবে আগ্রহী হয়, তবে তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে তারা আরও বৃহত্তরভাবে সমৃদ্ধ হবে; তবে তারা শাস্ত্রের মধ্যে তাদের আগ্রহের বিষয়ে আরও প্রাণবন্ত হতে পারবে; লোকদের সম্পর্কে এবং উপায়গুলোর বিষয়ে তারা আরও অধিক স্বাধীন হবে; এবং জীবন্ত ঈশ্বরের বাক্যে তারা আরও অধিক প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারবে। হাঁ, যীশু যখন নিম্নলিখিত কথাটা বলেছিলেন তখন তিনি ব্যবহারিক উপলব্ধির থেকে বাস্তবিকভাবে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন: "আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে (যোহন ৪:১৪)।"*

৪। অনুচ্ছেদটিতে যে বিষয়গুলো আপনার কাছে স্পষ্ট নয় সেই বিষয়গুলো প্রশ্নের আকারে একটা নোটবুকে টুকে রাখুন। লোকেরা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কিভাবে আমি আমার বাইবেল অধ্যয়ন করি, আমি অভিন্নভাবে বলি, "একটি মস্তিষ্কের জন্য একটি প্রশ্ন চিহ্নের মাধ্যমে।" এর অর্থ এই নয় যে আমি বাক্যের অনুপ্রেরণা অথবা অব্যর্থতার বিষয় প্রশ্ন করি। এক সেকেণ্ডের জন্যেও আমি এ রকম কথা ভাবি না! কিন্তু আমি সততার সঙ্গে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হই এবং জিজ্ঞাসা করি, "এর অর্থ কি?"

আমি আপনাদের জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যোহন ১৩:৩১-৩২ পদে যীশু বলেছিলেন:

সে বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন। ঈশ্বর যখন তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন তখন ঈশ্বরও তাঁহাকে আপনাতে মহিমান্বিত করিবেন, আর শীঘ্রই তাঁহাকে মহিমান্বিত করিবেন।

আপনি যখন প্রথমে এটা পাঠ করেন, তখন এটা আপনার কাছে পবিত্র বাক্যসমূহের একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা বলে মনে হতে পারে। আপনার কাছে এই কথাগুলো বোধাতীত বলে মনে করে আপনি যদি বাক্যগুলোকে ছেড়ে এগিয়ে যান, তবে আপনি কখনও এর অর্থ বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি থামেন এবং সমস্যাটির সম্মুখীন হন, এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, এবং উত্তরের অনুসন্ধান করেন, তবে আপনি অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারবেন। যীশু কালভেরী সম্পর্কে পূর্বেই বিবেচনা করে কথাগুলো বলেছিলেন। যেখানে তিনি তাঁর সমাপ্ত কাজের দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরও এর দ্বারা মহান ভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। "যদি" শব্দটি হল বিতর্কের একটি শব্দ; এর অর্থ হচ্ছে "যখন" ত্রাণকর্তার বলিদানের কাজের দ্বারা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হয়েছিলেন, তখন ঈশ্বরও তাঁর নিজের মধ্যে, অর্থাৎ, ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির মধ্যে প্রভু যীশুকে গৌরবান্বিত করবেন, এবং তিনি অনতিবিলম্বেই এটা করবেন। তিনি ত্রাণকর্তাকে মৃত্যু থেকে উত্থিত করার মাধ্যমে এবং স্বর্গে তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট করার মাধ্যমে এই কাজ করেছিলেন।

৫। বার বার অনুচ্ছেদটি পাঠ করুন, সম্ভব হলে এটা মুখস্থ করুন, যতক্ষণ না আপনার মন শাস্ত্রীয় বাক্যগুলোর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত না হয় ততক্ষণ

অনুচ্ছেদটি পাঠ করুন। আপনি যখনই অনুচ্ছেদটি নিয়ে ধ্যান করবেন, তখনই বিষয়টির ওপর আলোর উদয় হবে এবং আপনি অন্য পদগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন যা অংশটির অর্থকে আরও স্পষ্ট করবে অথবা অংশটির সম্পূরক হবে।

৬। সম্ভাব্য বিভিন্ন সুখ্যাতিপূর্ণ বাইবেলের সংস্করণগুলো থেকে অংশটি পাঠ করুন। একটি পদের অর্থ বের করতে এমন কি সহজতর শব্দান্তরগুলোও সহায়ক হতে পারে। এখানে কিং জেমস্ সংস্করণের বেশ কয়েকটি পদকে জে.বি.ফিলিপের শব্দান্তরিত একই পদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে:

কলসীয় ১:২৮-২৯, KJV :

তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করি; আর তাঁহার যে কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে সপরাক্রমে নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রাণপণ করিয়া আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও করিতেছি।

কলসীয় ১:২৮-২৯, আধুনিক ইংরাজী ভাষায় ফিলিপের নতুন নিয়ম:

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরা খ্রীষ্টকে ঘোষণা করছি! যত জনের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে তাদের সকলকে আমরা সতর্ক করছি, এবং তাঁর সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি তা যত জনকে সম্ভব আমরা শিক্ষা দিচ্ছি, যাতে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টের সম্পূর্ণপরিপক্কতার মধ্যে আনতে পারি। ঈশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্য দিয়েছেন তার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তিতে কাজ করছি এবং সংগ্রাম করছি।

কলসীয় ২:৮, KJV :

দেখিও, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়।

কলসীয় ২:৮, আধুনিক ইংরাজী ভাষায় ফিলিপের নতুন নিয়ম:

সাবধান হও, যাতে কেউ বুদ্ধিবাদের অথবা উচ্চকীত অর্থহীন বিষয়ের দ্বারা তোমাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করতে না পারে। এই ধরণের অর্থহীন কথাগুলো মানুষের ধারণার এবং জগতের ধারণার মধ্যে বদ্ধমূল আছে এবং তা খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করে।

৭। আপনি বাইবেলের ওপর যত কমেন্টারী বই পাবেন তা পাঠ করুন। একজন টানাজালধারী ব্যক্তির মতো হন (ট্রলার), যাতে যেখান থেকে আপনি সাহায্য খুঁজে পাবেন তাই ছেঁকে নিতে পারেন। যাইহোক, এই কমেন্টারীগুলো যাতে বাইবেলের স্থান দখল করতে না পারে তার জন্য সতর্ক থাকুন এবং অবশ্যই উপলব্ধিক্ষম ভাবেই পাঠ করতে হবে, সমস্ত শিক্ষাগুলোকে বাইবেলের নিরিখে পরীক্ষা করে নিন এবং উত্তম বিষয়গুলোকে দৃঢ়রূপে ধরে রাখুন। প্রায়ই যেভাবে বলা হয় যে আপনি কমলালেবু খান এবং বীজগুলো ফেলে দেন, অথবা মুরগীর মাংস খান, কিন্তু হাড়গুলো ফেলে দেন।

আমি জানি কিছু নিবেদিত প্রাণ খ্রীষ্টান আছেন যারা কেবল ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে বলেন। তারা এই মনে করে গর্ববোধ করেন যে তাদের বাইরের কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, এবং তারা মনে করেন এর দ্বারা তাদের ধর্মীয় মতবাদ শুদ্ধ থাকতে পারে। যাদের এই ধরণের মনোভাব আছে তাদের সম্পর্কে আমি সর্বদা ভয় করি এবং দ্বিধাগ্রস্ত হই। সর্বোপরি, তারা এই সত্যকে এড়িয়ে যায় যে ঈশ্বর মণ্ডলীকে শিক্ষকদের দিয়েছেন, কারণ তারা হলেন ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত উপহার, সুতরাং তাদের অবজ্ঞাত হওয়া উচিৎ নয়। তাদের পরিচর্যা মৌখিক হতে পারে অথবা লিখিত হতে পারে, কিন্তু লাভের বিষয় গুলো একই রকমের হয়।

এছাড়াও বাক্যের অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহভাগিতার মধ্যে এবং ব্যাখ্যাগুলোর তুলনা করার বিষয়ের মহাগুরুত্ব আছে। এটা আপনাকে একপক্ষীয় হওয়ার থেকে অথবা চরমপন্থী হওয়ার থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এটা প্রায়ই আপনাকে অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অগ্রসর হওয়ার থেকে রক্ষা করবে, যাতে আপনি পুরদস্তুর প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধীতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন।

তরুণ বিশ্বাসীরা একজন উপদেষ্টার অন্বেষণ করেন — যিনি এমন একজন ব্যক্তি হবেন যাঁর শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে আত্মিক জ্ঞান থাকবে। এই ধরণের ব্যক্তির কাছে প্রশ্নগুলো এবং সমস্যাগুলো নিয়ে আসার বিষয়টি অনুগ্রহ এবং জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ করার পক্ষে ভীষণ সহায়ক হবে।

সহায়ক ব্যাখ্যাগুলো থেকে, উদাহরণগুলো থেকে এবং বর্ণনাগুলো থেকে মন্তব্যগুলো সংক্ষেপে টুকে রাখুন। আপনি ভাবতে পারেন যে মনে থাকবে, কিন্তু আপনি ভুলে যেতে পারেন।

৮। অন্য খ্রীষ্টানদের সঙ্গে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন এবং উত্তর লাভের আশা করুন। বছরের পর বছর ধরে অধ্যবসায়যুক্ত অধ্যয়নের ফলস্বরূপ প্রভু যেভাবে আপনাকে সন্তোষজনক উত্তর দেবেন তা খুবই আশ্চর্য সুন্দর বিষয়।

৯। যতক্ষণ না আপনি অন্য কাউকে অনুচ্ছেদটির একটি সরল, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে পারছেন ততক্ষণ আপনার অনুসন্ধান চালিয়ে যান। *যতক্ষণ না আপনি বিষয়টি সহজভাবে এবং স্পষ্টভাবে কারও কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ততক্ষণ আপনার ঐ অনুচ্ছেদটির ওপর দক্ষতা আসবে না।* বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যাখ্যাগুলো যা বাক্যের মধ্যে বাস্তবিক কি বলা হয়েছে তা বোঝার বিষয়ে প্রায়ই একটি লুকিয়ে থাকা ব্যর্থতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকে।

১০। আপনি যা শিখেছেন তা অন্যদের শিক্ষা দিন। এই বিষয়টি আপনার নিজের মনের মধ্যে বিষয়টিকে স্থায়ীভাবে মনে রাখতে সাহায্য করবে, এবং গ্রহীতাকে সাহায্য এবং উৎসাহিত করবে।

১১। আপনি যা পাঠ করছেন তার বাধ্য হওয়ার মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়ন করবেন। কেবল শিক্ষা দিয়েই বিষয়টিকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন যে ঐ বাধ্যতাই হল আত্মিক জ্ঞানের অঙ্গ।

কর্তব্যের থেকে ধর্মীয় মতবাদকে কখনও পৃথক করবেন না। বাইবেল একটি নিয়মমাফিক ঈশ্বরতত্ত্ব নয় যেখানে মতবাদগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রদত্ত হয়। ফিলিপীয় ২:৬-৮ পদে ব্যক্তি খ্রীষ্টের ওপর একটি বড় অনুচ্ছেদ প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এখানে অন্যদের জন্য চিন্তা করার একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ রূপে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপায়ে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে, নিজের বিষয়ে চিন্তা করার জন্য নয়। এই কারণে কোনও একজন বলেছেন যে প্রতিটি নির্দেশক ক্রিয়া একটি অনুজ্ঞামূলক ভাব বহন করে, অর্থাৎ, প্রতিটি সত্য ঘটনার মন্তব্য কিছু করার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। মতবাদ একক ভাবে শীতল এবং প্রাণহীন। একটা পিনের ডগায় কত জন স্বর্গদূত অবস্থান করতে পারে সেই নিয়ে অন্যরা বিতর্ক করতে পারে; এই ধরণের গবেষণা ধার্মিকতার প্রতি পরিচালিত করে না।

বাইবেল অধ্যয়নের তিনটি প্রাথমিক বিষয়

সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে, প্রথাগতভাবে তিনটি প্রাথমিক বিষয় আছে: তথাকথিত 'তিনটি বিষয় হল : পাঠ করা, লেখা এবং গভীরভাবে বিবেচনা করা। অন্য সমস্ত বিষয়গুলো অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে এই প্রাথমিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তিস্থিত।

বাইবেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় আছে যা সর্বদা দৃষ্টির মধ্যে রাখা উচিৎ।

পঠন

প্রতিভাবান স্রষ্টা চার্লস স্যুলজ্ চার্চের কম বয়েসী ছেলেমেয়েদের জন্য স্নুপি, চার্লি ব্রাউন, লুসি এবং ভ্যান পেল্ট, এবং সমগ্র "পীনাট্স্" দলের মত অসংখ্য কার্টুনের বই প্রকাশ করেছিলেন। এটাকে তরুণ তরুণীদের স্তম্ভ বলে অভিহিত করা হয়। একটি কার্টুনের বইয়ে দলের একটি তরুণ বালক ফোনে কথা বলছিল, সে তার বান্ধবীকে বলছিল: "আমি পুরাতন নিয়মের রহস্য ভেদ্ করতে শুরু করেছি— আমি এটা পাঠ করতে শুরু করেছি।"

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে অসংখ্য বিশ্বাসীরা বাইবেল সম্পর্কিত বই পড়েন — অসংখ্য কমেন্টারী, শব্দের অধ্যয়ন, অভিধান, ভূগোল, প্রচার, ইত্যাদি বইগুলো পাঠ করেন, এবং পবিত্র বাইবেলের পাঠ্যাংশের জন্য খুবই কম সময় দেয়।

হাঁ সব দিক থেকে এই বইগুলো এবং অন্যান্য ভাল বাইবেল সংক্রান্ত সাহায্যগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে — কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়গুলো সবই — সহায়ক।

কিছু সংখ্যক পরিশ্রমী খ্রীষ্টান কৃষকগণ এবং অন্যান্য শ্রমজীবি লোকেরা, যাদের বই পড়ার মত খুব কমই সময় আছে, তারা প্রকৃতই তাদের বাইবেলকে জানে। কেন? কারণ তারা বার বার এটা পাঠ করে।

সমগ্র ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার একটি পঠনসূচী সুপারিশ করা হচ্ছে, এটা সম্পাদন করতে এক বছর, অথবা তিন বছর অথবা দীর্ঘ সময় লাগুক না কেন, এটা করতে হবে। অবশ্যই কিছু সংখ্যক এই পঠন কঠোরভাবে অনুধ্যান মূলক হওয়া উচিৎ — যাতে আপনার নিজের আত্মিক প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়। সর্বদা অধ্যয়ন করবেন না। এমন কি আপনার অধ্যয়নহীন পঠন গুলোও আপনার বাইবেল জ্ঞান এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেক মূল্য দেবে। আপনি যখন আপনার নীরব সময়ের জন্য পাঠ করেন, তখন "প্রথম দিকেই আপনার মস্তিষ্ককে পরীক্ষা করবেন না," যাতে আপনি এমন ধর্মীয় মতবাদগুলো নিয়ে আসবেন যা উত্তম শিক্ষার সঙ্গে মানানসই হয় না।

লিখন

বাইবেল পাঠ করার সময় সর্বদা আপনার হাতে একটা পেন্সিল অথবা পেন রাখবেন। এমন কি আপনার নীরবতার সময়েও, পঠনের তারিখগুলো, বিশেষ বাক্যগুলোর নীচে এবং চিন্তাগুলোর নীতে দাগ দেওয়ার জন্য এ গুলো লাগবে।

অনেক লোক বিস্তৃত মার্জিন দেওয়া বাইবেল রাখেন এবং (প্রত্যাশিতভাবে!) পরিষ্কারভাবে মুদ্রিত অথবা মার্জিনের মধ্যে লেখা থাকে।

অন্যরা চিন্তাগুলোকে, প্রশ্নগুলোকে, সমস্যাগুলোকে, সমাধানগুলোকে, সহায়ক অন্যান্য পদগুলোকে টুকে রাখার জন্য একটি বাইবেল অধ্যয়ন নোটবুক্ রাখতে পছন্দ করেন। আপনি যদি আপনার রত্নগুলো লিখে না রাখেন তবে আপনি অধিকাংশ রত্নই ভুলে যাবেন। অন্য কারও কাছে দিনের মধ্যে এই বিষয়গুলো সহভাগিতা করার মাধ্যমে আপনি ধারণাগুলোকে আপনার মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে রাখতে পারবেন। আপনার চিন্তাগুলোকে শব্দে প্রকাশ করা — বাক্যগুলোর শব্দ — আপনাকে আপনার ধারণাগুলোকে সহজে মনে রাখতে সাহায্য করবে।

গভীরভাবে বিবেচনা করা

বাইবেল অধ্যয়নের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে আপনি যা পাঠ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন সেই বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিবেচনা করা। এটাকেও ধ্যান বলে। প্রকৃত পুরাতন নিয়মের ভাষায় বাক্যটির ধ্যান হল গরুর জাবর কাটার মতো মনে মনে বিষয়টিকে ভেবে দেখা। পশ্চিমের সমাজে সফল হওয়া একটি অখ্রীষ্টিয় ধ্যানের বিষয় যা প্রাচ্যের চরমপন্থী ধর্ম বিশ্বাসের থেকে উদ্ভুত হয় তা হল যে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের বাক্যের ওপর ধ্যান করে না: পঠন, বার বার পঠন, বিষয়গুলোর ওপর গভীর বিবেচনা এবং তারা যেভাবে হাঁটাচলা করে, গাড়ী চালায় অথবা নীরবে তাদের ঘরে, প্রাঙ্গণে বসে থাকে, সেইভাবে বাক্যগুলো এবং ধারণাগুলো নিয়ে তারা বার বার চিন্তা করে।

লূক ২১:১৪ পদে আমাদের প্রভু বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা যখন তাঁর শিষ্য হওয়ার অপরাধে বিরোধীদের বিচারের সম্মুখে দাঁড়াবে তখন তাদের তাঁর সাক্ষ্যের জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু প্রেরিত পৌল তীমথিয়কে ধ্যান করার বিষয় লিখেছিলেন। এখানে ধারণাটি হল কিছু অনুশীলন করার জন্য যত্নশীল হওয়া।

বাইবেল অধ্যয়নকারী সমস্ত অথবা অধিকাংশ বিশ্বাসীরা যদি বাইবেল অধ্যয়নের এই তিনটি বিষয় নিয়মিত অনুশীলন করেন: পঠন, লিখন এবং বিষয়ের ওপর গভীর বিবেচনা, তবে তা আমাদের ব্যাপক নিরক্ষর মণ্ডলীগুলোতে কত বড় পার্থক্য তৈরী করবে!

বাইবেলের আরও প্রাথমিক বিষয়সমূহ

আক্ষরিক পদ্ধতি

বাইবেল অধ্যয়নের আরেকটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে, "আপনি যদি আক্ষরিকভাবে একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে থাকেন, তবে তাই করুন।" অন্য ভাবে বলা যায়, যদি প্রথম অর্থটি বোধগম্য হয়, তবে অন্য কোনও অর্থ খুঁজবেন না। বাইবেল যদি বলে যে খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন, তবে তিনি এক হাজার বছরই রাজত্ব করবেন। বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যা অধিকতর পছন্দের যোগ্য। বিকল্পটি হল আত্মিকতায় পূর্ণ করার চেষ্টা করা অথবা প্রতিটি বিষয়কে রূপকে পরিণত করার চেষ্টা। পরবর্তী বিষয়টি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কেউ জানে না কার আত্মিকতায় পরিণত করার বিষয়টি সঠিক!

অবস্থা এবং অনুশীলন

অবস্থা এবং অনুশীলনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নির্ণয়কে স্থায়িত্ব এবং অবস্থা হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। অবস্থা হচ্ছে খ্রীষ্টে আমরা যা তাই। অনুশীলন হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যা হওয়া উচিৎ। কলসীয় ৩:১ পদ অনুসারে, আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থিত হয়েছি, এটাই হল আমাদের অবস্থা। আমাদের উর্দ্ধস্থ বিষয়গুলোর অন্বেষণ করা উচিৎ; এটাই হল আমাদের অনুশীলন। আমাদের অবস্থা সিদ্ধ। আমরা যতক্ষণ না ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হই ততক্ষণ আমাদের অনুশীলন হয় না, কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত আমরা আরও অধিকরূপে খ্রীষ্টের স্বরূপতায় বৃদ্ধি লাভ করি।

আধিকারিকের ভূমিকা এবং ব্যক্তিগত চরিত্র

আধিকারিকের ভূমিকা এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্ণয় করুন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর অগ্রবর্তী যে কোন ভাববাদী অপেক্ষা মহান ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি মশীহের অগ্রদূত হিসাবে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে মহত্তর ছিলেন (লূক ৭:২৮)। কিন্তু এর অর্থ অপরিহার্যরূপে এই নয় যে চরিত্রের দিক থেকে তিনি মহত্তর ছিলেন। মরিয়ম আমাদের প্রভুর মা হিসাবে স্ত্রীজাতির মধ্যে ধন্যা ছিলেন (লূক ১:২৮), কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি পুরাতন নিয়মের সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে চরিত্রের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক ভাল ছিলেন। যীশু যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন পিতা ঈশ্বর পিতারূপে তাঁর ভূমিকার দিক থেকে মহত্তর ছিলেন (যোহন ১৪:২৮)। কিন্তু তাদের ব্যক্তি সত্তার দিক থেকে, তারা চরমভাবে সমান ছিলেন। আমাদের পরিত্রাতা হওয়ার জন্য তিনি যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর পদমর্যাদার দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে শূন্য করেছিলেন (ফিলিপীয় ২:৭), কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে অথবা তাঁর স্বর্গীয় গুণাবলীর দিক থেকে নিজেকে শূন্য করেন নি। সেটা করা অসম্ভব ছিল। ঈশ্বর কর্তৃক সরকারী ক্ষমতাগুলো অভিষিক্ত হয়। এর অর্থ হল যে তারা আধিকারিক ভাবে ঈশ্বরের দাস, এমন কি তারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর না জানা সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরের দাস।

প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে পাঠ্যাংশ

এর প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে একটি পাঠ্যাংশ অধ্যয়ন করুন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হল:

> আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে সদাপ্রভু আমার ও তোমার প্রহরী থাকিবেন (আদি ৩১:৪৯)।

এটা একটা আন্তরিক আশীর্বাদ, যা বর্তমানে প্রায়ই ব্যবহার হয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য একটি আহ্বান যাতে এই দুজন প্রতারক যখন পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হবেন তখন ঈশ্বর তাদের সংযত করেন এবং যাতে তারা পরস্পরকে বাধা দিতে না পারে!

পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে স্বাস্থ্য নাই; কেবল আঘাত ও প্রহারচিহ্ন ও নূতন ক্ষত; তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈল দ্বারা কোমলও করা যায় নাই (যিশাইয় ১:৬)।

মানুষের সামগ্রিক প্রবঞ্চনা বর্ণনা করার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, এখানে বরং বলা হয়েছে যে মস্তক থেকে পা পর্যন্ত কালশিরা না ফেলা পর্যন্ত কিভাবে ঈশ্বর যিহূদাকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তথাপি জাতি অনুতপ্ত হয় নি।

কেহ যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায় ও সে শুকাইয়া যায়, এবং লোকে সেগুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর সে সকল পুড়িয়া যায় (যোহন ১৫:৬)।

অনুচ্ছেদটিতে প্রভুতে থাকার দ্বারা ফল বহন করার বিষয়ে কাজ করা হয়েছে, পরিত্রাণের বিষয় কাজ করা হয় নি। এখানে এটা বলা হয় নি যে ঈশ্বর শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাগুলো সংগ্রহ করেন এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। লোকেরা এটা করে। সম্ভবতঃ যে খ্রীষ্টান জগতের নিয়ম মেনে চলে না তার সঙ্গে জগৎ এই ধরণের ব্যবহার করে।

কিন্তু যেমন লেখা আছে, 'চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন' (১ করিন্থীয় ২:৯)।

এই পদটি যেমন স্বর্গের বিষয়ে সত্য, তেমন এটা সেই সত্যগুলোকে বর্ণনা করে যা পুরাতন নিয়মের সময়ে অজানা ছিল কিন্তু এখন প্রেরিতগণ এবং ভাববাদীদের দ্বারা মণ্ডলীর যুগে জ্ঞাত করা হয়েছে। দশ পদটি দেখায় যে পৌল এমন কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন যা এখন সত্য, এটা এমন কিছুনয় যা আমরা যখন স্বর্গে যাব তখন সত্য হবে: "কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

নতুবা, মৃতদের নিমিত্ত যাহারা বাপ্তাইজিত হয়, তাহারা কি করিবে? মৃতেরা যদি একেবারেই উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে উহাদের নিমিত্ত তাহারা আবার কেন বাপ্তাইজিত হয়? (১ করিন্থীয় ১৫:২৯)।

এখানে বর্ণনা প্রসঙ্গটিতে তাড়না এবং সাক্ষ্যমরদের নিয়ে কাজ করা হয়েছে। যদি মৃতদের পুনরুত্থান না হয়, তবে যারা সাক্ষ্যমর হিসাবে পদমর্যাদা লাভ করেছে

সেই পদ পূরণ করার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা মৃত্যুর কাছে নিজেকে প্রকাশ করার বিষয়ে একজন বিশ্বাসী মূর্খ প্রতিপন্ন হয়।

"আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না; প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে আছেন? অবশ্য তোমরা অপ্রামাণিক না হও" (২ করি ১৩:৫)।

এই পদটি অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে পরিত্রাণের আশ্বাসের বিষয় শিক্ষা দেয় না, অর্থাৎ বিশ্বাসীদের তাদের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের প্রমাণের জন্য নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। বরং, তাদের আত্মিক পিতারূপে পৌল, করিন্থীয়দের বলছেন যে তাদের পরিত্রাণ হচ্ছে তাঁর প্রেরিতত্বের একটি প্রমাণ!

তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে (গালাতীয় ৬:৭)

এই বর্ণনা প্রসঙ্গে, পৌল এক জন পাপীর পাপগুলোর বিষয় বর্ণনা করেন নি কিন্তু তিনি এক জন পবিত্র ব্যক্তির মর্মপীড়ার বিষয় বর্ণনা করেছেন।

অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর (ফিলিপীয় ২:২)।

পৌল নিশ্চিতভাবে কার্য্যসমূহের দ্বারা পরিত্রাণের বিষয় শিক্ষা দেন নি; বরং তিনি বিশ্বাসীদের প্রভু যীশুর উদাহরণ অনুসরণ করার দ্বারা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে বলছেন।

প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয় (২ পিতর ১:২০)।

অনুচ্ছেদটিতে শাস্ত্রাংশটির উৎপত্তির বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে, আমরা কিভাবে অনুচ্ছেদটিকে ব্যাখ্যা করি সেই বিষয় নিয়ে এখানে কাজ করা হয় নি। লেখকগণ বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দেন নি কিন্তু পবিত্র আত্মা কর্তৃক চালিত হয়ে তারা কথা বলেছিলেন।

শাস্ত্র নিজেই তার ব্যাখ্যা দিক। লূক ১৪:২৬ পদটি মথি ১০:৩৭ পদে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঘৃণা হচ্ছে একটি তুলনামূলক পরিভাষা, যার অর্থ হচ্ছে কম প্রেম করা।

এক জন ব্রিটিশ প্রচারক, স্টুয়ার্ট ব্রিস্‌কো এই চমৎকার কাহিনীর দ্বারা এর বর্ণনা প্রসঙ্গের মধ্যে একটি পাঠ্যাংশের অধ্যয়নের গুরুত্বের বিষয়টি দেখিয়েছেন। এক বৃদ্ধ তাঁর খচ্চর এবং কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল যখন একটি ট্রাক্ এসে তাদের তিন জনকেই ধাক্কা মেরেছিল, ধাক্কা মেরে তাদের একটা গর্তের মধ্যে ফেলেদিয়েছিল। আহত লোকটি ড্রাইভারকে আদালতে অভিযুক্ত করেছিল, কিন্তু ট্রাক ড্রাইভারটির উকিল বলেছিল যে দুর্ঘটনার সময় বৃদ্ধ লোকটি ট্রাক ড্রাইভারকে বলেছিল যে "তিনি তাঁর জীবনে কখনও এর থেকে ভাল অনুভব করে নি।"

আহত লোকটিকে জেরা করার সময় উকিল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দুর্ঘটনার পর আমার মক্কেল কি আপনার কাছে এসেছিল, এবং আপনি ঠিক আছেন কি না সেই বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল?

"হাঁ"

"আপনি উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে আপনি জীবনের কখনও এর থেকে ভাল অনুভব করেন নি?"

"ভাল," বৃদ্ধ লোকটি বলেছিলেন, "আমি এবং আমার খচ্চরটি এবং আমার কুকুর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম এবং এই লোকটি দ্রুত বেগে রাস্তার মোড় দিয়ে এসেছিল এবং আমাদের ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলেদিয়েছিল। সে তার সট্‌গান্‌টা হাতে নিয়ে ট্রাক্ থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসেছিল। সে আমার কুকুরটার কাছে গেছিল, এবং কুকুরটার পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল, সুতরাং সে কুকুরটাকে গুলি করে মেরেদিয়েছিল। সে আমার খচ্চরটার কাছে গেছিল এবং এর সামনের পা ভেঙ্গে গেছিল, সুতরাং সে খচ্চরটাকেও গুলিবিদ্ধ করে মেরেদিয়েছিল। অবশেষে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি ঠিক আছো? এবং আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "আমি এর আগে কখনও এত ভাল বোধ করি নি।"'

বাইবেলের অভিধান

সঠিক সংজ্ঞা লাভের বিষয় নিশ্চিত হন। ওয়েবস্টারের অভিধানের মত ধর্মনিরপেক্ষ অভিধান থেকে আপনার ঈশ্বরতাত্ত্বিক সংজ্ঞাগুলো গ্রহণ করবেন না।

একটি খ্যাতিপূর্ণ বাইবেল অভিধান ব্যবহার করুন। সেখানে আপনি শব্দের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবহারগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ পাবেন, *'রহস্য'* বলতে সেখানে একটি *"রহস্যজনক বিষয়কে"* অথবা সমাধান না হওয়া প্রশ্নকে (অথবা একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প) বুঝানো হয় না, কিন্তু একটি "এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত সত্যকে এবং মানবিকভাবে জানার অসাধ্য বিষয়কে বুঝায় যা এখন প্রভুর দ্বারা জ্ঞাত করা হয়েছে।" যে কোনও সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বাইবেলের বাক্যের সমস্ত ব্যবহারগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনেক দিন আগে এক নিবেদিত প্রাণ জার্মান বাইবেল পণ্ডিত, যোহান বেন্‌জেল্, তাঁর একটি বইয়ে লিখেছিলেন, "যে ব্যক্তি বাইবেলের কুড়িটি মহান শব্দের অর্থ বুঝতে পারবেন তিনি বাইবেল বুঝতে পারবেন।" আমরা কখনও তাঁর এই কুড়িটি শব্দ খুঁজে বের করতে পারিনি, তাই আমরা নিজেদের কুড়িটি শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

১। Atonment: পুরাতন নিয়মে শব্দটি যখন পাপের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এর অর্থ হল আচ্ছাদন করা, কিন্তু পাপমোচন নয় (Remission) নয়। এছাড়াও এটা যখন ব্যক্তি এবং বিষয়গুলোর প্রতি প্রযুক্ত হয়েছিল তখন এই শব্দটির অর্থ হল আনুষ্ঠানিক শুচিকরণের একটি প্রতিবিধান। এটি নতুন নিয়মের শব্দ নয়, কিন্তু আধুনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই শব্দটি খ্রীষ্টের বলিদান সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের পুনর্মিলনের অর্থটিও অধিকার করেছে।

২। Election: জগতের পত্তনের পূর্বে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের সার্বভৌম মনোনয়ন "যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই" (ইফিষীয় ১:৪)। এই মতবাদটি মানবিক দায়িত্ববোধের সত্যের দ্বারা সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। মানুষকে অবশ্যই তাঁর ইচ্ছার একটি সুনির্দিষ্ট কাজের দ্বারা প্রভু যীশুকে গ্রহণ করতে হবে।

৩। Faith: বিশ্বাস অথবা আস্থা, সাধারণতঃ প্রভুতে এবং তাঁর বাক্যের ওপর। এছাড়াও বিশ্বাসের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় যেমন "...পবিত্রগণের কাছে একেবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে..." (যিহূদা ১:৩)

৪। Foreknowledge: ব্যক্তিগণের অথবা ঘটনাগুলোর তাদের অস্তিত্বের বিদ্যমানতার পূর্বে জ্ঞানসম্পন্ন নিযুক্তি।

৫। Forgiveness: পাপমোচন এবং অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি দান। কালভেরীতে

খ্রীষ্টের কাজের ওপর ঈশ্বরের ক্ষমা ভিত্তিস্থিত। প্রভু যীশুর ওপর আস্থা রেখে পাপী বিচার সংক্রান্ত ক্ষমা লাভ করে। বিশ্বাসী যখন তাঁর সমস্ত পাপ স্বীকার করে তখন সে পিতৃত্বসুলভ ক্ষমা লাভ করে।

৬। Glorify: সম্মান, প্রশংসা এবং আরাধনা করা। ঈশ্বরের গৌরব হল তাঁর সিদ্ধতা। বিশ্বাসীরা যখন তাঁর পুনরুত্থিত দেহ লাভ করে তখন তারা গৌরবান্বিত হবে।

৭। Gospel: সুসংবাদ অথবা সুসমাচার, সাধারণতঃ পরিত্রাণের সুসমাচার। আরও ব্যাপক অর্থে এটা নতুন নিয়মের সমস্ত মহান সত্যগুলো উল্লেখ করতে পারে।

৮। Grace: তাদের প্রতি ঈশ্বরের আনুকুল্য যাদের এর যোগ্যতা নেই, বরং এর বিপরীত বিষয়টির যোগ্যতা আছে। এটা হল একটি বিনামূল্যে দত্ত উপহার যা বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করতে হয়।

৯। Justify: ধার্মিক গণ্য অথবা বিবেচিত হওয়া। মানুষ যখন স্বীকার করে যে ঈশ্বর হলেন ন্যায়পরায়ণ এবং নির্ভুল তখন সে ঈশ্বরকে ধার্মিক গণিত করে। মানুষ যখন অনুতাপ করে এবং সুসমাচার বিশ্বাস করে তখন ঈশ্বর তাকে ধার্মিক গণিত করেন। এই পরবর্তী ন্যায্যতা প্রতিপাদনের বিষয়টিই হল অনুগ্রহ, বিশ্বাস, রক্ত, কার্যসকল, শক্তি এবং ঈশ্বর কর্তৃক সম্পাদিত বিষয়। অনুগ্রহের অর্থ হল এটা পাওয়ার আমাদের যোগ্যতা নেই। এটা লাভ করার উপায় হচ্ছে বিশ্বাস। রক্ত হচ্ছে মূল্য যা খ্রীষ্ট কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছিল। কার্যসকল হচ্ছে আমাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের প্রমাণ। শক্তিপূর্ণ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর কাজকে গ্রহণ করেছেন এবং ঈশ্বর হলেন সেই একক ব্যক্তি যিনি ন্যায্যতা প্রতিপাদন করেন।

১০। Law: ব্যবস্থা। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর মানুষকে ব্যবস্থার অধীনে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আজ্ঞা পালনে ব্যর্থতার জন্য তিনি এর সঙ্গে একটি দণ্ড যুক্ত করেছিলেন। মানুষের বাধ্যতার ওপর আশীর্বাদের শর্ত ছিল। নতুন নিয়মের আদেশগুলো হল যারা অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদের জন্য ধার্মিকতার মধ্যে নির্দেশসমূহ। এখন প্রেমের দ্বারা বাধ্যতা অভিপ্রায়যুক্ত, শাস্তির ভয়ের দ্বারা নয়।

১১। Predestination: কয়েকটি পদে অথবা আশীর্বাদে লোকদের ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বমনোনয়ন। বিশ্বাসীগণের ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্ত্তিরূপে নিশ্চয়তাপ্রাপ্তির বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত।

১২। Propitiation: একটি সন্তোষজনক মূল্য পরিশোধের কারণে খ্রীষ্টের বলিদানরূপ কাজের মত, একটি কাজ যার দ্বারা করুণা বা ক্ষমা প্রদর্শিত হয়।

১৩। Reconciliation: শত্রুতা দূর করা এবং দুটি দলের মধ্যে মিলন সাধন করা। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়েছে কারণ প্রভু যীশু তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ পাপ দূর করেছেন।

১৪। Redeem: পুনরায় ক্রয় করা। আমরা সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বরের লোক ছিলাম। পাপ করার মাধ্যমে আমরা শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছিলাম। খ্রীষ্ট আমাদের তাঁর নিজের অমূল্য রক্তের চরম মূল্য দিয়ে আমাদের আবার ক্রয় করেছেন।

১৫। Repentance: সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ানো। ইহা অহংবোধ, পাপ, ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের প্রতি মানসিকতার একটি পরিবর্তন, যা মনোভাবকে পরিবর্তিত করে, যা কার্যগুলোকে পরিবর্তিত করে। এটা কেবল মনের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু চেতনার সঙ্গে যুক্ত। এটা হচ্ছে পাপীর তাঁর অধার্মিকতা, পতিত অবস্থা, অসহায়তা, এবং আশাহীনতা সম্পর্কে এবং অনুগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি। এটা হচ্ছে এক জনের নিজের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করা।

১৬। Resurrection: একটি মৃতদেহের জীবনে উত্থান। এটা সর্বদা দেহের বিষয় উল্লেখ করে, কখনও আত্মার বিষয় উল্লেখ করে না।

১৭। Righteousness: যা কিছু ন্যায্য এবং নির্ভুল তা করার গুণ, পাপ এবং ব্যবস্থাহীনতার বিপরীত। ঈশ্বর হলেন চরম ধার্মিক। যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে তিনি তাঁর মধ্যে এই ধার্মিকতা আরোপিত (এক জনের পক্ষে কৃতিত্ব দান করা) করেন। এটা হল পদমর্যাদা সংক্রান্ত ধার্মিকতা। এর পর থেকে বিশ্বাসীকে ধার্মিকভাবে জীবন যাপন করতে হয়। এটা হল ব্যবহারিক ধার্মিকতা।

১৮। Salvation: পাপ, বিচার, কারাগার, নিমজ্জিত হওয়া, ইত্যাদি থেকে উদ্ধার

পাওয়া। এটা প্রায়ই আত্মার পরিত্রাণের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর বিশেষ অর্থ অবশ্যই বর্ণনা প্রসঙ্গে বিচার করা উচিৎ।

১৯। Sanctify: পৃথক করে রাখা। খ্রীষ্ট নিজেকে ক্রুশের কাজের জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন। পরিত্রাণহীন লোকেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পৃথক হতে পারে, অর্থাৎ, বাহ্যিক সুযোগ সুবিধার জন্য একটি পদে বা অবস্থার মধ্যে পৃথক হতে পারে। বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় জগতের থেকে ঈশ্বরের প্রতি অবস্থাগত ভাবে পৃথক হয় এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেদের পৃথক করে রাখে। তারা যখন স্বর্গে থাকবে তখন তারা সিদ্ধভাবে পবিত্রকৃত হবে অথবা পৃথকীকৃত হবে। অচেতন বিষয়গুলোও প্রভুর সেবা কাজের জন্য পৃথক করে রাখা হতে পারে।

২০। Sin: ঈশ্বরের সিদ্ধতার দৃষ্টিতে যে কোন চিন্তা, কথা অথবা কাজের মধ্যে অভাব দেখা যায় তাই হল পাপ। পাপ হচ্ছে ব্যবস্থাহীনতা, অপরাধমূলক কাজ করা, এবং যাহা ন্যায্য তা করতে ব্যর্থ হওয়া।

বাইবেল অধ্যয়নের পদক্ষেপ সমূহ

প্রথম পদক্ষেপ: পর্যবেক্ষণ

আমাদের মধ্যে কয়েক জন জুরি (আদালতের কারণ নির্ণায়ক সভ্য) আছেন। সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই দূরদর্শনে জুরিদের বিচারগুলো দেখেছেন। যে কোনও মামলার একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে সাক্ষীগণ এবং তাদের কথাবার্তাগুলো। কয়েক জন খুবই মনোযোগী হয় এবং তারা যা বলেন তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তারা যখন কোনও কিছু দেখতে পান নি, তারা বলেন না যে তারা তা দেখেছেন, এবং যখন তারা দেখেছেন তখন তারা তা এমনভাবে বর্ণনা করেন যাতে তা নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারেন। কিছু সাক্ষী স্পষ্টভাবে বিশ্বাসযোগ্য নন।

আমাদের মধ্যে কয়েক জনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে যা Federal Bureau of Investigation সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুত ফিল্মগুলোর দ্বারা পরীক্ষিত। একটি দুর্ঘটনার দৃশ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ফিল্মের সম্পর্কে প্রশ্নগুলোর আমরা যখন উত্তর দিই তখন আমরা মনে করি যে আমরা অনেক নম্বর পাবো। আমরা সব থেকে অস্বাভাবিক না হলে, সম্ভবতঃ আমরা কেবল এক তৃতীয়াংশ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি। "মহিলার ছাতাটির রঙ কি ছিল? এটা খুব ঘন রঙের ছিল, না কি এটা হালকা রঙের ছিল?" আমরা চিন্তা করি যে এটা অবশ্যই ঘন রঙের হবে। প্রকৃতপক্ষে সেই মহিলা কোনও ছাতাই ব্যবহার করেন নি! এক জন প্রশিক্ষিত FBI এজেন্ট একই ধরণের ক্যুইজ্ গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রায় সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন।

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি তখন আমাদের পর্যবেক্ষণের বিন্দুতে আমাদের কল্পনাগুলোকে সজ্জিত করতে আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে, কিন্তু পরে যখন আমাদের সৃজনশীল উপস্থাপনার জন্য এটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে তখন

এটা করলে হবে না। সেখানে কি আছে সেই বিষয়টি দেখার জন্য আমাদের মনকে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন এবং সেখানে যা আছে সেই বিষয়ে আমরা কি চিন্তা করি অথবা আমাদের কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তা দেখার চেষ্টা না করি।

আপনি যখন পর্যবেক্ষণ করবেন তখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করার জন্য এখানে কতগুলো প্রশ্ন প্রদত্ত হল।

(ক) একটি প্রাথমিক সাধারণ প্রশ্ন: "বর্ণনা প্রসঙ্গটি" কি ?

আমরা যেমন ইতিমধ্যেই দেখেছি, "বর্ণনা প্রসঙ্গটি ব্যতিরেকে মূল পাঠ্যাংশটি প্রকৃত অর্থটিকে গোপন করার জন্য তৈরী হয় (text out of context makes for pretext)!" অবশ্যই সব সময় এ রকম হয় না। অসংখ্য সুসমাচারের পদগুলো "সংক্ষেপে" বাইবেলের শিক্ষা দেয়, যেমন উদাহরণ হিসাবে মার্টিন লুথার যোহন ৩:১৬ পদটির উল্লেখ করেছিলেন। যাইহোক, একটি নিয়ম হিসাবে, আমাদের অবশ্যই আমরা বাইবেলের যে বইগুলোকে অধ্যয়ন করছি সেই বইগুলোকে, বক্তা অথবা লেখককে এবং শ্রোতাদের অথবা একটি প্রেরিত পুস্তকের আহ্বানকারীদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে খুঁজে বের করে পৃথক করতে হবে।

পরিত্রাণ লাভ করতে হলে অবশ্যই জলে ব্যাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আবশ্যিকতার বিষয় শিক্ষা দানের বিষয় অসংখ্য ধর্মীয় নের্তৃবর্গ যোহন ৩:৫ পদটি ব্যবহার করেন। পদটি এইভাবে পাঠ করা হয়:

"যীশু উত্তর করিলেন, 'সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।"

তথাপি, বর্ণনা প্রসঙ্গে, খ্রীষ্ট এখানে খ্রীষ্টিয় বাপ্তিস্মের সম্পর্কে বলছেন না কারণ খ্রীষ্টান মণ্ডলী স্থাপিত হওয়ার পূর্বে (পঞ্চাশত্তমীর দিন মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল) যীশু এক জন যিহূদী নেতার সঙ্গে কথা বলছিলেন! তখনও এটা সত্য ছিল যে ইহূদীদের মধ্যে যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য বাপ্তিস্মের প্রচলন ছিল, নীকদীম ধর্মান্তরিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন এক জন্ম ইহুদী এবং ইস্রায়েলের একজন উচ্চসম্মানীয় অধ্যক্ষ।

আমরা প্রভুর ভোজে আক্ষরিক অর্থেই খ্রীষ্টের দেহ ভোজন করি এবং খ্রীষ্টের

রক্ত পান করি (যা বাহ্যিক বস্তুগত উপাদান রুটী এবং দ্রাক্ষারসের মধ্যে গোপন থাকে), এই ধারণার সমর্থনে অন্য লোকেরা যোহন ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত যীশুর কথাগুলো ব্যবহার করেন। যীশু কাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন? তিনি কফরনাহূমের একটি সমাজ গৃহে, যিহূদীদের কাছে এই কথাগুলো বলেছিলেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর বিরোধী ছিল, প্রভুর ভোজ সম্পর্কে কোন আদেশ দানের পূর্বে, অথবা কোন খ্রীষ্টান উপাসক মণ্ডলীকে এই আদেশ পালন করতে বলার পূর্বে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। এছাড়াও, ৬৩ পদটি স্পষ্টরূপে দেখায় যে এই কথাগুলোকে শারীরিকভাবে গ্রহণ না করে আত্মিকভাবে গ্রহণ করতে হবে: *"আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন।"*

(খ) জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী

আমরা যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করি তা খুবই সহজ এবং মৌলিক, আমরা একবার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিখে থাকতে পারি এবং সম্ভবতঃ ভুলেগেছি।

১ নং প্রশ্ন। কে?

আপনার অনুচ্ছেদটি পাঠ করুন। নিশ্চিতভাবে প্রথমে একটা ছোট অংশ তুলে নিন। কে লিখেছেন? কাদের উদ্দেশে এটা বলা হয়েছে? কে কথা বলছেন (এটা যদি একটি উক্তি হয়)? কে কাজ করছেন? কার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে?

২ নং প্রশ্ন। কি?

কি বিষয় চলছে? এটা কি ধরণের লেখা? কবিতা? উপদেশ? ইতিহাস? মতবাদ? ভাববাণী? পরিস্থিতিটা কি? বিতর্কের মূল বিষয়টি কি? লেখকের রচনার সুরটা কি? "কি" প্রশ্নটা এই ভাবে চলতেই থাকতে পারে।

৩ নং প্রশ্ন। কখন ?

সময়ের কোন্ কালে — অতীতে, বর্তমানে, অথবা ভবিষ্যতে— এই মূল পাঠ্য বিষয়টিকে রাখা হয়েছে? ইস্রায়েল জাতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের যুগগুলোতে কি এটা ঘটেছিল? এটা কি সাম্প্রতিক খ্রীষ্টান যুগের ঘটনা? এটা কি একটা ভবিষ্যৎ বাণী? এটা কি স্বর্গের বিষয়?

৪ নং প্রশ্ন। কোথায় ?

ইস্রায়েলের যাত্রার সময় এটা কি প্রান্তরে ঘটেছিল? যিরূশালেমে ঘটেছিল? বাবিলে ঘটেছিল? আগামী রাজ্যে ঘটবে? যে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে স্থানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের মামলার ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়, "রাতে অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?"

৫ নং প্রশ্ন। কিভাবে?

অনুচ্ছেদটির মধ্যস্থ পরিস্থিতিটি কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিল? প্রেমের জন্য? একটি যুদ্ধের জন্য? বিদ্রোহের জন্য? যত্নশীল পরিকল্পনার জন্য? স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের জন্য?

৬ নং প্রশ্ন। কেন ?

আমরা যখন কারণের অন্বেষণ করি, তখন ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় হল বাইবেল অধ্যয়নের পর্যবেক্ষণ স্তরের থেকে অধিক বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করা। কেন কোন কিছু ঘটেছে সেই বিষয়টি কয়েক সময় স্পষ্ট বোঝা যায়: এটা ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত ছিল;আগে যা ঘটেছিল এটা তার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল।

আসুন এখন আমরা গালাতীয় ১ অধ্যায়টি গ্রহণ করি এবং এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করি:

কে? এটা পৌল কর্তৃক গালাতীয়ের বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।

কি? এই লোকেরা মিথ্যা সুসমাচার মনোযোগ সহকারে শুনছিল বলে প্রেরিত হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত হয়েছিল।

কখন? মণ্ডলীর আদি দিনগুলোতে। পৌল পূর্বেই তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

কোথায়? বাইবেলের শেষের দিকে প্রদত্ত মানচিত্রে অথবা বাইবেল মানচিত্রে দেখা যায় যে মধ্য এশিয়া মাইনরের মধ্যে গালাতীয় অবস্থিত ছিল। এটা লেখার সময় পৌল কোথায় ছিলেন সেই বিষয়ে বাইবেলে কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি।

কিভাবে? গালাতীয়দের দৃঢ় আনুগত্যহীনতার খবর প্রেরিতের কাছে পৌঁছেছিল। তিনি তাদের এই অস্থিরতার বিষয়ে অবাক হয়েছিলেন।

কখন? এটা ছিল ত্রুটির বিষয় লড়াই করা এবং এক জন প্রেরিত হিসাবে এবং

তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তার পক্ষে তাঁর কর্তৃত্বের পক্ষ সমর্থন করার জন্য।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: ব্যাখ্যা

অনুচ্ছেদটিতে কি বলা হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে যদি প্রথম পদক্ষেপটি গঠিত হয়, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হবে এর অর্থ কি। কয়েক সময় পাঠ্য বিষয়টি এত স্পষ্ট এবং সহজ থাকে যে আপনাকে এর অর্থ খোঁজার জন্য কাজ করতে হবে না, অবশ্য যদি আপনি পাঠ্য বিষয়টি ভালভাবে পাঠ করেন এবং যদি আপনার কিছু সখের বিষয় আপনি প্রমাণ করতে না চান, কোন ব্যক্তিগত বিষয়ের ওপর জোর না দেন অথবা প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা না করেন।

আসুন, এখন আমরা এমন একটি পদ নিয়ে আলোচনা শুরু করি যার অর্থের বিষয় মোটামুটি সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎ একমত হবেন।

১ পিতর ৫:৭ পদে প্রেরিত আমাদের বলেছেন *"তোমার সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও; কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।"* এখানে অর্থটি একেবারেই স্পষ্ট (যদিও এর প্রয়োগটি আবার কিছুটা অন্য রকম!)।

আমাদের সমস্ত ভাবনার ভার ঈশ্বরের ওপর ফেলে দিতে হবে কারণ তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন। আমরা অন্য অনুবাদগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাইতে পারি। KJV সংস্করণে এবং NKJV ঐতিহ্যে এবং প্রথম প্রকাশিত ইংরাজী নতুন নিয়মে (উইলিয়াম টিনডেল্, ১৫২৬) 'ভাবনার ভার' (Care) শব্দটির একটি খুব সুন্দর অর্থ নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

আপনি যদি পঙক্তির মধ্যে লিখিত পদটি নিয়ে পরীক্ষা করেন, আপনি দেখতে পাবেন যে 'ভাবনার ভার' (Care) শব্দটির জন্য ব্যবহৃত শব্দ দুটো মূল শব্দ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম Care শব্দটি হল একটি নঞর্থক শব্দ — ভাবনা, দুশ্চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করা। দ্বিতীয় Cares শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে আপনি যে ব্যক্তি অথবা বিষয়ের জন্য চিন্তা করেন তার বিষয়ে একটি আগ্রহ অথবা চিন্তা থাকা (melo)। সুতরাং পিতর এখানে দুশ্চিন্তাযুক্ত ভাবনা এবং স্নেহপ্রবণ চিন্তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য তৈরী করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয়রা, যারা জীবিত ছিলেন, তারা আমেরিকা কর্তৃক চিন্তাশীলভাবে

এরোপ্লেন বোঝাই করা পাঠানো প্যাকেজগুলো থেকে জানতে পেরেছেন Cares-এর সঠিক অর্থটি কি।

এই বিস্তারিত বিষয়গুলো আপনার ব্যাখ্যাকে সমৃদ্ধ করবে, পুনর্গঠনের যুগে ঈশ্বরের বাক্যের জন্য সাক্ষ্যমর উইলিয়াম টিন্‌ডেলের শব্দ চয়নের দ্বারা কেজিভি সংস্করণে অর্থটি স্পষ্টভাবে এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

কঠিনতর পদগুলো যখন আসবে, বিশেষ করে যে পদগুলো বিতর্কিত, সেই পদগুলোর ক্ষেত্রে একটি সঠিক অর্থ পাওয়ার জন্য অনেক বেশী সতর্ক হওয়া উচিৎ (যদিও দুশ্চিন্তা করা উচিৎ নয়)। উদাহরণ, কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণের লাভের বিষয়টিকে যারা প্রত্যাখ্যান করেন, তাদের কাছে যখন এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট পদ উপস্থাপন করা হয় তখন তারা প্রায়ই বলেন, "ওহ্, এটা তোমার ব্যাখ্যা।" তারা সাধারণতঃ বুঝাতে চান যে কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান — শিক্ষা দেয় যে পরিত্রাণের বিষয়টি অন্ততঃপক্ষে কিছুটা কাজের দ্বারা সম্পাদিত হয় — ইফিষীয় ২:৮ পদটির মত আরও অসংখ্য পাঠ্যাংশের সাহায্যে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন যেখানে "বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা" পরিত্রাণের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও সেখানে এমন একটি সন্দেহ জনক অনুচ্ছেদ নেই যে বিভিন্ন দল বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা করতে পারে। বরং, এখানে বিচার্য বিষয়টি হচ্ছে কিভাবে যুগ যুগ ধরে একটি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় মাণ্ডলীক ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে আছে।

উদাহরণ, পুনর্গঠনের যুগে (১৫৬০ সাল) নাগাদ, মার্টিন লুথার অনুভব করেছিলেন যে বিশেষ করে বাইবেল যে বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করে নি সেই বিষয়গুলোকে আমাদের ধরে থাকা উচিৎ, যেমন আনুষ্ঠানিক পোষাকসমূহ, মোমবাতি, ইত্যাদি। অন্য দিকে জন্ কেলভিন, বাইবেলে যা কিছু পাওয়া যায় না তার প্রায় সবই ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীন মণ্ডলীগুলো, যে মণ্ডলীগুলো কোনও দিনও কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীতে পরিণত হয় নি, সেগুলো সব থেকে মৌলিক ছিল। জ্ঞানতঃ, আমরা বিশ্বাস করি, তারা শিশু বাপ্তিস্ম, রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এই ধরণের সমস্ত বিষয়গুলোর থেকে দূরে ছিল। ব্যাপ্টিস্ট, মেথোডিস্ট, বাইবেল মণ্ডলীসমূহ এবং ব্রেদ্‌রিন্ নামে পরিচিত মণ্ডলীগুলো আত্মিকভাবে শেষ শ্রেণী থেকে অবতরণ করেছিল।

বাইবেল অধ্যয়নের এই দশাটি প্রকৃতপক্ষে কত কঠিন হতে পারে তার জন্য এখন আমরা একটা কঠিন এবং বিতর্কিত অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করবো।

> *পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, 'মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ-মোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে'* (প্রেরিত ২:৩৮)।

প্রথমে, পিতর কাদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছিলেন তা লক্ষ্য করুন। তিনি ইস্রায়েলের (২২ পদ) যিহূদার (১৪) লোকদের উদ্দেশে এই কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি পরজাতীয়দের উদ্দেশ্যে অথবা খ্রীষ্টানদের উদ্দেশে এই কথা বলেন নি কিন্তু অধর্মান্তরিত যিহূদীদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলেছিলেন।

তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম কথাটি ছিল "মন ফিরাও"। কি বিষয়ে তারা মন ফিরাবে? সাধারণ অর্থে, তারা তাদের সমস্ত পাপের বিষয়ে মন ফিরাবে, কিন্তু একটি বিশেষ পাপের বিষয় পিতরের মনে ছিল: এই পাপটি হল গৌরবান্বিত প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পাপ। এটা ২৩ এবং ৩৬ পদে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল:

> *সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে অধর্ম্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে* (২৩ পদ)।

> *অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করিয়াছেন* (৩৬ পদ)।

মন ফিরানোর পর, পিতরের শ্রোতারা আর কি করেছিলেন? তারা যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে যে তারা খ্রীষ্টিয় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজ করার মাধ্যমে, তারা জনসাধারণের সম্মুখে নিজেদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, এবং যে জাতি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল সেই জাতির সঙ্গে তারা তাদের সংযোগ ছিন্ন করেছিলেন।

এই বাপ্তিস্মকে বলা হয়েছিল "সমস্ত পাপের মোচন" (ক্ষমা)। কেবল যিহূদীদের

পাপের ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। আমরা যেমন দেখেছি, এই অনুচ্ছেদে তাদের পাপ ছিল বিশেষ করে মশীহের প্রতি তাদের ব্যবহার সংক্রান্ত পাপ। জলে বাপ্তিস্মের মাধ্যে দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে, তারা নিজেদের *"এই কালের কুটিল লোকদের থেকে"* রক্ষা করেছিলেন (৪০ পদ)। যে জাতি খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য অপরাধী হয়েছিল সেই জাতির থেকে তারা নিজেদের পৃথক করেছিলেন (মথি ২৭:২৫ পদ দ্রষ্টব্য)।

জলে বাপ্তিস্ম তাদের আত্মাকে রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু এটা তাদের খ্রীষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত রক্তপাতজনিত অপরাধ থেকে রক্ষা করেছিল। অনুতাপ এবং প্রভুর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা তাদের আত্মা রক্ষা পেয়েছিল। এটাই হল পবিত্র শাস্ত্রের সর্বকালীন সাক্ষ্য। জলে বাপ্তিস্ম তাদের যিহূদী ভিত্তি থেকে তুলে এনে খ্রীষ্টান ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছিল।

"সমস্ত পাপ মোচনের" বিষয়টি প্রকাশের আরেকটি বৈধ ব্যাখ্যা আছে। এর অর্থ হতে পারে, "সমস্ত পাপমোচনের জন্য।" অনুতাপ করার দ্বারা (বিশ্বাস উপলব্ধ হয়েছিল) তারা সমস্ত পাপের মোচন লাভ করেছিলেন। এই কারণে তাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। সুতরাং তাদের অন্তরের মধ্যে যা ঘটেছিল তারই একটি বাহ্যিক প্রকাশের চিহ্ন ছিল বাপ্তিস্ম।

"তোমরা পবিত্র আত্মার দান লাভ করবে।" এই যিহূদীরা যে মুহূর্তে অনুতাপ করেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন, সেই মুহূর্তে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। যে মুহূর্তে তারা বাপ্তিস্মের মধ্যে মশীহের প্রতি তাদের আনুগত্যের বিষয়টি সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, তারা সেই মুহূর্তে পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলেন।

তৃতীয় পদক্ষেপ: প্রয়োগ

যুক্তিপূর্ণভাবে, শেষ পদক্ষেপটি হল আপনি যা শিখেছেন তা প্রয়োগ করা। *পর্যবেক্ষণে* অনুচ্ছেদটিতে যা বলা হয়েছে। *ব্যাখ্যায়* অনুচ্ছেদটিতে যা বুঝানো হয়েছে। আমার কাছে (এবং অন্যদের কাছে) অনুচ্ছেদটি যা অর্থ তাই হল *প্রয়োগ*।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে অধিকাংশ বাইবেল অধ্যয়নগুলো হল অজ্ঞতার ডোবামাত্র। হতে পারে চারটে অথবা পাঁচটা অনুবাদ

থেকে পাঠ করেই লোকেরা বলে যে 'আমার কাছে' এর অর্থ — বেশীরভাগ সময়েই মূল পাঠ্যাংশটির কোনও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই অথবা সাধারণ ব্যাকারণগুলো সম্পর্কে কোনও পর্যবেক্ষণ না রেখেই তারা এই কথাটি বলে থাকে।

কিন্তু আমাদের মূল পাঠ্যাংশটি অবশ্যই প্রয়োগ করা উচিৎ। অন্যথা ঈশ্বরের বই অধ্যয়নের বিষয়টি আমাদের কাছে একটি প্রচলিত শিক্ষামূলক বুদ্ধি সংক্রান্ত অনুশীলনে পরিণত হবে।

কয়েকটি উপকরণ আমাদের কাছে সরাসরি প্রয়োগযোগ্য হবে না। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রধান যিহূদী পর্বগুলোতে সমগ্র ইস্রায়েলের পুরুষদের বছরে তিনবার সদাপ্রভুর সম্মুখে আসার বিষয় আদেশ দেওয়া হয়েছিল যা করার বিষয় আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু এই আদেশটি প্রয়োগের দ্বারা আমরা মণ্ডলীর সভাগুলোতে বিশ্বস্তভাবে আসার জন্য খ্রীষ্টানদের উৎসাহিত করতে পারি।

কিন্তু আমাদের যখন বলা হয়, "প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে" (প্রেরিত ১৬:৩১), তা যদি আমরা এখনও না করে থাকি, তবে আমাদের এখনই তাই করা উচিৎ। আমরা যদি কখনও বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করে থাকি, তবে আমাদের নতুন নিয়মের এই অনুরোধটির এখনই বাধ্য হওয়া উচিৎ এবং প্রভু যদি তাঁর লোকদের প্রভুর ভোজে তাঁকে স্মরণ করতে বলে থাকেন (১ করি ১১:২৪ পদে তিনি এটা বলেছেন), তবে যখনই সম্ভব আমাদের নিশ্চয় তাঁকে স্মরণ করা উচিৎ।

কয়েকটি আদেশ — যেমন আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি — সাফল্যের সঙ্গে বাধ্য হতে হলে আমাদের বেশ কয়েক বছরের যত্নশীল প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যাকোব ৩:১-১২ পদের আদেশটি কোথাও একটা শুরু করতে হবে!

নিজে থেকে, অথবা বাইবেল অধ্যয়ন বক্তৃতা ক্লাস অথবা সারমনের শেষে বিভিন্ন লোকদের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা আহরিতব্লাকবোর্ডে অথবা ওভারহেড প্রজেক্টারে প্রস্তুত সম্ভাব্য প্রয়োগগুলোর একটি তালিকা ঈশ্বরের সর্ব-পর্যাপ্ততা, অব্যর্থতা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন উৎপন্ন করতে পারে এবং সুন্দরভাবে বই প্রস্তুত করতে পারে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে

আলঙ্কারিক ভাষা

বাইবেলের আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা হওয়া উচিৎ বলার থেকে সম্ভবতঃ আমাদের বলা উচিৎ স্বাভাবিকভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করতে হবে। যা কথার স্পষ্ট অলঙ্কারগুলো ব্যবহার করতে দেয়, যা আমরা "আক্ষরিক" ভাবে গ্রহণ করি না, কিন্তু যার অর্থ হল প্রকৃত এবং সত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। গীতসংহিতায় গাছদের হাত তালি দিতে বলা হয়েছিল, আমরা জানি তাদের প্রকৃত হাত নেই, তথাপি উদাহরণ স্বরূপ, ঝাউ গাছগুলো এক সঙ্গে তাদের ডালপালাগুলো নাড়াতে থাকে, যে দৃশ্যটি ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য তাঁর হাতের কাজের একটি মহান চিত্র।

উপমা। একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা, এর জন্য মতো অথবা তুল্য শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। "...তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য" (প্রকাশিত বাক্য ১:১৪)।

একাধিক রূপকের সংমিশ্রণ। তুল্য অথবা মতো ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার না করেই একটি বিষয় আরেকটি বিষয়ের সদৃশ অথবা আরেকটি বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। "ইহা (রুটী) আমার শরীর" (মথি ২৬:২৬)।

লক্ষণা পদ। একটি বিশেষ্য পদের সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য আরেকটি বিশেষ্য পদের ব্যবহার। ১ করিন্থীয় ১১:২৬ পদে পাত্রের মধ্যস্থ বস্তুর জন্য পাত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কলসীয় ৩:৫,৮,৯ পদে, এই পৃথিবীতে আমাদের যে সদস্যগণ আছেন, অর্থাৎ, আমাদের দেহের অঙ্গসমূহ, আমরা আমাদের এই অঙ্গগুলোর দ্বারা যে সমস্ত পাপ কাজ করি তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অতিশয়োক্তি। বিপথগামী না হওয়ার জন্য একটি অতিশয়োক্তি। *"অন্ধ পথদর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক"* (মথি ২৩: ২৪)।

নীতি মূলক গল্প। একটি সংক্ষিপ্ত গল্প, সত্য ঘটনা, অথবা অলীক কাহিনী যার তলায় গভীরতর একটি অর্থ থাকে। অনেক সময় নীতি গল্পটির মধ্যে প্রতিটি সত্যের অর্থ থাকে;অনেক সময় কেবল একটাই বার্তা উদাহরণস্বরূপ বলা হয়। আমাদের প্রভু নীতি গল্পগুলো ব্যবহার করেছিলেন যাতে তিনি আন্তরিকভাবে যাদের কাছে সত্যগুলো প্রকাশ করতে চান তারা তা সহজেই বুঝতে পারে, কিন্তু যারা আন্তরিক নয় তাদের কাছ থেকে প্রদীপের আলো নিয়ে নেওয়া হবে (মথি ১৩:১০-১৭)।

রূপক বর্ণনা। একটি নীতিগল্পের মত একই রকমের হয় কিন্তু সাধারণতঃ আরও দীর্ঘ হয়। নীতি গল্পের মত এর প্রতিটি বিস্তারিত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন হয় না। পৌল অব্রাহামের বংশ সংক্রান্ত ইতিহাসের বিষয়টি একটি রূপক বর্ণনা ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে অনুগ্রহ এবং ব্যবস্থা মিশ্রিত করা যেতে পারে না (গালাতীয় ৪:২১-৩১)। জন্ বুনিয়ানের রচিত *পিল্‌গ্রীমস্ প্রোগ্রেস্* হল একটি রূপক বর্ণনা, যেখানে এক জন পাপীর শয়তানের রাজ্য থেকে স্বর্গপুরীতে যাত্রার বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সাদৃশ্য। *"আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে"* (গীত ১৯:১)। একই বিষয়কে দুই ভাবে বলা হয়েছে। এটা হিব্রু কবিতার একটি প্রিয় রচনাকৌশল। কোনও এক জন বলেছিলেন, "আমাদের মত না করে, তারা ধারণাগুলোকে 'ছড়ার' মাধ্যমে প্রকাশ করে, কথার মাধ্যমে প্রকাশ করে না।"

বিদ্রূপ। আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ না করে অন্য কোনও অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত শব্দ সমূহ, যার মধ্যে প্রায়ই কৌতুকবোধ, বিদ্রূপ, অথবা বক্রোক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ২ করিন্থীয় ১১:৮ পদে, পৌল বলেছেন যে তিনি বিনা বেতনে তাদের পরিচর্যা করার জন্য অন্য মণ্ডলীগুলোকে লুট করেছেন।

অর্থালঙ্কার বিশেষ। সমগ্রের জন্য একটি অংশ ব্যবহৃত হয়; "...তুমি ধূলি"

(আদি ৩:১৯); অথবা একটি অংশ সমগ্রের জন্য ব্যবহৃত হয়: "...এই আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে" (লূক ২:১)।

ইব্রীয়গণ একটি ২৪ ঘণ্টার দিনকে একটি অনাহ্ (an onah) হিসাবে গণ্য করে, এবং এর যে কোন অংশ একটি onah নামে গণ্য হয়। খ্রীষ্ট কিভাবে তিন দিন এবং তিন রাত্রি পৃথিবীর অন্তরতম প্রদেশে ছিলেন—শুক্রবারের অংশ, শনিবারের সারা দিন, এবং রবিবারের অংশ (মথি ১২:৪০)।

টাইপোলজি

টাইপোলজি শব্দটির সঙ্গে টাইপরাইটারে টাইপ করার অথবা ছাপাখানার মুদ্রাক্ষরের আদলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু শব্দগুলো একই গ্রীক শব্দ 'টাইপোস্' থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে একটি মুদ্রণ, আকার, নমুনা, উদাহরণ, অথবা টাইপোলজির মধ্যে, বিশেষ করে একটি "টাইপ"। ১ করিন্থীয় ১০:১১ পদে আমরা দেখি যে পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েলীয়দের প্রতি যে বিষয়গুলো ঘটেছিল সেগুলো ছিল আত্মিক সত্যসমূহের নমুনা অথবা পূর্বলিখিত চিত্র যা নতুন নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

একটি আদর্শ বা নমুনা এক জন ব্যক্তি হতে পারেন, যেমন মল্কীষেদক; একটি স্থান হতে পারে, যেমন কনান;অথবা একটি বস্তু হতে পারে, যেমন সমাগম তাম্বুর অংশসমূহ। এখানে কতগুলো স্পষ্ট এবং বিখ্যাত উদাহরণ দেওয়া হল:

নোহের জাহাজ। বিচারের জলের মধ্যে জাহাজটির নিমজ্জিত হওয়ার বিষয়টি হল কালভেরীতে মৃত্যু পর্যন্ত খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের চিত্র। ঠিক যেভাবে যারা জাহাজের মধ্যে ছিলেন তারা রক্ষা পেয়েছিলেন, সেই ভাবে যারা খ্রীষ্টের মধ্যে থাকেন তারা রক্ষা পাবেন (১ পতর ৩:১৮-২২)।

মল্কীষেদক। *"তুমিই (খ্রীষ্ট) মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অনন্তকালীন যাজক"* (ইব্রীয় ৭:১৭)।

মোশি। মোশি বলেছিলেন, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন ..." (২ বিবরণ ১৮:১৫)।

নিস্তারপর্ব। "কারণ আমাদের নিস্তারপর্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট।" (১ করিন্থীয় ৫:৭)।

মহাযাজক। "আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন (প্রভু যীশু খ্রীষ্টে) ...।" (ইব্রীয় ৮:১)।

বলিদান বা যজ্ঞসমূহ। *"ভাল, যাহা যাহা স্বর্গস্থ বিষয়ের দৃষ্টান্ত, সেগুলির ঐ সকলের দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু যাহা যাহা স্বয়ং স্বর্গীয়, সেগুলির ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক"* (ইব্রীয় ৯:২৩)।

সমাগম তাম্বুর পর্দা। "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে (আক্ষরিক অর্থে, সমাগমতাম্বু অথবা "তাঁর তাম্বু স্থাপন করলেন") প্রবাস করিলেন..." (যোহন ১:১৪)।

মান্না। যীশু বলেছিলেন, *"আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে"* (যোহন ৬:৫১)।

প্রস্তর। *"কারণ, তাঁহারা এমন এক আত্মিক শৈল হইতে পান করিতেন, যাহা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল; আর সেই শৈল খ্রীষ্ট"* (১ করিন্থীয় ১০:৪খ)।

সর্প। "আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্য-পুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে" (যোহন ৩:১৪)।

যোষেফ (যাকোবের পুত্র, মরিয়মের স্বামী নন)। যদিও তাঁকে কখনও প্রভু যীশুর একটি নমুনা বলা হয় নি, তথাপি এডা হ্যাবারসন[৫] এবং আর্থার পিঙ্কের মতানুসারে, তাদের মধ্যে ১০০টিরও অধিক যোগযোগ হয়েছিল। ইহা শাস্ত্রের মধ্যে অন্য প্রতীক এবং চিত্রগুলো দেখার বিষয়ে আমাদের উৎসাহিত করে।

অত্যন্ত চরম বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। কেবল নতুন নিয়মে যে নমুনাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিষয়গুলোকে গ্রহণ করতে হবে *"এই সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে"* বাক্যের আলোকে যা খুবই অনমনীয়। আরেকটি চরম মনোভাব হচ্ছে কল্পনায় অসংযত হওয়া এবং প্রতিটি জায়গায়, এমন কি নতুন নিয়মের মধ্যে এই নমুনা গুলো দেখা।

যাইহোক, কোনও নমুনাই সিদ্ধ নয়। বিশেষ করে আমাদের প্রভুর নমুনার ক্ষেত্রে, কেবল বিরোধী নমুনাই সিদ্ধ।

আমাদের নমুনাগুলোর ওপর কোনও ধর্মীয় মতবাদ গড়ে তোলা উচিৎ নয়। প্রায়ই তারা মতবাদগুলোকে এবং ভাববাণী সংক্রান্ত ব্যাখ্যাগুলোকে নিশ্চয়তা অথবা উদাহরণ দান করে, কিন্তু তারা মতবাদগুলোর বৈধ উৎস নয়।

বাইবেলের প্রতীকীবাদ

ইস্রায়েলের বিষয় উল্লেখ করার জন্য প্রায়ই ক্ষেত্র অথবা ভূমি শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে ক্ষেত্রের মধ্যে গোপন ধনভাণ্ডার ইস্রায়েলের একটি প্রতীক হতে পারে, যা ক্রয় করার জন্য প্রভু তাঁর কাছে যা কিছু আছে তা বিক্রয় করতে পারেন (মথি ১৩:৪৪)। স্থল থেকে উত্থিত পশুটিকে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১) ইস্রায়েল দেশ থেকে শেষ সময়ের একজন ক্ষমতাশালী শাসক, সম্ভবতঃ ভাক্তভাববাদীর বিষয় উত্থাপন করলে বোঝা যায়।

সমুদ্র পরজাতীয়দের প্রতীক হতে পারে। এই ভাবে সমুদ্র থেকে গৃহীত মহামূল্যবান রত্ন (মথি ১৩:৪৭) খ্রীষ্টের পরজাতীয় বিবাহের পাত্রী বা কন্যাকে বুঝাতে পরে, এবং সমুদ্রের থেকে উঠে আসা পশুটির দ্বারা (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১) পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা রোম সাম্রাজ্যের এক পরজাতীয় শাসককে বুঝানো হতে পারে।

মিশরকে সমস্ত আকর্ষণ, আমোদ-প্রমোদ এবং প্রতিমাপূজক সহ জগতের একটি চিত্ররূপে গ্রহণ করা হতে পারে।

কনান স্বর্গ নয় কিন্তু খ্রীষ্টে স্বর্গীয় স্থানে আমাদের বর্তমান অবস্থান। কনানে যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল; স্বর্গে সে রকম কিছু থাকবে না।

শুধু একটা সতর্কতা। শাস্ত্রে এই প্রতীকীবাদ অপরিবর্তনীয় ভাবে অনুসৃত হয় নি।

বাইবেলের সংখ্যসমূহ

বাইবেলের সংখ্যগুলোর অর্থ আছে। বিভিন্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের বার বার ব্যবহারগুলোর তুলনা করে আমরা এদের অর্থগুলোর বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

১ সংখ্যা। এটা স্বতন্ত্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় ইঙ্গিত দেয়। বলা হয়, "এটা নিউ ইয়র্কের ১ নম্বর রেস্তোঁরা।" ইব্রীয় বিশ্বাসসূত্রে ঈশ্বরের একত্ব কে শেমা (Shema) বলে অভিহিত করা হয় ("শোন") : "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু" (২ বিবরণ ৬:৪) এবং আসন্ন রাজ্যের ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে: "ঐ দিন এরকম হবে— 'প্রভু এক এবং তাঁর নাম এক।'"

২ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি একটি সাক্ষ্যের সত্যতা মেনে নেয়। "দুই কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে" (২ বিবরণ ১৯:১৫)।

৩ সংখ্যা। এর অর্থ হল স্বর্গীয় সম্পূর্ণতা বা পূর্ণতা, ঠিক যেমন ঈশ্বরীয় প্রকৃতির মধ্যে তিন ব্যক্তি বর্তমান: "পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাঁহাদিগকে বাপ্তাইজ কর" (মথি ২৮:১৯)।

৪ সংখ্যা। এটি সর্বজনীনতার সংখ্যা। চারটি সুসমাচার, পৃথিবীর চারটি কোনা (দিক), চার বায়ু (যির ৪৯:৩৬ এবং প্রকা ২০:৮)। চারটি পশু যা পরজাতীয় জগতে কর্তৃত্বকারী চারটি শক্তিকে বুঝায় (দানিয়েল ৭:৩)।

৫ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি মানুষের দুর্বলতা এবং নির্ভরতাকে বুঝায়। শিষ্যরা ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর জন্য (যোহন ৬:৯) মাত্র ৫টি যবের তৈরী রুটী জোগার করতে সক্ষম হয়েছিল। মথি ২৫:২ পদে, ৫ জন বুদ্ধিমতী এবং ৫ জন মূর্খ কুমারী ছিলেন। এটা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দায়িত্বের বিষয়টিকেও বুঝায়।

৬ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি সম্পূর্ণতার ৭ সংখ্যাটির থেকে ১ কম। গলিয়াৎ সাড়ে ছয় হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ছিল; যোহন ২:৬ পদে যিহূদীদের শুচিকরণের রীতি অনুসারে ৬টি পাথরের জালা ছিল। সব থেকে পরিচিত সংখ্যা হচ্ছে ৬৬৬, প্রকাশিত বাক্যে পশুর সংখ্যা। ৬ হচ্ছে পুরুষের সংখ্যা; সে পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরবের (সিদ্ধতার) দৃষ্টিতে পতিত হয়েছে।

৭ সংখ্যা। সাত সংখ্যাটি সিদ্ধতা এবং সম্পূর্ণতা বুঝায়। পৃথিবী সৃষ্টি করতে ঈশ্বরের ৬ দিন সময় লেগেছিল এবং সপ্তম দিন ঈশ্বর বিশ্রাম করেছিলেন। পাপার্থক বলিদানের ক্ষেত্রে সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত বার রক্ত ছিটানো হতো (লেবীয় ৪:৬, ১৭)। আমাদের প্রভু মথি ১৩ অধ্যায়ে ৭টি নীতিগল্পের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্যের একটি সম্পূর্ণ চিত্র দিয়েছিলেন এবং প্রকাশিত বাক্যের ২-৩ অধ্যায়ে তিনি আমাদের মণ্ডলীর যুগের সপ্ত মণ্ডলীর একটি চিত্র দেখিয়েছিলেন।

৮ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি একটি নতুন সূচনার অর্থ প্রকাশ করে। প্লাবনের পর ৮ জন লোকের দ্বারা পৃথিবীতে আবার জন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অষ্টম দিনে এক জন যিহূদী বালকের ত্বক্‌চ্ছেদ করা হতো। অষ্টম দিনে খ্রীষ্ট উজ্জ্ল রূপ ধারণ করেছিলেন (লূক ৯:২৮), যা আসন্ন রাজ্যের অর্থ প্রকাশ করে, এবং তিনি অষ্টম দিনের দিন উত্থিত হয়েছিলেন। অষ্টম দিন প্রভুর দিন, একটি নতুন সূচনার দিন। গ্রীক ভাষায় যীশুর সংখ্যাগত মূল্য হচ্ছে (Iesous) ৮৮৮ যা নিশ্চিতভাবে একটি কাকতালীয় বিষয় নয়।

১০ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি মানুষের দায়িত্বের বিষয়টিকে বুঝায়। দশটি আজ্ঞা আছে এবং আমাদের কাজ করার জন্য দশটি আঙ্গুল এবং যাওয়ার জন্য পায়ের দশটি আঙ্গুল আছে। ঈশ্বর মিশরের ওপর দশটি আঘাত এনেছিলেন (যাত্রা ৭:১২) এবং লূক ১৯:১৩ পদের নীতিগল্পে গৃহকর্তা দশ জন দাসকে ব্যবসা করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন।

সংখ্যা ১২। এই সংখ্যাটি হল সরকারের, প্রশাসনের, এবং স্পষ্ট সার্বভৌমত্বের। ইস্রায়েলের ১২ টি গোষ্ঠী ছিল, মেষশাবকের ১২ জন প্রেরিত শিষ্য ছিলেন, নতুন যিরূশালেমের ১২টি ভিত্তি ছিল এবং ১২টি দ্বার ছিল যেখানে ১২ জন স্বর্গদূত প্রহরী ছিল।

৪০ সংখ্যা। মানবিক দায়িত্ব (১০) গুণিত সর্বজনীনতা সমান মানুষের সম্পূর্ণ পরীক্ষা (৪০)। ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি মহা প্লাবন হয়েছিল। মোশি তাঁর জীবনে তিনটি ৪০ বছর সময়ের মধ্যে পরীক্ষিত হয়েছিলেন: মিশরে, মরুভূমিতে এবং প্রান্তরে। ইস্রায়েলীয়গণ ৪০ বছর প্রান্তরে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। শৌল এবং দায়ূদ উভয়েই ৪০ বছর রাজত্ব করেছিলেন যার মধ্যে তারা বিচারিত হয়েছিলেন। নীনবিকে অনুতাপ করার জন্য ৪০ দিন সময় প্রদত্ত হয়েছিল। প্রান্তরে আমাদের প্রভুর শয়তান কর্তৃক পরীক্ষা ৪০ দিন এবং ৪০ রাত স্থায়ী হয়েছিল।[৬]

বাইবেলের বর্ণসমূহ (রঙ)

রঙগুলোর অর্থ আছে। বেগুনী রাজকীয়তার সঙ্গে যুক্ত (বিচারকর্তৃগণ ৮: ২৬), সিন্দুর বর্ণ পাপ প্রকাশ করে (যিশাইয় ১:১৮), সাদা শুদ্ধতা এবং ধার্মিকতা প্রকাশ করে (প্রকাশিত বাক্য ৬:১১; ১৯:৮), নীল অথবা কান্তমণি স্বর্গের সঙ্গে যুক্ত (যাত্রা ২৪:১০)।

বাইবেলের নামসমূহ

বাইবেলে নামগুলোর অর্থ আছে। যাকোব নামের অর্থ হল "ছলনাকারী" অথবা "কৌশলে অধিকারচ্যুতকারী"। আমরা এই ধরণের লোকদের "ঠগ্‌বাজ্‌" বলে অভিহিত করি। তাঁকে পরে ইস্রায়েল নাম দেওয়া হয়েছিল, যার অর্থ হল "ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধকারী।"

চার্লস ডিকেন্সের বইগুলো দেড়শো বছরের ওপর স্মরণীয় হয়ে থাকার একটি কারণ হল তাঁর কাহিনীগুলোর চরিত্রদের আশ্চর্য মনোনয়ন (প্রায়ই, এক জন সন্দেহভাজন, উদ্ভাবন)। তারা খুবই ভালভাবে তাদের চরিত্রগুলোর সঙ্গে মানানসই হতো। মার্ডস্টোন্‌, স্টিয়ারফোর্থ, পিক্‌উইক্‌, চ্যাজ্‌লউইট্‌, নিকল্‌বী, এবং উড়িয় হীপ্‌ নামগুলো কে ভুলে যেতে পারে? অবশ্যই, ডিকেন্স তাঁর ইচ্ছামত যে কোনও নাম তৈরী করতে পারেন, যেহেতু তাঁর চরিত্রগুলো কল্পিত।

বাইবেলের নামগুলো একটি ভিন্ন কারণে স্মরণীয়। তারাও, চরিত্রের সঙ্গে মানানসই হয়, কিন্তু সেই নামগুলো বাস্তব লোকদের প্রকৃত নাম। এক সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যস্থ প্রধান নরনারীদের অর্থপূর্ণ নাম দিয়েছিলেন—যার থেকে প্রায়ই তাদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র প্রকাশিত হয়।

বাইবেলের কয়েকটি প্রধান নাম

পুরাতন নিয়ম

আদম — লাল, পৃথিবী
হবা — জীবন-দাত্রী
কয়িন — অর্জিত দ্রব্য
হেবল — ঘাসযুক্ত চারণভূমি
অব্রাম — মহান পিতা
অব্রাহাম — বহু মানুষের পিতা
সারা — রাজকন্যা
ইস্‌হাক — তিনি হাসেন

যাকোব — ছলনাকারী, কৌশলে অধিকারচ্যুতকারী
যিহূদা — প্রশংসা
মাইকেল — ঈশ্বরের সদৃশ কে?
যিশাইয় — যিহোবা রক্ষা করেন

নতুন নিয়ম

আদম — লাল, পৃথিবী বা ভূমি বা মৃত্তিকা
মরিয়ম — তিক্ত (মিরিয়ামের অর্থের সমান)
যোষেফ — বৃদ্ধিকারী
পিতর — প্রস্তর
ফিলিপ — মালা (অ্যাথলেটিক্ ক্রীড়ায় জয়ী একটি মুকুট)
পৌল — ক্ষুদ্র

অন্যান্য বিস্তারিত বিষয়সমূহ

ধাতুসমূহ। এমন কি ধাতুগুলোরও সম্বন্ধ আছে। স্বর্ণ গৌরব এবং ঈশ্বরত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। রৌপ্য উদ্ধারের বিষয় কথা বলে। পিতল বিচারের এবং লৌহ শক্তির প্রতীক।

তারিখসমূহ। আপনি যখন বাইবেল পাঠ করবেন তখন তারিখগুলোকে খুব হালকা ভাবে গ্রহণ করবেন না। উদাহরণ, আদি ১:১ পদটির কোনও তারিখ নেই। পৃথিবীতে মানুষের বয়েস বংশবৃত্তান্ত থেকে মোটামুটিভাবে হিসাব করা যায়, যদিও তাদের মধ্যে ছোটখাটো কিছু ব্যবধান থাকতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় যে সঠিক তারিখগুলো জানার বিষয়টি আপনার লাভ এবং আনন্দের বিষয়কে প্রভাবিত করবে না।

সময়। বাইবেলে সময় সম্পর্কে বলার বিভিন্ন উপায় আছে। যিহূদীদের এক রকমের পদ্ধতি, রোমীয়দের আরেক রকমের পদ্ধতি। প্রায়ই যে বিষয়গুলোতে বিভ্রান্তি দেখা যায় তা হল কেবল বিভিন্ন ক্যালেণ্ডার ব্যবহারের এবং দিনের প্রহরগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে চিহ্নিত করার বিভিন্ন উপায়ের ফল।

ওজনসমূহ, পরিমাপসমূহ, অর্থ। এখানেও আবার আপনার নির্ভুল সংজ্ঞার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। এই বিষয়গুলো বছরের পর বছর পরিবর্তিত হয়ে আসছে। বর্ণনা প্রসঙ্গটি সাধারণতঃ আপনাকে বলে দেবে যে পরিমাণটা অত্যধিক, অপর্যাপ্ত, অথবা পর্যাপ্ত কি না।

স্বর্গীয় সম্পাদক

এখানে স্মরণযোগ্য এক সাহায্যকারী নিয়ম আছে। পবিত্র আত্মা যখন নতুন নিয়মের মধ্যে পুরাতন নিয়মের একটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেয়, তিনি হলেন তাঁর নিজের প্রতি একটি আইন। যার অর্থ হচ্ছে তিনি একটি অনুচ্ছেদ গ্রহণ করতে পারেন এবং একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। হোশেয় যখন উদ্ধৃতি দেন যে ঈশ্বর বলছেন, *"তোমরা আমার প্রজা নহ"* (১:৯)। তিনি বুঝাতে চান যে ইস্রায়েল যিহোবার কাছ থেকে অনেক দূরে চলেগেছে। কিন্তু পৌল যখন রোমীয় ৯:২৫-২৬ পদে হোশেয়র অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেন, তিনি এটা পরজাতীয়দের কাছে প্রয়োগ করেন। কোনও সমস্যা নেই! একই পবিত্র আত্মা যা প্রথম স্থানে লিখেছিলেন পরবর্তী সময় তিনি সেটা তাঁর ইচ্ছা মত যে কোন ভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

বিশেষ বইগুলোর জন্য সূচকসমূহ

পুরাতন নিয়ম

আমরা এক সঙ্গে যা কিছু অধ্যয়ন করেছি তা সমগ্র ঈশ্বরের বাক্যের সহায়ক। যাইহোক, যেহেতু বাইবেল পরিত্রাণের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত মানবিক লেখকদের দ্বারা রচিত ৬৬টি বইয়ের একটি পাঠাগার, সেহেতু বেশ কয়েকটি সূচক আছে যা আমাদের ইয়োব, প্রেরিত এবং প্রকাশিত বাক্যের মত ভিন্ন ধরণের বইগুলোর বিশেষ পরিস্থিতিগুলোকে বোঝার জন্য সহায়ক।

আপনার জানা উচিৎ যে ঐতিহাসিক বইগুলো আপনাকে সৃষ্টি থেকে আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত বহন করে। প্রথম পাঁচটি বইকে বলা হয় পেন্ট্যাটিউক (পাঁচটি স্ক্রোলস্) অথবা ট্যরা (অনুশাসনাবলী)।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক বইগুলো কালপরম্পরা ভাবে একে অপরকে অনুসরণ করে।

১। পুরাতন নিয়মের প্রথম পঞ্চপুস্তক
(পেন্ট্যাটিউক্)

আদিপুস্তক আপনাকে সৃষ্টি থেকে যোষেফের মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ১৯:১-২ পদে, লোকেরা যতক্ষণ না সিনয় পর্বতে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ যাত্রাপুস্তক আপনাকে কালপরম্পরায় চালিত করে।

যাত্রাপুস্তকের অবশিষ্ট অংশ, সমগ্র লেবীয় পুস্তক, এবং গণনা ১:১-১০:১০ পদ পর্যন্ত সিনয় ছিল তাদের স্থায়ী বসবাসের ইতিহাস।

গণনাপুস্তকের বাকী অধ্যায়গুলো ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞাত দেশে যাত্রার বর্ণনা। পুস্তকটির সমাপ্তির সময় তারা যর্দন নদীর পূর্বদিকে, মোয়াব সমভূমিতে অবস্থান করেছিল।

২ বিবরণ পুস্তকটির ঘটনাবলী মোয়াব সমভূমিতে ঘটেছিল।

২। ঐতিহাসিক পুস্তক সমূহ

যিহোশূয় পুস্তকটি কনান বিজয়ের ঘটনাগুলোকে এবং বারটি গোষ্ঠীর মধ্যে দেশটির বিভাজনের বিষয় বর্ণনা করে।

বিচারকর্ত্তৃগণ পুস্তকটি ইস্রায়েলের পরবর্তীকালীন ঈশ্বর নিন্দার বিষয় এবং ঈশ্বর-নিযুক্ত সামরিক নেতাদের মাধ্যমে তাদের উদ্ধারের কথা বলে।

রূত এবং তাঁর কাহিনীর পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী বিচারকর্ত্তৃগণের সময় ঘটেছিল।

১ *শমূয়েল* পুস্তকটি হল শমূয়েল কর্তৃক নিযুক্ত ইস্রায়েলের প্রথম রাজা শৌলের এবং দায়ূদের ওপর শৌলের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থহীন ঈর্ষার কাহিনী।

২ *শমূয়েল।* দায়ূদের শৌলের পর রাজা হওয়ার এবং বিজয় থেকে করুণ পরিণতির দিকে চালিত হওয়ার কাহিনী।

১ *রাজাবলির* মধ্যে, দায়ূদের পর শলোমন রাজা হয়েছিলেন, গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন, তারপর ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র রহোবিয়াম অবিবেচনাপূর্ণ কাজ করেছিলেন, যার ফলে রাজ্য বিভক্ত হয়েছিল। ১ *রাজাবলির* অবশিষ্ট অংশ এবং ২ *রাজাবলি* বিভক্ত রাজ্যের ইতিহাস দান করে।

১ *বংশাবলি* ব্যাপকভাবে ১ এবং ২ শমূয়েলের সমান্তরাল কিন্তু এখানে ঐতিহাসিক বর্ণনা অপেক্ষা অধিক আত্মিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

২ *বংশাবলি* ১ এবং ২ রাজাবলির সমান্তরাল, এটাও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, এবং যিহূদীদের বন্দীত্ব থেকে প্রত্যাগমন করার কোরস্ রাজার নির্দেশ জারির সঙ্গে পুস্তকটি সমাপ্ত হয়েছে।

ইষ্রা এবং নহিমিয় কোরস্ রাজার ঘোষণার একটি ফল হিসাবে প্রত্যাবর্তন অভিযানের বিষয় বলে। নহিমিয় পুস্তকটির সমাপ্তির সঙ্গে পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সমাপ্তি হয়।

ইষ্টের পুস্তকটির ঘটনাগুলো ইস্রা পুস্তকের ছয় এবং সাত অধ্যায়ের মধ্যস্থ ঘটনাবলি থেকে নির্গত হয়েছে, এর সঙ্গে সেই যিহূদীরা যুক্ত ছিল যারা তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যায় নি।

আদিপুস্তকের ১-১১ অধ্যায়ে মানবজাতীর আদি ইতিহাস নিয়ে কাজ করা হয়েছে। আদিপুস্তক ১২ অধ্যায় থেকে পুরাতন নিয়মের শেষ পর্যন্ত প্রায় একচেটিয়া ভাবে ইস্রায়েল জাতির বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনাবলী নথিভুক্ত করা হয়েছে। কেবলমাত্র ইস্রায়েলের সঙ্গে ব্যবহারিকভাবে যুক্ত থাকার জন্য অন্য জাতিগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মনে রাখবেন যে এখানে পঠিত এই অসংখ্য লোকেরা এবং বিষয়গুলো হল বিভিন্ন নমুনা, যা নতুন নিয়মের যুগের প্রতি ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশ করে।

আরও মনে রাখবেন যে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের লোকদের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের কাছে আত্মিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে (রোমীয় ১৫:৪; ১ করি ১০:১১)।

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের নদীগুলো (উদাহরণস্বরূপ, টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্) মহাপ্লাবনের পর তাদের গতিপথ যে একই থাকবে এমন কোনও আবশ্যকতা নেই। এই তথ্যটির জন্য বলা যায় যে এদোন উদ্যানের অবস্থানটি সঠিকভাবে কোথায় ছিল তা বলা অসম্ভব।

আপনি যখন বালিদানের রীতির বিষয়ে আসেন, তখন আপনার অভিষিক্ত শব্দটির অর্থ জানা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যিহূদীরা ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ বা নিয়মাবদ্ধ প্রজা ছিল এবং সুরক্ষিত ছিল — প্রভুতে বিশ্বাসের দ্বারা — সমস্ত সুবিধাপ্রাপ্ত লোকদের মতো তারাও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ছিল। ঈশ্বর তাদের কাছে যে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন তারা যখন তা বিশ্বাস করেছিল, তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই তাদের তাঁর সহভাগিতার মধ্যে থাকার বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, আরাধনার মাধ্যমে তারা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়ে মানানসই অবস্থার মধ্যে আসতে পারতো। তারা যখন তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন, তাদের পাপ ক্ষমা করা হতো, কিন্তু যখনই তারা তাঁর অবাধ্য হতো, তারা কলুষতায় পূর্ণ হতো। এই কলুষতার

থেকে শুচি হওয়ার জন্য বলিদানের রীতি প্রচলিত ছিল। তাদের ধর্মীয় শুচিতার রীতি ছিল, কিন্তু তারা একটি একক পাপ ধুয়ে ফেলার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিল (ইব্রীয় ১০:৪)। প্রায়শ্চিত্ত (অথবা প্রকৃত অর্থে "পাপাচ্ছাদন"), সেইকারণে বাহ্যিক শুচিকরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটা করতে হতো, কিন্তু এটা কখনও পাপের বিষয়ে একটি স্পষ্ট সংবেদ দান করতো না।

প্রায়শ্চিত্ত একটি নতুন নিয়মের শব্দ নয়।[৭] যাইহোক, সাধারণ ব্যবহার অনুসারে এটা ক্রুশের ওপর খ্রীষ্টের বলিদানের কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের অর্থটিও অধিকার করেছে। আমরা খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত মূলক কাজের বিষয় কথা বলছি যার দ্বারা পাপের প্রশ্নটির সমাধান করা হয়েছে।

অসংখ্য নতুন বিশ্বাসীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যখন তারা ১ এবং ২ রাজাবলির বিভক্ত রাজ্যের বিষয়ের মধ্যে আসে (এছাড়াও ২ বংশাবলি)। কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য জানা সহায়ক হয়। শলোমনের মৃত্যুর পর, রাজ্যটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়েছিল। দশটি গোষ্ঠী যারবিয়াম কর্তৃক শাসিত হয়েছিল। এটা ছিল উত্তরাংশের রাজ্য, যা ইস্রায়েল নামেও পরিচিত। দুটি গোষ্ঠী শলোমনের পুত্র, রহবিয়ামের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। এটা ছিল দক্ষিণ রাজ্য, যা যিহূদা নামেও পরিচিত ছিল।

ইস্রায়েলের ১৯ জন রাজা ছিল, যারা সকলেই মন্দ ছিল, এবং তাদের মধ্যে ১৯টি রাজবংশ বা রাজ পরিবার রাজত্ব করেছিল। ৭২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অসূরিয়ায় বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ইহা অব্যাহত ছিল।

যিহূদায় ২০ জন রাজা ছিল, সকলেই একটি রাজবংশের অথবা একটি বংশধারার থেকে এসেছিল। এই বংশের উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রভু যীশু দায়ূদের সিংহাসনের অধিকার লাভ করেছিলেন। যিহূদার উত্তম রাজাদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা হলেন আসা, যিহোশাফট, যিহোয়াস্, অসরিয়, যোথাম, হিষ্কিয়, এবং যোশিয়। ৫৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বাবিলনীয়দের দ্বারা যিহূদাকে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মাঝে মধ্যেই একটি রাজার রাজত্ব অন্য রাজত্বের এক জন রাজার সঙ্গে সংযোগের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ,

"নবাটের পুত্র যারবিয়াম রাজার অষ্টাদশ বৎসরে অবিয়াম যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (১ রাজাবলি ১৫:১)।"

উভয় রাজ্যেই একই নামের বেশ কয়েক জন রাজা ছিলেন: অহসিয়, যিহোরাম, যিহোয়াস, এবং যোয়াশ। উত্তর রাজ্যে যারবিয়াম নামে দুজন রাজা ছিলেন; দ্বিতীয় জন সাধারণতঃ দ্বিতীয় যারবিয়াম নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

লক্ষ্য করুন কিছু নামের বিকল্প নামও ছিল: যিহোরাম, যোরাম; অবিয়াম, অবিয়; যোয়াশ, যিহোয়াস; অসরিয়, উষিয়; যিহোয়াকীম, যিকোনীয়, কোনীয়।

বিভক্ত রাজ্যের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়ার জন্য সব থেকে ভাল উপায় হচ্ছে আপনার একটি নিজের চার্ট তৈরী করা। ১ রাজাবলির রহবিয়ামের নাম দিয়ে শুরু করুন, তালিকায় তাঁকে যিহূদার প্রথম রাজা হিসাবে রাখুন। তারপর বিপরীত কলামে, যারবিয়ামকে ইস্রায়েলের প্রথম রাজা হিসাবে তালিকাভুক্ত করুন (১ রাজা ১২: ২০)। ১ এবং ২ রাজাবলি পুস্তকের মধ্যে দিয়ে আপনার কাজ করুন, প্রতিটি রাজার তালিকা তৈরী করুন এবং তাদের রাজত্বের আনুমানিক স্থায়িত্ব দেখান (সঠিক রাজত্বকাল লেখা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না)। আপনি দেখাবেন একটি রাজ্যে যখন এক জন রাজত্ব করছেন তখন অন্য রাজ্যে কে রাজত্ব করছেন। দক্ষিণ রাজ্যের সমাপ্তিতে ৭০ বছরের বন্দীত্বের এবং এবং ইষ্রা ও নহিমিয়ের নের্তৃত্বে বন্দীত্ব থেকে প্রত্যাগমনের জন্য সময়ের একটি ব্যবধান রাখবেন। এই তালিকাটি যত্ন করে রাখবেন, যাতে আপনি যখন ভাববাদীসংক্রান্ত বইগুলোতে আসবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ভাববাদীগণ কোন্ রাজার সময় পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

৩। কাব্যিক পুস্তকসমূহ

ঈশ্বর হলেন সব থেকে মহান কবি। তাঁর বাক্য কবিতায় পূর্ণ। এর মধ্যে মাঝে মাঝেই ঐতিহাসিক বইগুলো থেকে, ভাববাণী সংক্রান্ত বইগুলো থেকে এমন কি নতুন নিয়মের বিশেষ করে প্রকাশিত বাক্য থেকে অনেক উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু

পাঁচটি বই আছে যা গঠন এবং রচনাশৈলীর দিক থেকে সম্পূর্ণ কবিতা। এই বইগুলো হল ইয়োব থেকে পরমগীত পর্যন্ত।

(ক) ইয়োব পুস্তক

ইয়োব পুস্তকটি নাটকীয় আকারে একটি দীর্ঘ কবিতা। এমন কি অসংখ্য অবিশ্বাসীরাও এর গভীর চিন্তাগুলোর বিষয় এবং সুন্দর রচনাশৈলীর প্রশংসা করেন। এটা মনে রাখা খুবই সহায়ক হবে যে ইয়োব নিশ্চিতভাবে আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ের নথিভুক্ত সময় বাস করেছিলেন — অব্রামের পিতা, তেরাহের (Terah) সময়।

বইটির মধ্যে প্রধান ব্যক্তিবর্গ হলেন, ঈশ্বর, ইয়োব, শয়তান, ইলীফস, বিল্‌দদ্‌, সোফর, এবং ইলীহূ।

নাটকটীতে ছয়টি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় আছে। ইয়োবের জীবনের এই দুর্দশা তাঁর নিজের জীবনের পাপের ফল—তাঁর তিন বন্ধু কর্তৃক এই বিষয়টি ইয়োবকে বুঝানোর জন্য অনেকগুলো অধ্যায় ব্যায়িত হয়েছে। পাপের কারণে দুঃখভোগ আসার বিষয়টিকে সাধারণ বিষয়ে পরিণত করার ক্ষেত্রে তারা ঠিক ছিলেন, কিন্তু তারা এই বিষয়টিকে ইয়োবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ভুল করেছিলেন।

ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ইয়োব ঠিক ধৈর্য্যশীল ছিলেন না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি সহিষ্ণু হয়েছিলেন।

ধার্মিক ব্যক্তি কেন কষ্টভোগ করে সেই সমস্যার সমাধান বইটির মধ্যে করা হয় নি। যারা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ওপর আস্থাশীল হয় ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হিসাবে এবং ধারণকর্তা হিসাবে তাদের কাছে প্রকাশিত হন, আমাদের জীবনে যাই ঘটুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

ইয়োব পুস্তকের মধ্যে আপনি খ্রীষ্টকে খুঁজে পেতে পারেন। উদাহরণের জন্য, আপনি ১৯:২৫ পদটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন:

কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন।

(খ) গীতসংহিতা

গীতসংহিতা পুস্তকটিকে আমাদের প্রথমে লেখকদের বাস্তব জীবনের

অভিজ্ঞতার অধ্যায়রূপে দেখতে হবে। কিন্তু এছাড়াও সেই গীতগুলো ইস্রায়েল জাতির অভিজ্ঞতার দর্পণ।

তাদের মধ্যে অনেকগুলো গীতে মশীহের বিষয় ভাববাণী করা হয়েছে। সেই গীতগুলোকে আমরা মশীহ সংক্রান্ত গীত বলি।

আমরা যদি আমাদের জীবনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে গীতগুলোর শিক্ষাকে প্রয়োগ না করি তবে আমাদের গীতসংহিতার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হবে না।

গীতসংহিতার মধ্যে যেখানে যেখানে কথোপকথন আছে সেই বিষয়গুলো এবং সেই কথোপকথনগুলোর বক্তা কারা ছিলেন তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। উদাহরণ স্বরূপ ১০২ সংখ্যার গীতটি গ্রহণ করুন: ১-১১ পদ, প্রভু যীশু; ১২-১৫, পিতা ঈশ্বর; ১৬-২২ পদ, সম্ভবতঃ পবিত্র আত্মা; ২৩,২৪খ, আবার প্রভু যীশু; ২৪খ-২৮, পিতা ঈশ্বর।

কয়েকটি গীতে শত্রুদের ওপর ঈশ্বরের ক্রোধ আহ্বান করা হয়েছে। এই গীতগুলোকে অভিশাপপূর্ণ গীত বলে অভিহিত করা হয় কারণ সেই গীতগুলোতে একটা অভিশাপ মিনতিপূর্ণভাবে আহ্বান করা হয়েছে। ব্যবস্থার অধীনে বাসকারী যিহূদীদের জন্য মানানসই ভাষা অনুগ্রহের অধীনে বাসকারী খ্রীষ্টানদের জন্য মানানসই হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। যাইহোক, আমরা যখন প্রার্থনা করি, "তোমার রাজ্য আইসুক," তখন আমরা আরেকভাবে ঈশ্বরের শত্রুদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করি, কারণ খ্রীষ্টের রাজ্য আসার আগে, তাঁর শত্রুদের অবশ্যই বিনাশ হতে হবে।

বাইবেলের কয়েকটি সংস্করণে (প্রকৃত হিব্রু এবং কয়েকটি বিদেশী সংস্করণে), শিরনামগুলোকে গীতের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সেই কারণে ১নং পদ হিসাবে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে পরবর্তী সমস্ত সংখ্যাগুলো হল আমাদের সংখ্যাগুলো থেকে এক বেশী।

(গ) হিতোপদেশ

একটি হিতোপদেশ কি প্রথমে তা জানা ভালো। এটা সত্য সম্পর্কিত এবং প্রজ্ঞা সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি যা এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যাতে সহজেই মনে রাখা যায়।

জ্ঞানের বিষয় শিক্ষা দেওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথম ৯টি অধ্যায়ে চিন্তার একটি প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় (দুজন মহিলা

এখানে লক্ষণীয়), ১৬:১-১১ (পথনির্দেশ), ২৪ অধ্যায়ে এবং শেষ দুটি অধ্যায়ে ("করিও না" কথাটির পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়), এবং বইটির অবশিষ্টের অধিকাংশ অধ্যায়গুলো কোন স্পষ্ট সংযোগ ছাড়াই বিচ্ছিন্ন হিতোপদেশগুলো দ্বারা গঠিত হয়েছে। যাইহোক, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও একটা বিন্যাস বা ক্রমপর্যায় আছে যার প্রভেদ আমরা নির্ণয় করতে পারি না। বাইবেলের যে কোন অংশ অধ্যয়নের মধ্যে সর্বদা এই সম্ভাবনাটির কথা চিন্তা করবেন।

বহু শতাব্দী যাবৎ, অসংখ্য বিশ্বাসীগণ দিনে একটি করে হিতোপদেশের অধ্যায় পাঠ করেন। বইটিতে পাঠ করার জন্য মাসে প্রতিদিন একটি করে হিতোপদেশ আছে, যা বার বার ক্রমাগত পাঠের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান এবং দৈনিক জীবনযাপনের উপলব্ধি লাভ করি।

(ঘ) উপদেশক

বইটি একটি সুন্দর বই, কিন্তু যতক্ষণ না আপনি দরজাটা চাবি দিয়ে খুলছেন ততক্ষণ এটা আপনার কাছে একটা ধাঁধাঁর মত মনে হবে। এই চাবিটি হচ্ছে একটি উক্তি "সূর্যের নীচে," যা ২৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

জীবনের অর্থের জন্য এটা হল সূর্যের নীচে শলোমনের অনুসন্ধান। তিনি শিক্ষা, বস্তুবাদ, আমোদপ্রমোদ, মদ, কাম, উল্লাস, এবং অন্যান্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছুর পূর্ণতা লাভ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জগতের কোনও কিছুই মানুষের অন্তরকে তৃপ্ত করতে পারে না। সকলই অসার এবং বায়ূর পশ্চাতে ধাবিত হওয়ার মত।

এই বইটিতে ঈশ্বরের নাম হিসাবে এলোহিম (Elohim) নামটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কখন যিহোবা নামটি (সন্ধি রক্ষাকারী ঈশ্বর) ব্যবহৃত হয় নি। সৃষ্টির কার্যগুলোর দ্বারা এক জন মানুষ এলোহিমকে (শক্তিমান) জানতে পারেন, কিন্তু একমাত্র স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই যিহোবাকে জানা যায়।

এটা যেহেতু স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ না হয়ে মানুষের চিন্তার বিষয়, সেহেতু এর কয়েকটি সিদ্ধান্ত সত্য, কয়েকটি কেবল অর্দ্ধ সত্য, এবং কয়েকটি একেবারেই সত্য নয়। যাইহোক, বইটি যে অনুপ্রাণিত করে সেই সত্যটা এর জন্য প্রভাবিত হয় না। 'সূর্যের নীচে' শয়তান কি বলছে অথবা মানুষ কি বলে অনুপ্রেরণা তার নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

(ঙ) পরমগীত

যেহেতু গীতটি পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়, সেহেতু এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে কাজ করতে হবে, মণ্ডলীকে নিয়ে কাজ করতে হবে না। মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের প্রেমের প্রতি সম্ভবতঃ এর আত্মিক প্রয়োগ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেটাই এর প্রাথমিক বার্তা নয়।

তিনবার এর মূল পদটি পাওয়া যায়:

> অয়ি যিরূশালেমের কন্যাগণ! ... তোমরা প্রেমকে জাগাইও না, উত্তেজনা করিও না, যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা হয় (২:৭; ৩:৫; ৮:৪)।

বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে গীতটি একটি প্রতিবাদ। ইস্রায়েল সদাপ্রভুর সঙ্গে বিবাহ করেছিল কিন্তু তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিল এবং প্রতিমার কাছে ছুটেছিল।

যার উদ্দেশে বলা হচ্ছে সেই ব্যক্তি পুরুষ অথবা মহিলা কি না এবং এক জন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে পুরাতন নিয়মের প্রকৃত ভাষা সাধারণতঃ ইঙ্গিত দেয়। কয়েকটি আধুনিক বাইবেলের সংস্করণে লিঙ্গ এবং সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান চরিত্রগুলো হলেন শূলেমীয়, যিরূশালেমের কন্যাগণ, শলোমন এবং অনামী মেষপালক।[৮]

শলোমন যখন দৃশ্যের মধ্যে, তখন প্রতিটি বিষয় বিলাসবাহুল্যতা, জাঁকজমক, এবং রাজকীয়তার বিষয় কথা বলে। যখন মঞ্চে মেষপালক প্রেমিকের আগমন হয়, তখন বিন্যাস গ্রাম্য এবং পালকীয় থাকে।

শলোমন তাঁর হারেমের জন্য প্রেম যাচ্ঞা করছিলেন এবং তিনি তাঁর হারেমে আরেকজন স্ত্রীলোককে যোগ করার বিষয়ে শূলেমীয় কন্যাকে জয় করেছিলেন। কিন্তু কন্যাটি সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে তাঁর মনোহারিত্বের কাছে অভেদ্য ছিলেন। তারপর শেষ অধ্যায়ে, কন্যাটির প্রেমিক তাঁর নিজের হিসাবে কন্যাটিকে দাবি করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৪। ভাববাদী পুস্তকসমূহ

ভাববাদীগণ হলেন ঈশ্বরের প্রবক্তা বা মুখপাত্র। পাপ এবং অধঃপতনের সময় সমস্ত কর্তৃত্বকারী মন্দতার বিরুদ্ধে আর্তনাদ করার জন্য, লোকদের ফিরে আসার জন্য, বিদ্রোহের পরিণতিগুলোর বিষয় (বিশেষ করে বন্দীত্বের বিষয়) সতর্ক করার জন্য, এবং বাধ্যতার মাধ্যমে প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের বিষয় (বিশেষ করে বন্দীত্ব থেকে ফিরে আসার জন্য) ঘোষণা করার জন্য সদাপ্রভু তাদের তুলেছিলেন। সেইজন্যে, তারা প্রথমে সম্মুখবক্তা ছিলেন, তারপর তারা ভবিষ্যৎ বক্তা হয়েছিলেন।

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ:

মুখ্য ভাববাদীগণ: যিশাইয়, যিরমিয় (তাঁর বিলাপ অন্তর্ভুক্ত), যিহিষ্কেল, এবং দানিয়েল।

গৌন ভাববাদীগণ: অবশিষ্ট ভাববাদীগণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভাববাদীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত মুখ্য এবং গৌণ শব্দ দুটির অর্থ গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন নয়। উদাহরণ, সখরিয়, এক জন "গৌণ ভাববাদী", মসীহ সংক্রান্ত ভাববাণী করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শব্দটি কেবল আয়তন বা সাইজের বিষয় উল্লেখ করে। কৌশলগতভাবে, দানিয়েল একজন আহুত "ভাববাদী" ছিলেন না, কিন্তু এক জন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন যিনি ঈশ্বর কর্তৃক ভাববাণী করার দান পেয়েছিলেন। হিব্রু বাইবেলে, দানিয়েল "দি রাইটিংস্" নামে অভিহিত তৃতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত।

তারা যে সময়ে ভাববাণী করেছিলেন সেই অনুসারেও তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

১। বাবিলে বন্দীত্বের পূর্ববর্তী ভাববাদীগণ, প্রাক্-নির্বাসন সংক্রান্ত: যিশাইয়, যিরমিয়, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহূম, হবক্কূক, সফনিয়।

২। বাবিলে বন্দীত্বকালীন, অর্থাৎ, নির্বাসনকালীন ভাববাদীগণ: যিহিষ্কেল, দানিয়েল।

৩। বাবিলে বন্দীত্বের পরবর্তীকালীন, অথবা উত্তর-নির্বাসনকালীন ভাববাদীগণ: হগয়, সখরিয়, মালাখি।

কোনও এক জন ভাববাদী কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা সহজেই নিম্নলিখিত ভাবে

বোঝা যায়: পুরাতন নিয়মের শেষ তিন জন ভাববাদী ছিলেন শেষ শ্রেণীভুক্ত, নির্বাসনের পরবর্তীকালে লিখেছিলেন (উত্তর-নির্বাসনকালীন)। যিহিষ্কেল এবং দানিয়েল নির্বাসন চলাকালীন লিখেছিলেন (নির্বাসনকালীন)। অবশিষ্ট সকলে নির্বাসনের পূর্বে লিখেছিলেন (প্রাক্-নির্বাসনকালীন)।

কয়েক জন ইস্রায়েলে পরিচর্যা করেছিলেন, কয়েক জন যিহূদায় পরিচর্যা করেছিলেন, যোনা— একটি পরজাতীয় দেশে পরিচর্যা করেছিলেন, এবং কয়েক জন এই তিন ধরণের লোকদের মধ্যেই কাজ করেছিলেন। এখানে সারিগুলো তত স্পষ্ট নয় এবং শ্রেণীবদ্ধতাও ততটা যথাযথ নয়।

আপনি আগের পরামর্শ মতো যদি বিভক্ত রাজ্যের একটি চার্ট তৈরী করে থাকেন, তবে এখন হচ্ছে ভাল সময় যখন আপনি কোন্ রাজার আমলে কে পরিচর্যা করেছিলেন তা পূরণ করতে পারবেন।

(ক) ভাববাদী পুস্তকগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় নামসমূহ

আপনি নিম্নলিখিত নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবেন:

যিরূশালেম— কয়েক সময় সিয়োন নামে অভিহিত হয়েছে, যিহূদার রাজধানী।

শমরিয়া — ইস্রায়েলের রাজধানী।

ইস্রায়েল — কয়েক সময় উত্তরের দশটি গোষ্ঠীর বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, কয়েক সময় সমগ্র জাতির নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর রাজ্যের আরেকটি নাম হিসাবে হোশেয় পুস্তকে ইফ্রয়িম নামটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

অ্যাসিরিয়া — ইস্রায়েলের সব থেকে তিক্ত এবং নিষ্ঠুর শত্রু। উত্তরের রাজা এখানে শাসন করেছিলেন।

নীনবি — অ্যাসিরিয়ার রাজধানি।

সিরিয়া — আরেকটি শত্রু দেশ।

দামাস্কাস্ — সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি নগর-রাজ্য।

মিশর — দক্ষিণের রাজার দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

ব্যাবিলনীয়া, ব্যাবিলন, কলদীয়া — কয়েক সময় নামটি পরিবর্তনীয়ভাবে ব্যবহার হয়েছে। ব্যাবিলন একটি নগর ছিল।

(খ) সময়ের মধ্যে সংক্রমণ

ভাববাদীপুস্তকগুলোর অধ্যয়নের মধ্যে — যারা কিছুটা কাব্যিকও ছিলেন — আপনাকে অবশ্যই দ্রুত সময়ের সংক্রমণের মধ্যে যেতে হবে। এক সময় তারা সদাপ্রভুর আসন্ন বিচারের বিষয় উচ্চনাদ করে উঠবেন (যোয়েল ৩:১৪-১৬), তারপর তারা আকস্মিকভাবে আসন্ন রাজ্যের গৌরবে মুখর হয়ে উঠবেন (যোয়েল ৩:১৭-১৮)। একই অনুচ্ছেদে তাঁর মসীহের প্রথম আবির্ভাব থেকে (যিশাইয় ৫২:১৪) তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের মধ্যে (যিশাইয় ৫২:১৫) চলে আসেন এবং তাদের পৃথক করার জন্য একটি সেমিকোলনের অধিক কিছুই থাকে না!

(গ) সদাপ্রভুর দিন

"সদাপ্রভুর দিন" একটি ২৪-ঘণ্টার সময় কাল নয় কিন্তু এটা কয়েক শতাব্দীকাল ব্যাপী প্রসারিত। পুরাতন নিয়মে, এটা যে কোন সময়কে বুঝায়, যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলের শত্রুদের পরাজিত করেন অথবা তাঁর নিজের প্রজাদের শাস্তি দেন। নতুন নিয়মে মৃতদের পুনরুত্থানের পর থেকে প্রভুর দিন শুরু হয় এবং মহাতাড়না, দ্বিতীয় আগমন, সহস্রবর্ষ এবং অগ্নি দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীর শেষ বিনাশ এর অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) দ্বিধাবিভক্ত উল্লেখের নিয়ম

আপনি এই দ্বিধাভিক্ত উল্লেখগুলো খুঁজে বের করতে চাইবেন। এর অর্থ হচ্ছে যে একটি ভাববাণীর একটি প্রাথমিক এবং আংশিক পূর্ণতা থাকতে পারে, তারপর একটি পরবর্তী এবং পূর্ণ সম্পূর্ণতা থাকতে পারে। এর উচ্চাঙ্গ উদাহরণটি হল যোয়েল ২:২৮-৩২ পদ। পঞ্চাশত্তমীর দিন এটা আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল যখন মশীহের প্রতি যিহূদী বিশ্বাসীদের একটি দল আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু এই ভাববাণীটি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ হবে যখন তিনি সমদুয় মাংসের ওপর পবিত্র আত্মা সেচন করবেন।

(ঙ) ভাক্ত ভাববাদীগণ

ঈশ্বরের ভাববাদীগণের সঙ্গে ভাক্ত ভাববাদীরাও যুক্ত আছে। পাপ এবং বিদ্রোহের সময় তারা সর্বদা শান্তি এবং সমৃদ্ধির বিষয়ে ভাববাণী করতো। সময় পরিবর্তিত হয় নি!

নতুন নিয়ম

১। সুসমাচারসমূহ

সুসমাচারগুলো সম্ভবতঃ বাইবেলের সব থেকে পরিচিত অংশ। তথাপি খুব কম খ্রীষ্টানই তাদের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে।

এই বইগুলো খ্রীষ্টের জীবনের একটি পূর্ণ বিবরণ দানের চেষ্টা করে নি; তা দেওয়া অসম্ভব (যোহন ২১:২৫)। পাঁচটি অধ্যায় ছাড়া, তারা বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরের ঘটনাবলি একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিল (৮৯টি অধ্যায়ের মধ্যে ৮৪টি)। তাঁর শেষবার বেথেনীতে আগমন এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে ১০ দিনের ঘটনাবলির বিষয় ২৮টি অধ্যায়ে নিয়োজিত করা হয়েছে (৮৯টি অধ্যায়ের মধ্যে ২৮টি)।

কয়েকটি ঘটনা একটি, দুটি অথবা তিনটি সুসমাচারেই আছে। ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর বিষয়টি চারটি সুসমাচারেই আছে।

ঘটনাগুলো সর্বদাই একই বিন্যাসের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। কয়েকটি হল:

কালক্রমিক — সময় ক্রমের বিন্যাসের মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল।

বণ্টনমূলক — মথি ৮:১-১৭ পদ। চারটি অলৌকিক কার্য লক্ষ্য করুন। প্রথমটি, যেখানে যীশু স্বশরীরে উপস্থিত আছেন, পৃথিবীতে নিজেকে চিত্রিত করেছেন, ইস্রায়েলের অসুস্থ গৃহে পরিচর্যা করছেন। দ্বিতীয়টিতে, যীশু স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও তিনি এক জন পরজাতীয়কে সুস্থ করেন। তিনি যখন পিতরের ইহুদী শ্বাশুড়ীকে সুস্থ করেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে তিনি অসংখ্য লোকদের সুস্থ করেন। এই চারটি অলৌকিক কার্য প্রভুর পার্থিব পরিচর্যাকে খুব ভালভাবে চিত্রিত করতে পারে, তারপর এই অনুগ্রহের যুগে তাঁর আরোগ্যকারী পরিচর্যা কাজকেও চিত্রিত করতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে ইস্রায়েলের পুনরুদ্ধারের দ্বারা এটা অনুসৃত হবে। অবশেষে আপনি সহস্র বছর কালীন তাঁর পরিচর্যা কাজের বিষয় দেখতে পাবেন।

নৈতিক অথবা আত্মিক — মথি ৯:২৩-২৪ পদ। মৃতেরা উত্থিত হয়েছে। অন্ধকে দৃষ্টি দত্ত হয়েছে। সাক্ষ্য দানের জন্য বোবার ওষ্ঠ খুলে দেওয়া হয়েছে। এক জন ব্যক্তি যখন পরিত্রাণ লাভ করে এটা কি তার বিন্যাস নয়?

যোহন লিখিত সুসমাচারে, ঘটনাগুলো প্রভুর বক্তৃতা অথবা উক্তির প্রতি পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যোহন ১২:২০-২৬ পদে, গ্রীকদের পরিদর্শন গমের দানার বিষয়ে ত্রাণকর্তার কথাগুলোর প্রতি পরিচালিত করেছিল।

প্রতিটি সুসমাচার প্রভু যীশুকে একটি ভিন্ন দিক থেকে উপস্থিত করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল:

সুসমাচার	যীশুর রূপ	প্রতীক[৯]	রঙ
মথি	রাজা	সিংহ	বেগুনী (যিহূদা ৮:২৬)
মার্ক	দাস	বলদ, বাছুর	সিন্দুরবর্ণ (গীত ২২:৬)[১০]
লূক	মানুষ	মানুষ	সাদা (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৮)
যোহন	ঈশ্বর	ঈগল্	নীল/নীলকান্তমণি (যাত্রা ২৪:১০)

আরও দুই ভাবে সুসমাচারগুলোকে সযত্নে বর্ণনা করা যায়:

সুসমাচার	শাখা (অথবা পুত্র)	দেখ!
মথি	দায়ূদের শাখা (যির ২৩:৫-৬)	দেখ, তোমার রাজা (সখরিয় ৯:৯)
মার্ক	আপন দাস, শাখা (সখ ৩:৮)	দেখ,আমার দাস (যিশা ৪২:১;৫২:১৩)
লূক	সেই পুরুষ, শাখা (সখ ৬:১২)	দেখ, সেই পুরুষ (সখরিয় ৬:১২)
যোহন	যিহোবার শাখা (যিশাইয় ৪:২)	দেখ, তোমাদের ঈশ্বর (যিশাঃ ৪০:৯)

প্রভু যীশুর এই চার প্রকারের উপস্থাপনা উৎপন্ন করার বিষয়টি কোনও মানবিক লেখকদের দ্বারা একযোগে করার কোনও উপায় ছিল না কারণ তিনি কয়েক শতাব্দী পর চারটি সুসমাচারে চিত্রিত হয়েছিলেন।

এই ভিত্তিতে পবিত্র আত্মা উপকরণগুলো মনোনীত করেছিল। উদাহরণ, মার্ক অথবা যোহনে কোন বংশবৃত্তান্ত নেই। এক দাস রূপের জন্য এবং ঈশ্বরের অনন্তকালীন পুত্রের অবিদ্যমানতার জন্য এই ধরণের বংশবৃত্তান্ত অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু রাজা রূপে যীশুর ক্ষেত্রে (মথি) এবং মানবপুত্র রূপে (লূক) এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কয়েক সময় বিভিন্ন সুসমাচারে নথিভুক্ত ঘটনাগুলোকে একই রকম মনে হলেও বাস্তবিক তারা ভিন্ন। যোহন ২:১৩-২৫ পদে বর্ণিত মন্দির শুচিকরণের ঘটনাটি জনসাধারণের মধ্যে যীশুর পরিচর্যা কাজের শুরুতে ঘটলেও মথি, মার্ক এবং লূক সুসমাচারে তা শেষের দিকে ঘটেছিল।

সুসমাচারে বর্ণিত একই ঘটনাগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তা পরস্পর বিরোধী নয়। কয়েক সময় তারা সম্পূরক। ত্রাণকর্তার ক্রুশের ওপর লিখিত সম্পূর্ণ অধিলিপিটি লাভ করার জন্য, আমাদের চারটি সুসমাচারের অধিলিপগুলো এক সঙ্গে যুক্ত করলে আমরা পাই, *"ইনি নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।"*

পার্থক্যগুলোর কারণ সর্বদাই অর্থপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, মথি ১০:২৪ পদে, যীশু হলেন গুরু এবং কর্তা এবং আমরা হলাম শিষ্য এবং দাস। আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদ, লূক ৬:৪০ পদে, আমরা হলাম শিক্ষক এবং এক বার আমরা যখন শিক্ষাদানের চেষ্টা করি তখন আমরা শিষ্য। আবার মথি ৭:২২, অবিশ্বাসীরা রাজার কাছে তাদের পরিচর্যার কথা ঘোষণা করে, যখন লূক ১৩:২৬ পদে, তারা মানুষের (মানবপুত্র) সঙ্গে তাদের সহভাগিতার কথা ঘোষণা করে। মথি ১৮:১২-১৩ পদে ৯৯টি মেষের গল্পটিতে তাঁর ক্ষুদ্র একটি মেষের জন্য প্রভুর চিন্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যখন লূক ১৫:১১-১৭ পদে, অনুতাপের প্রয়োজন নেই মনে করা ফরীশীদের তিনি দোষী করেছেন বা অগ্রাহ্য করেছেন।

আমাদের কাছে এটা মনে হয় যে লোকেরা যখন সুসমাচারগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অনুসন্ধান করে বইগুলো লেখেন তখন তারা ব্যাপকভাবে এই বিষয়টিকে দেখতে পান না। সাদৃশ্যগুলোই তাৎপর্যপূর্ণ নয় কিন্তু পার্থক্যগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। পবিত্র আত্মা কখনও অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজের পুনরাবৃত্তি করে না।

যীশুর জনগণের পরিচর্যা কাজকে তিনটি দশায় বিভক্ত করা যায়:

তাঁর যিহূদীয় পরিচর্যা, প্রায় ১ বছর (যোহন ১:১৫-৪:৫৪)।

তাঁর গালাতীয়দের মধ্যে পরিচর্যা, প্রায় ১ বছর, ৯ মাস (মথি ৪:১২-১৮:৩৫; মার্ক ১:১৪-৯:৫০; লূক ৩:১৯-৯:৫০; যোহন ৫:১-১০:২১)।

তাঁর পিরিয়ান মিনিস্ট্রি (Perean Ministry), চার অথবা পাঁচ মাস (যোহন ১০:২২-১১:৫৭)।

প্রথম তিনটি সুসমাচারকে সিনপ্টিকস্ (Synoptics) বলা হয় (গ্রীক ভাষায় "একত্রে দেখা যায়"), কারণ সাধারণ ভাবে বলা যায় যে তারা একই ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করে।

যোহনের সুসমাচারকে অটোপটিক্ (autoptic) বলা হয়। ৯০ শতাংশের অধিক উপকরণ যা তিনি তাঁর সুসমাচারে ব্যবহার করেছেন তা অনুপম।

যোহন লিখিত সুসমাচার ছাড়া অন্য সুসমাচারগুলোতে পরিত্রাণের পথের বিষয় তত অধিকরূপে উপস্থাপন করা হয় নি যত অধিক রূপে সেগুলো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকেনথিভুক্ত করেছে যার দ্বারা পরিত্রাণ সম্ভব হয়েছে। অবশ্যই, তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কিছু সংখ্যক পদ আছে যা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণের বিষয় শিক্ষা দেয়, কিন্তু পরিত্রাণের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার জন্য আপনাকে রোমীয় পুস্তকটিতে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

(ক) জৈতুন পর্বতে বক্তৃতার উপলব্ধি

ধরুন আপনি প্রথমে মথি ২৪ এবং ২৫ অধ্যায়টি পাঠ করছিলেন। এর মধ্যে যে নাটকীয় ঘটনাগুলো ঘটেছিল তার দ্বারা আপনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েছিলেন। একই সঙ্গে আপনি বিহ্বলও হয়েছিলেন। আপনার মনে সমস্ত রকমের প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল। কে? কখন? এই সমস্ত বিষয় কিভাবে আমার ওপর প্রযুক্ত হবে?

বক্তৃতাটির অর্থ উপলব্ধির চারটি প্রধান চাবি আছে।

১। বক্তৃতাটিতে ইস্রায়েলের বিষয়ে বলা হয়েছে, মণ্ডলীর বিষয় নয়। বাস্তবিক জৈতুন পর্বতের বক্তৃতায় একবারও মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করা হয় নি। যিহূদীদের বিষয় উল্লেখগুলো লক্ষ্য করুন: পবিত্র স্থান, অর্থাৎ যিরূশালেম (২৪:১৫); যিহূদীয়া (২৪:১৬), এবং বিশ্রামবারে তোমরা অনেক দূরবর্তী পথ যাত্রা কর না (২৪:২০)।

"মনোনীত" শব্দটির উল্লেখগুলোর দ্বারা বিমুক্ত হবেন না (২৪:২২,২৪, ৩১)। এই বিষয়গুলোর দ্বারা মহাতাড়নার সময় ঈশ্বরের যিহূদী মনোনীতদের বুঝানো হয়েছে। মণ্ডলীকালীন মনোনয়ন ইতিমধ্যেই গৃহ থেকে স্বর্গে মৃতদের উত্থানে হয়েগেছে।

একইভাবে ২৫:৪০ পদে "ভ্রাতৃগণ" শব্দটির দ্বারা প্রভুর যিহূদী ভ্রাতৃগণকে বুঝানো হয়েছে।

২। বক্তৃতাটিতে ভবিষ্যতের ভাববাণী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে, ইতিহাস অথবা আসন্ন ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করা হয় নি।

ক) মহাতাড়না (২৪:৪-২৮)।

খ) দ্বিতীয় আবির্ভাব (২৪:৩০)।

গ) জাতিসমূহের বিচার (২৫:৩১-৪৬)।

৩। জৈতুন পর্বতের বক্তৃতার মধ্যে উল্লিখিত সুসমাচারটি (২৪:১৪) হল রাজ্যের সুসমাচার, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার নয়।

এটি এই সত্যটির বিরোধীতা করে না যে কেবল একটিই সুসমাচার আছে— প্রভুতে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ। ঈশ্বর তাদের কাছে যে প্রত্যাদেশ দিতেন সেই প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করার দ্বারাই পুরাতন নিয়মের যুগের লোকেরা পরিত্রাণ লাভ করতো। প্রভু যীশু যখন আসবেন তখন তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে স্বর্গে নিয়ে যাবেন, এই প্রতিজ্ঞাসহ খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা বর্তমানে আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি। মহাতাড়নার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন এবং আপনি পরিত্রাণ লাভ করবেন, এবং তিনি যখন আবার আসবেন, আপনি তাঁর সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবেন।" এটাও হল স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে সুসমাচার, অথবা সুখবর।

৪। বক্তৃতাটিতে খ্রীষ্টের রাজত্ব করতে আসার বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে,

মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয় নিয়ে কাজ করা হয় নি। তাঁর আসার আগে আকাশে অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যাবে, এর সঙ্গে যুক্ত হবে ভয়ঙ্কর বিচারগুলো, এবং পুনরুত্থানের বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় নি। মৃতদের পুনরুত্থানের পূর্বে আকাশে কোন চিহ্ন দেখা যাবে না। মৃতদের পুনরুত্থানে কোনও বিচার থাকবে না। পুনরুত্থান মৃতদের সশরীরে উত্থানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

২৪:৪০-৪১ পদে, যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের বিচারে আনা হবে। যাদের রেখে যাওয়া হবে তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে। মণ্ডলীর উত্থানে যা ঘটবে এটা ঠিক তার বিপরীত। ২৫:১৩ পদে, বোকা কুমারীরা হলেন মহাতাড়নার মধ্যে থাকা যিহূদীগণ যারা কখনও প্রকৃতভাবে নতুন জন্ম লাভ করে নি। বুদ্ধিমতী কুমারীগণ হলেন বিশ্বাসী যিহূদী যারা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় বিবাহ বাসরে অংশ গ্রহণ করবে।

জৈতুন পর্বতের বক্তৃতার ব্যাখ্যায় যদিও ইস্রায়েল এবং জাতিগণকে নিয়ে কাজ করা হয়েছে, তথাপি এর অর্থ এই নয় যে এখানে বর্তমানে আমাদের জন্য কোন বার্তা নেই। এখানে বলা হয়েছে যে আমরা এখন শেষের দিনগুলোর মধ্যে আছি, অর্থাৎ প্রভুর আগমনের দিন আসন্ন, অতএব আমরা যেন জেগে থাকি এবং প্রতীক্ষা করি, এবং আমরা যেন সক্রিয়ভাবে সুসমাচার প্রসারিত করি যাতে লোকেরা আসন্ন ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়।

(খ) লাল অক্ষরে লেখা বাইবেলসমূহ

একটি শেষ কথা। যে বাইবেলগুলোতে যীশুর নিজের কথাগুলো লাল রঙের অক্ষরে মুদ্রিত করা হয়েছে সেই বাইবেলগুলোতেও বিষয়টি বাদ গেছে। তারা মনে করেছে যে অন্যদের কথাগুলোর থেকে যীশুর কথাগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ, অধিক অনুপ্রাণিত। সত্য বিষয়টি হচ্ছে যে অনুপ্রেরণার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। (যাইহোক, আপনি যদি আমাদের প্রভুর সমস্ত কথাগুলো অধ্যয়নের বিষয় করতে চান, তবে লাল অক্ষরগুলো আপনাকে তা সহজেই খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।)

২। প্রেরিত পুস্তক

জে.বি.ফিলিপ এই বইটিকে 'দি ইয়ং চার্চ ইন্ অ্যাকশন্' নামে অভিহিত করেছেন। এটা একটা ভাল নাম;আমার ইচ্ছা আমরা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবো। এছাড়াও এই বইটিকে, 'পবিত্র আত্মার কাজ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এই নামটিও বইটিকে ভালভাবে বর্ণনা করে।

বর্ণনাটি প্রায় ৩৪ বছরের ঘটনাকে বিবৃত করে — খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ থেকে ৩০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের প্রথম কারাবাস পর্যন্ত।

১-১২ অধ্যায়ে পিতর মূল ভূমিকা অধিকার করেছেন। পরে, পৌল মঞ্চের কেন্দ্র গ্রহণ করেছেন। পাঠ্য বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস ঘোষণা করে না, কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো মনোনীত করা হয়েছে যা আদি মণ্ডলীর আত্মিক বিকাশকে চিহ্নিত করে।

কয়েকটি আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নীচে প্রদত্ত হল:

৩০- ৩৭ খ্রীষ্টাব্দ খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ থেকে স্টিফেনের সাক্ষ্যমরতা (১-৮ অঃ)।

৩৭-৪০ খ্রীষ্টাব্দ শৌলের ধর্মান্তরণ থেকে যিরূশালেমে প্রথম যাত্রা (৯ অধ্যায়)।

৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দ কর্ণীলিয়ের ধর্মান্তরণ থেকে পৌলের আন্তিয়োখিয়াতে আগমন (১০-১১ অধ্যায়)।

৪৪ খ্রীষ্টাব্দ যাকোবের সাক্ষ্যমরতা থেকে হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত (১২ অঃ)।

৪৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পৌলের প্রথম মিশনারী অভিযান (১৩-১৪ অধ্যায়)।

৪৮ খ্রীষ্টাব্দ যিরূশালেম কাউন্সিলসহ মিশনারী অভিযানগুলোর মধ্যবর্তী কাল (১৫ অধ্যায়)।

৫০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পৌলের দ্বিতীয় মিশনারী অভিযান (১৬-১৮ অধ্যায়)।

৫৪-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পৌলের তৃতীয় মিশনারী অভিযান (১৯-২১ অধ্যায়)।

৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দ কৈশোরিয়ায় পৌলের কারাবাস (২২-২৬ অধ্যায়)।

৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ রোমে পৌলের সমুদ্রযাত্রা এবং সেখানে কারাবাস (২৭-২৮ অধ্যায়)।

প্রেরিত খ্রীষ্টের আদেশের ঐতিহাসিক পূর্ণতা বর্ণনা করেছে যে আদেশে বলা হয়েছে যে প্রথমে যিহূদীদের কাছে, তারপর পরজাতীদের কাছে (১:৮) সুসমাচার প্রচার করতে হবে। প্রথম দিকে অধ্যায়গুলোর শ্রোতারা ছিলেন যিহূদী, কিন্তু ঈশ্বরের প্রাচীন লোকদের অধিকাংশই যখন অবিরত বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন সুসমাচার পরজাতীয়দের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। ইস্রায়েলের সঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাঙ্গন ২৮:২৮ পদে নথিভুক্ত হয়েছে।

বইটিকে প্রায়ই সংক্রমণগত বলে অভিহিত করা হয় কারণ এটা ব্যবস্থার যুগ থেকে মণ্ডলীর যুগে এবং যিহূদীধর্ম থেকে খ্রীষ্টধর্মে পরিবর্তিত হয়েছিল।

(ক) পবিত্র আত্মা গ্রহণ করা

প্রেরিত পুস্তকে চারটি সমাজের বিশ্বাসীদের দেখতে পাওয়া যায়, এবং পবিত্র আত্মা গ্রহণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ঘটনাগুলোর বিন্যাস প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন:

১। প্রেরিত ২:৩৮, যিহূদীরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিল যখন তারা অনুতাপ করেছিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল।

২। প্রেরিত ৮:৬, ১২-১৭, শমরিয়গণ পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিল যখন তারা বিশ্বাস করেছিল (৬ পদ), বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল (১২,১৬ পদ), এবং প্রেরিতগণ তাদের ওপর হস্তার্পণ করেছিল (১৭ পদ)।

৩। প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮ পদে, পরজাতীগণ পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিল যখন তারা বিশ্বাস করেছিল (৪৩-৪৪ পদ), আত্মা গ্রহণ করার পর, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল (৪৭-৪৮পদ)।

৪। প্রেরিত ১৯:১-৬ পদে, যোহনের কিছু শিষ্য বিশ্বাস করেছিলেন (৪ পদ), বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন (৫ পদ), পৌল তাদের ওপর হস্তার্পণ করেছিলেন (৬ পদ), এবং পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিলেন (৬ পদ)।

আজ যে বিন্যাসটি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটি হল তৃতীয় বিন্যাস — বিশ্বাস, পবিত্র আত্মা গ্রহণ এবং বাপ্তিস্ম।

(খ) বর্তমানে প্রেরিতগণের কার্য্যাবলী এবং পরিত্রাণ

পুনরাবৃত্তি করার জন্য, বর্তমান দিনগুলোতে যে বিন্যাসটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা ১০ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। ইস্রায়েলকে এক দিকে সরিয়ে রেখে, সুসমাচার এখন প্রাথমিকভাবে পরজাতীয়দের কাছেই প্রাথমিকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। বিন্যাসটি হল (১) বিশ্বাস, (২) পবিত্রআত্মা গ্রহণ, এবং তারপর (৩) জলে বাপ্তিস্ম। আজকের দিনে যে যিহূদীগণ বিশ্বাস করছেন তাদের বিষয়টি কি? বিন্যাসটি একই হবে। একটি দেশ হিসাবে ইস্রায়েলকেঅস্থায়ীভাবে এক দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, এবং এখন *"কোনও পার্থক্য নেই"* (রোমীয় ৩:২২খ)।

(গ) আত্মার সার্বভৌমতা

প্রেরিতদের কার্যাবলী পুস্তকটির মূল শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি শিক্ষা হচ্ছে পবিত্র আত্মার সার্বভৌমতা। তিনি তাঁর পছন্দ মতো কাজ করেন, এবং মানুষ তাঁকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে পারে না। তিনি যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেন তা সীমাহীনভাবে ভিন্ন, তাঁকে একটি স্থায়ী ধরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হল একটা ভুল। আত্মার প্রতীকগুলো— বাতাস, শ্বাসবায়ু, জল, অগ্নি, মেঘ— হল অনিশ্চিত এবং আগে থেকে এগুলো সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। প্রেরিতদের কার্যাবলী পুস্তকটিতে পবিত্র আত্মা স্বয়ং এই একই প্রকৃতির।

৩। প্রৈরিতিক পত্রাবলী

প্রৈরিতিক পত্রগুলোর অধ্যয়নের মধ্যে মহান মূল বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে বিশ্বাসীদের অবস্থার বিষয় কি কি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার অনুশীলনের জন্য কি কি বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে তিনটি প্রৈরিতিক পত্রে (রোমীয়, ইফিষীয়, কলসীয়) এই ভাবে গঠন তৈরী করা হয়েছে। প্রথম দিকের অধ্যায়গুলো অবস্থার বিষয় উল্লেখ করে, পরের অধ্যায়গুলো অনুশীলনের বিষয় উল্লেখ করে।

আমাদের স্থায়িত্ব বর্ণনা করার জন্য যে মূল উক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল "খ্রীষ্টে"। কয়েক সময় আমাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য "সদাপ্রভুতে" উক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন্ বিষয়গুলো ভিত্তিস্বরূপ এবং কোন্ বিষয়গুলো আপরিহার্য নয় সেই বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। রোমীয় ১৪:৫ পদে, পৌল বলছেন, *"প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থির নিশ্চয় হউক,"* এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত মনোনয়নের বিষয়। এখানে মন্তব্যের একটি পার্থক্যের জন্য সুযোগ আছে। কিন্তু প্রেরিত এখানে বিশ্বাসের ভিত্তিগুলো নিয়ে কাজ করেন নি, অর্থাৎ এখানে তা মহা গুরুত্বের বিষয় নয়। যেখানে যেখানে বাইবেল আদেশের আকারের দ্বারা কথা বলেছে, সেখানে ব্যক্তিগত মন্তব্যের কোনও সুযোগ নেই। অপরিহার্য নয় এমন বিষয়গুলোতে ভিন্ন মতের সুযোগ আছে।

করিন্থীয়দের উদ্দেশ্যে লেখায়, পৌল বলেছেন, *"সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম"* (১ করি ৯: ২২খ)। এর অর্থ কি এই যে তিনি পতিত লোকদের জয় করার জন্য বাইবেলের নীতিগুলোকেও বলিদান করতে পারেন? অবশ্যই নয়! এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছেন যা ঈশ্বরের বাক্যকে লঙ্ঘন করে না।

আরেকটি স্থানে, তিনি বলেছেন, "শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি" (তীত ১: ১৫)। বর্ণনা প্রসঙ্গটি থেকে এই অংশটি বের করে নিলে এর অর্থ হতে পারে যে পর্ণগ্রাফি এবং অনৈতিক কাজও শুচি। কিন্তু এটা মিথ্যা। এটা কেবল সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে উল্লেখ করে যা পাপপূর্ণ নয় অথবা তাদের নিজেদের মধ্যে অশুচি **নয়।**

যদিও বিশ্বাসী ব্যবস্থাধীন নয়, নতুন নিয়মের প্রৈরিতীক পত্রগুলো বাধ্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন আদেশে পূর্ণ! যাইহোক, এগুলো শাস্তিযোগ্য আইন বা ব্যবস্থা হিসাবে দেওয়া হয় নি কিন্তু যারা অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদের জন্য নির্দেশরূপে দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখবেন, আমরা আগে যেভাবে বলেছিলাম, বাধ্যতা হল আত্মিক জ্ঞানের

অঙ্গ (হোশেয় ৬:৩;মথি ১৩:১২)। এটা খুব কঠোরভাবে অথবা খুব ঘন ঘন জোর দেওয়া হয় নি। এটি ব্যক্তির বুদ্ধির ভাগফল নয় যা বিবেচিত হয়; এটি হল তাঁর বাধ্যতার ভাগফল!

কিছু সত্য আছে যা বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত হয় কারণ তারা মানুষের উপলব্ধি ছাপিয়ে যায়। উদাহরণ: ত্রিত্ব, প্রভু যীশুর মধ্যে ঈশ্বরত্বের এবং মানবতার ঐক্যবদ্ধতা। নির্বাচন এবং মানবিক দায়িত্ববোধ।

পাঠ্যাংশটি যত্নসহকারে পাঠ করুন এবং সর্বনাম পদগুলোতে বিশেষ করে মনোযোগ দিন। ইফিষীয় ২ অধ্যায়, ১ এবং ২ পদে "তোমরা" সর্বনাম পদটির দ্বারা পরজাতীয় প্রেক্ষাপট থেকে আসা বিশ্বাসীদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যখন ৩ পদে "আমরা" সর্বনাম পদটির দ্বারা পৌল এবং অন্য যিহূদী বিশ্বাসীদের বুঝানো হয়েছে। ১ যোহন ২:২৮ পদে, চিন্তার বিষয়টি হল,

আর এখন, হে বৎসেরা (পাঠকগণ), তাঁহাতে থাক, যেন তিনি যখন প্রকাশিত হন, তখন আমরা (প্রেরিতগণ) সাহসযুক্ত হই, তাঁহার আগমনে তাঁহা হইতে লজ্জিত না হই।

পবিত্র আত্মা যখন বিভিন্ন শব্দগুলো ব্যবহার করেন, সাধারণতঃ সেখানে একটি ভিন্ন অর্থ থাকে। উদাহরণ, সমস্ত বিশ্বাসীরাই সন্তান এবং পুত্র কিন্তু শব্দটি সমার্থক নয়। সন্তান শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। পুত্রগণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরিপক্ক পুত্র ও কন্যারূপে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং দায়িত্বসহ প্রাপ্ত বয়স্করূপে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

প্রৈরিতীক পত্রগুলোর অধ্যয়ন আরও উন্নত হয় যখন আমরা প্রেরিতগণের কার্যাবলী পুস্তকের মধ্যে তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিষয়গুলোও অধ্যয়ন করি। উদাহরণ, গালাতীয় ২:১-১০ অধ্যয়নের জন্য, প্রেরিত ১৫:১-২৯ পদ পাঠ করুন। প্রেরিত ১৬:১ পদ থেকে ১ ও ২ তীমথিয়ের প্রতি পত্রের প্রেক্ষাপটের উপকরণ পাওয়া যায়।

(ক) রোমীয় একাদশ অধ্যায়ের উপলব্ধি

অধিকাংশ লোকদের উপলব্ধির কাছে এটি হল একটি অধিক কঠিন অধ্যায়। সেই কারণে আমরা এই অধ্যায়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি। এর যথাযথ ব্যাখ্যা ভবিষ্যতের জন্য—বিশেষ করে ইস্রায়েলের ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের কর্মসূচী উপলব্ধির বিষয় অপরিহার্য। এখানে ছটি মূল বিষয় আছে:

১। আপনার চিন্তায় ১ এবং ২ পদ দুটির মধ্যে "সম্পূর্ণভাবে" শব্দটি যোগ করুন। বর্ণনা প্রসঙ্গটি এটি দাবি করে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের ঠেলে ফেলে দিয়েছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। পৌল নিজে একটি ব্যতিক্রম।

২। আপনার চিন্তার মধ্যে ১১ পদটিতে "অবশেষে" শব্দটি যোগ করুন। পৌল অস্বীকার করেন নি যে ইস্রায়েল পতিত হয়েছে; ১২ পদে তিনি বলেছেন যে তারা পতিত হয়েছে। কিন্তু এটাই চূড়ান্ত বিষয় নয়। তাদের পুনরুদ্ধার করা হবে।

৩। মনে রাখবেন ১৩-২৪ পদে পৌল পরজাতীয়দের উদ্দেশে কথা বলছেন এবং তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কথা বলছেন না। আপনি যদি এই অনুচ্ছেদে মণ্ডলী শব্দটি পাঠ করেন, তবে মণ্ডলীকে ভেঙ্গে ফেলা হতে পারে (২২ পদ)। কিন্তু এটা অসম্ভব; উদ্ধারের দিনের জন্য মণ্ডলীর সদস্যগণ মুদ্রাঙ্কিত হয়েছেন (ইফিষীয় ৪:৩০)।

৪। মনে রাখবেন যে উত্তম (উৎপন্ন) জিতবৃক্ষ (১৭-২৪ পদ) শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ উর্দ্ধ থেকে নেমে আসা সুযোগ সুবিধার ধারার প্রতিনিধিত্ব করে, ইস্রায়েল জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! স্বাভাবিক শাখাগুলো হলেন ইস্রায়েল, বন্য জিতবৃক্ষের শাখাগুলো হল পরজাতিগণ। ইস্রায়েল হল ঈশ্বরের মনোনীত প্রজা, জিতবৃক্ষের প্রকৃত শাখা। কিন্তু এই জাতিকে কিছু কালের জন্য সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং পরজাতীয়দের এখন সুযোগ সুবিধার মধ্যে রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের বর্তমান উদ্দেশ্য হচ্ছে পরজাতীয় লোকদের মধ্যে থেকে তাঁর নামের জন্য একদল প্রজা গ্রহণ করা (প্রেরিত ১৫:১৪)।

আপনি যদি জিতবৃক্ষটিকে ইস্রায়েল হিসাবে বিবেচনা করেন, তবে আপনি হলেন ইস্রায়েল জাতির থেকে বেড়ে ওঠা ইস্রায়েল, সম্ভবতঃ ইস্রায়েল থেকে

বেরিয়ে যাওয়া পরজাতীগণ, এবং আবার কলমের মাধ্যমে ইস্রায়েলের মধ্যে ফিরে আসা। যা অবাস্তব!

৫। পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা (২৫ পদ) সেই সময়কে উল্লেখ করে যখন খ্রীষ্টের বিবাহের পরজাতীয় কন্যা সশরীরে স্বর্গে উত্থিত হবে এবং ঈশ্বর একটি জাতি হিসাবে ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় আরম্ভ করবেন।

এই বিষয়টির সঙ্গে "পরজাতীয়দের সময়" উক্তিটির পার্থক্য বুঝতে অক্ষম হবেন না (লূক ২১:২৪)। ঐ কালটি চলাকালীন ইস্রায়েল পরজাতীয় দেশগুলোর দ্বারা কর্তৃত্বাধীন থাকবে, বর্তমান কালটিও এর অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের সঙ্গে এই সময়ের সমাপ্তি হবে।

৬। আপনার চিন্তার মধ্যে ২৬ পদটির সঙ্গে "বিশ্বাস করা" শব্দটিকে যোগ করতে হবে। সমস্ত বিশ্বাসকারী ইস্রায়েল পরিত্রাণ লাভ করবে। অন্য শাস্ত্রাংশগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্ট যখন রাজত্ব করতে আসবেন তখন ইস্রায়েলের অবিশ্বাসী অংশ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

৪। প্রকাশিত বাক্য

এই বইটি বাইবেলের সব থেকে কঠিন বই, যাকে অ্যাপোক্লিপস্ ("পর্দা উন্মোচন") নামেও অভিহিত করা হয়। আশ্চর্যভাবে এই বইটি নতুন খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকের কাছেই প্রথম পছন্দের বিষয়। এর কল্পনা হল আকর্ষণীয়, মুগ্ধকারী, এবং সুন্দর। লোকদের এই বইটিকে ভালবাসার বিষয়টিতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এখানে এই একটি তত সরল না হওয়া বইটির বিষয়ে কয়েকটি সরল মূল বিষয় প্রদত্ত হল।

১। উপলব্ধি করুন যে এই বইটি প্রাথমিক ভাবে একটি বিচারের বই, যদিও এর মধ্যে অসংখ্য আরাধনামূলক অংশ ইতস্ততঃ ছড়ান আছে, যেমন ৪ এবং ৫ অধ্যায়।

২। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে খ্রীষ্ট এক জন বিচারক হিসাবে মণ্ডলীগুলোকে গভীরভাবে পরীক্ষা করছেন। এটা ঈশ্বরের গৃহ থেকেই বিচার শুরু হওয়া সম্পর্কিত অনুশাসন মূলকবাক্যটির পূর্ণতা।

- সপ্ত মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে পত্রগুলো নিম্নলিখিতভাবে বুঝতে পারা যায়:

- যোহনের সময়ের সাতটি প্রকৃত মণ্ডলী। এটা নিশ্চিতভাবে সত্য।
- এটা পঞ্চাশত্তমী থেকে জীবিত ও মৃতদের সশরীরে উত্থানের (Rapture) সময় পর্যন্ত মণ্ডলীর ইতিহাসের ধারাবাহিক স্তর এবং যুগসমূহ। এই বিষয়গুলো খ্রীষ্টান জগতের সাধারণ ধারাবাহিকতার সঙ্গে মানানসই বলে মনে হয়।
- এর মধ্যে পৃথিবীর ওপর বিদ্যমান বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীগুলোর যে কোন সময়ের ইতিহাসের বৈশিষ্টগুলো এর মধ্যে পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলো বাস্তবিক ভাবে সাহায্যকারী অন্তর্দৃষ্টি।

৩ অধ্যায়ের পর, পৃথিবীর ওপর যেভাবে মণ্ডলী ছিল সেইভাবে আর কখনও উল্লেখ করা হয় নি।

৩। প্রকাশিত বাক্যের প্রধান অংশটি (৪:১-১৯:৫) মহাতাড়না চলাকালীন পৃথিবীর ওপর ঈশ্বরের বিচারের বিষয় নিয়ে কাজ করে। এই বিচারগুলো নিম্নলিখিত প্রতীকগুলোর অধীনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

- সপ্ত মুদ্রা
- সপ্ততূরী
- ঈশ্বরের রোষপূর্ণ সপ্ত সুবর্ণ বাটি (seven vials)

সপ্ত মুদ্রা, তূরী এবং বাটি সমস্ত কিছু আপনাকে মহাতাড়নার সমাপ্তির কাছে এবং খ্রীষ্টের রাজ্যের উদ্বোধনের কাছে নিয়ে আসে।

বিচারগুলোর মধ্যে অসংখ্য প্যারেন্থিসিস্ (বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট কিন্তু ব্যাকারণগত সম্পর্কহীন অংশ আছে) বিক্ষিপ্তভাবে আছে:

ক। ১৪৪,০০০ মুদ্রাঙ্কিত যিহূদী পবিত্র লোক (৭:৪)।
খ। এই সময়ের পরজাতীয় বিশ্বাসীগণ (৭:৯-১৭)।
গ। ক্ষুদ্র পুস্তক সহ শক্তিমান্ দূত (১০ অধ্যায়)।
ঘ। দুই সাক্ষী (১১: ৩-১২)।
ঙ। ইস্রায়েল এবং মহানাগ (১২ অধ্যায়)।
চ। দুই পশু (১৩ অধ্যায়)।
ছ। সিনয় পর্বতের ওপর খ্রীষ্টের সঙ্গে ১৪৪,০০০ জন (১৪:১৫)।
জ। অনন্তকালীন সুসমাচার সহ দূত (১৪:৬-৭)।
ঝ। বাবিলের পতনের প্রারম্ভিক ঘোষণা (১৪:৮)।

ঞ। পশুর ভজনাকারীদের প্রতি সতর্কতা (১৪:৯-১২)।

ট। সংগৃহীত ফসল এবং কাস্তে (১৪:১৪-২০)।

ঠ। বাবিলের বিনাশ (১৭:১-১৮:২৪)।

প্রকাশিত বাক্যে বর্ণনা সর্বদা কালানুক্রমিক নয়।

৪। শেষ অধ্যায়গুলোতে (১৯:১-২২:২১) মহাতাড়নার পরবর্তী ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

ক। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব।

খ। খ্রীষ্টের সহস্র-বছর ব্যাপী রাজত্ব।

গ। মহা শ্বেত সিংহাসনের বিচার।

ঘ। অনন্তকালীন রাজ্য।

৫। সাধারণ ভাবে বলা যায়, একটি অনুচ্ছেদকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করাই সব থেকে ভাল হবে, অন্যথা এর অব্যবহিত পাঠ্যাংশটি অথবা বাইবেলের অন্যান্য অংশের মধ্যে প্রতীক হিসাবে এটা ব্যাখ্যাত হয়।

কয়েক সময় অর্থটি বর্ণনা প্রসঙ্গের মধ্যে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

ক। সপ্ত তারকা হল সপ্ত মণ্ডলীর দূতগণ (১:২০)।

খ। সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ হল সপ্ত মণ্ডলী (১:২০)।

গ। মহানাগ হল দিয়াবল অথবা শয়তান (১২:৯)

অন্য জায়গাগুলোতে, পাঠাংশটির অর্থ স্পষ্ট বলে মনে হয়:

ক। লোহিত বর্ণের অশ্বের আরোহী যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করে (৬:৩-৪)।

খ। তৃতীয় মুদ্রা হল দুর্ভিক্ষ (৬:৫-৬)।

কয়েক সময় বাইবেলের অন্য বিভিন্ন জায়গায় অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে। উদাহরণ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, এবং সিংহ (১৩:২) দানিয়েল ২ এবং ৭ অধ্যায়ে গ্রীস, পারসীয়া এবং বাবিলনের জাগতিক রাজ্যকে চিহ্নিত করেছে। এই রাজ্যগুলোর নিষ্ঠুর বৈশিষ্ট্যগুলো সমুদ্র থেকে উত্থিত পশুর মধ্যে দেখা যায়।

৬। যেখানে একটি অনুচ্ছেদের ওপর কোনও শাস্ত্রীয় আলো প্রক্ষিপ্ত হয় না, সেখানে সেই ঘটনাগুলো না ঘটা পর্যন্ত অব্যাখ্যাত ছেড়ে দেওয়াই সব থেকে ভাল।

বাইবেলের ভাববাণীতে এই ধরণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে যতক্ষণ না সেই বিষয়গুলো ঘটবে ততক্ষণ সেই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা যাবে না।

সমস্যার ক্ষেত্রগুলো

ঈশ্বরকে মানবরূপী গুণসম্পন্ন বলে কল্পনা

কয়েক সময় মানুষের অথবা অন্য প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করা হয়। *"ধার্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে, তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে"* (গীত ৩৪:১৫)। *"তিনি আপন পালখে তোমাকে আবৃত করিবেন, তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবে"* (গীত ৯১:৪ক)। ঈশ্বর হলেন আত্মা, তাঁর চোখ অথবা কান নেই, এবং অবশ্যই তাঁর ডানা এবং পালখ নেই! এই ধরণের অনুচ্ছেদগুলো অধ্যয়নে ইহা একটি কাব্যিক মন থাকতে সাহায্য করে। এর কৌশলগত নাম হল *অ্যানথ্রোপোমরফিজম্* বা ঈশ্বরের নরত্ব আরোপ ("মানবরূপ") এবং *জুমরফিজম্স্* ("জীবন্ত প্রাণীর-আকার")।

একটা সময় বাইবেল মানবিক চেহারার ভাষা ব্যবহার করেছিল, অর্থাৎ, বিষয়গুলো আমাদের কাছে কেমন দেখতে। যখন এটা বলে যে ঈশ্বর অনুশোচনা করেন, উদাহরণ স্বরূপ, এটার অর্থ এই নয় যে তিনি ভুল করেছেন এবং এই ভুলের জন্য তিনি দুঃখিত। তাঁর "অনুতাপের" অর্থ হল মানুষ যখন বাধ্যতার থেকে অবাধ্যতার প্রতি চালিত হয়, তখন উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরের চরিত্রের আশীর্বাদ থেকে বিচারের প্রতি চালিত হওয়ার প্রয়োজন হয়। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর নিজের গুণাবলী অনুসারে মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দান করেন। এটা আমাদের কাছে অনুশোচনা বলে মনে হয়। নিউ কিং জেমস্ সংস্করণে এই অনুচ্ছেদগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটিকে কোমল হওয়া শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ ঈশ্বরের অনুশোচনা শব্দটির ক্ষেত্রে বর্তমানে এটাই একটি অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত শব্দ।

থিওফানি (Theophany) হল ঈশ্বরের একটি দৃশ্যমান প্রকাশ যিনি তাঁর সত্তায় মরণশীল চোখে অদৃশ্য থাকেন। খ্রীষ্টফানি হচ্ছে খ্রীষ্টের একটি প্রাক্-মানবদেহধারী আবির্ভাব। পুরাতন নিয়মে যখন প্রভুর দূত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন এর দ্বারা প্রভু যীশুর কথাই উল্লেখ করা হয়েছিল (আদি ১৬:১১-১৩; ৩১:১১,১৩; যাত্রা ৩:২,১১; যিহূদা ৬:২১-২২; ১৩:১৮,২২; হোশেয় ১২:৪-৫, আদি ৩২:৩০)।

স্বর্গীয় অনুমোদন

আরেকটি সহায়ক অন্তর্দৃষ্টি! ঈশ্বর প্রায়ই সেই কাজ করতে বলতেন যা একমাত্র তিনি করা উচিৎ বলে মনে করতেন। এটি কিছু কঠিন পদগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে, যেমন ১ শমূয়েল ১৬:১৪: *"... আর সদাপ্রভু হইতে এক দুষ্ট আত্মা আসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল।"* সদাপ্রভুর কাছ থেকে কোনও দুষ্ট আত্মা আসতে পারে না, কিন্তু তিনি আসতে দিতে পারেন। শয়তান ইয়োবের কাছে যা কিছু ছিল প্রায় সব কিছু হরণ করেছিল, তথাপি ইয়োব বলেছিলেন, *"সদাপ্রভু লইয়াছেন"* (১:২১খ)। যিশাইয় সদাপ্রভুর কথাটি একটি উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন, *"আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা"* (৪৫:৭খ)। যেহেতু তিনি অনিষ্ট আসতে দেন, সেহেতু তিনি বলেছেন আমি এটা সৃষ্টি করি।

গৌণ অনুমোদিত প্রতিনিধি বা এজেন্ট

এক জন অনুমোদিত প্রতিনিধি তাদের জন্য যা করেন সেই কাজ যে ব্যক্তিদের করতে বলা হয় তারা হলেন গৌণ অনুমোদিত প্রতিনিধি। আমাদের বলা হয়েছিল যে ইস্রায়েলের প্রজাদের কাছে যিহোশূয় সমস্ত অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদের বিষয়গুলো পাঠ করেছিলেন (যিহোশূয় ৮:৩৫)। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় বিবরণ থেকে জানতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে লেবীয়গণ তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে এটা করেছিলেন (২ বিবরণ ২৭:১৪)।

স্বর্গীয়/মানবিক সংস্থা

আপনি যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে স্বর্গীয় এবং মানবিক বিষয়ের মধ্যে এক কৌতুহলপূর্ণ মিশ্রণ আছে। ঈশ্বর তাঁর অংশ করেন, কিন্তু মানুষেরও

উচিৎ অবশ্যই তার অংশ করা। এই বিন্যাসের উভয় দিকগুলো লক্ষ্য করার বিষয় নিশ্চিত হন।

মনোনয়নের মধ্যে (ইফিষীয় ১:৪-৫) এবং মানবিক দায়িত্বের মধ্যে (যোহন ৩:১৬) আপনি এটা দেখতে পাবেন। ঈশ্বর মনোনীত করেন কিন্তু একইভাবে মানুষেরও মনোনীত করা উচিৎ।

আপনি পরিত্রাণের মধ্যে এটা দেখতে পাবেন। প্রভু রক্ষা করেন (ইফিষীয় ২:৮-৯) কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় বাক্যগুলো এবং আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের বলে যে আমাদের জীবনে একটা সময় এসেছিল যখন আমাদের বিশ্বাসের একটি নির্দিষ্ট কাজের দ্বারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

একই সঙ্গে এটা আমাদের নিরাপত্তা। আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে রক্ষিত হচ্ছি (১ পিতর ১:৫); যা হল স্বর্গীয় পক্ষের কাজ। কিন্তু "মানুষের বিশ্বাসের মাধ্যমে" হচ্ছে মানুষের পক্ষের কাজ।

একমাত্র ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করতে পারেন (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩), কিন্তু আমাদের পবিত্র হওয়ার বিষয় আদেশ দেওয়া হয়েছে (১ পিতর ১৫-১৬)।

আমরা বিষয়টিকে সেবার বিষয় হিসাবে দেখি। *"যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে"* (গীত ১২৭:১)। আমরা সহজেই দেখি যে ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়েই এখানে যুক্ত। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এখানে শিক্ষাটি হচ্ছে, "মানসিক চাপকে সমন্বয়পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন না। উভয় দিকটিই গ্রহণ করুন।"

সাধারণ সত্য

কয়েক সময় একটি পদ একটি সাধারণ সত্য প্রকাশ করতে পারে কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। যে সন্তানেরা তাদের বাবা মায়ের বাধ্য হয়, তাদের সকলে দীর্ঘায়ু যুক্ত হয় না (ইফিষীয় ৬:১৩), কিন্তু সংযোগটি সাধারণ ভাবে সত্য।

ব্যাখ্যা/প্রয়োগের মূল চাবি

মনে রাখবেন যে একটি অনুচ্ছেদের একটিই ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু এর একটি অথবা একাধিক প্রয়োগ থাকতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ইয়োব ২৩:১০খ গ্রহণ করুন: "তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।" ইয়োব

বলছেন যে তাঁকে যদি বিচারের জন্য ঈশ্বরের সম্মুখে রাখা হয়, তবে রায়ে তিনি দোষীসাব্যস্ত হবেন না। তাঁর বন্ধুরা তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে সেই বিষয়ে তিনি নির্দোষ। এটাই ব্যাখ্যা। কিন্তু এক জন বিশ্বাসী জীবনের পরীক্ষার থেকে যে সুবিধাগুলো লাভ করেন পদটি সেই সুবিধাগুলোর বিষয় উল্লেখ করার জন্য প্রযুক্ত হতে পারে। পরীক্ষাগুলো চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, যতক্ষণ না শোধনকারী তাঁর প্রতিমূর্ত্তিকে সোনার মত প্রতিফলিত হতে দেখেন ততক্ষণ তিনি তার চরিত্র থেকে সমস্ত ত্রুটিগুলোকে মুক্ত করতে থাকেন।

ভৌগোলিক বিষয়

ইস্রায়েল দেশটির ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে বাইবেলের অধিকাংশ রচিত হয়েছে। এই কারণে উত্তর শব্দটির অর্থ হল উত্তর ইস্রায়েল। আবহাওয়ার বিষয়গুলো হল সেই বিষয়গুলো যা ঐ অঞ্চলে বিদ্যমান। জগৎ কথাটির অর্থ প্রায়ই হল ভূমধ্যসাগরীয় জগৎ, অর্থাৎ বাইবেলের ভূমি। পৌল যখন বলেন যে তাঁর দিনগুলোতে সুসমাচার সমুদয় জগতে পৌঁছেছিল (কলসীয় ১:৬), তখন আমাদের এটা উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয় না যে অ্যাজটেক্ এবং ইনকা জাতিগণ সুসমাচার শুনেছিল কি না।

সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে খ্রীষ্ট

সমগ্র পবিত্র শাস্ত্রে আমাদের প্রভুর বিষয় দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। যীশু যিহূদীদের বলেছিলেন যে শাস্ত্র তাঁর বিষয় সাক্ষ্য দেয় (যোহন ৫:৩৯)। তিনি যখন দুজন শিষ্যের সঙ্গে ইম্মায়ুর পথে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তিনি *"শাস্ত্রে তাঁর বিষয় যা কিছু আছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো তাদের বুঝিয়েদিয়েছিলেন"* (লুক ২৪:২৭)।

অন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো

বিশপ মিডল্টন্ বলেছিলেন যে ইংরাজী সংস্করণে যখন পবিত্র আত্মা শব্দটির আগে ডেফিনিট আর্টিকেল (The) থাকবে, তখন এটা অভিন্নভাবে ব্যক্তি পবিত্র আত্মাকে বুঝায়, কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা শব্দটির আগে কোনও আর্টিকেল থাকে না

তখন তা পবিত্র আত্মার দানগুলোকে অথবা প্রভাবগুলোকে বুঝায়।[১১] অতএব যোহন ২০:২২ পদে, যীশু যখন বলেন, "Receive Holy Spirit" তখন তিনি পবিত্র আত্মার ফল অথবা পরিচর্যা গ্রহণ করার কথা বলেন, কিন্তু ব্যক্তি পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার কথা বলেন না। তারা পঞ্চাশত্তমীর দিন না আসা পর্যন্ত পবিত্র আত্মা লাভ করেন নি।

লক্ষ্য করুন, বাইবেলে প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হলেও, প্রতিটি উদ্ধৃতি সত্য নয়। দিয়াবল যা বলে (আদি ৩:১৫) অথবা মানুষ তার নিজের জ্ঞানের দ্বারা যা বলে (ইয়োব ৪২:৭) তার সত্যতার বিষয় ঈশ্বরের প্রেরণা নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বাইবেল বলে, "*ঈশ্বর নেই,*" কিন্তু যে এই কথাটির উদ্ধৃতি দেয় সে হল মূর্খ!

রচনার সময় যে বিষয়গুলোর অস্তিত্ব ছিল না সেই বিষয়গুলোর বর্ণনার ক্ষেত্রে বাইবেলে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দগুলো প্রায়ই যথেষ্ট নমনীয়। এইভাবে যিহিষ্কেল তীর ধনুকের যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলেছেন কিন্তু হিব্রু শব্দে একই সঙ্গে ক্ষেপনাস্ত্র সংক্রান্ত বাণের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। পীয়ারসন্ একমত হয়েছেন যে "একটি নমনীয় কাব্যিক, দুর্বোধ্য এবং বিভ্রান্তিকর ভাষাগত রচনাশৈলী, নতুনভাবে আবিষ্কৃত তথ্যগুলো পরবর্তীকালে নতুন শব্দ সংযুক্ত করার সুযোগ দান করে।"

পূর্বাহ্নে উল্লিখিত নিয়মের অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি অথবা বিষয়গুলো বাস্তবিকভাবে এক সময় বিদ্যমান ছিল না, সেই ব্যক্তি বা বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা যেতে পারে। দায়ূদ গীত ৫:৭ পদে পবিত্র মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু তিনি সেই পবিত্র মন্দিরটি নির্মিত হতে দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন না।

আমরা খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিতে পুরাতন নিয়মের অনেক বিষয়গুলো দেখার প্রলোভনকে প্রতিরোধ করি। আমরা সেখানে অনেক কিছু দেখি যা খ্রীষ্টিয় আদর্শ বিরোধী। উদাহরণ, নির্বিশেষে সমগ্র কনানীয়দের বিনাশের বিষয়টি।

এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমাদের কাছে যেমন বাইবেল আছে, সেইভাবে পুরাতন নিয়মের ধার্মিক লোকদের কাছে বাইবেল ছিল না। তারা স্থায়ীভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা জীবন যাপন করে নি। সুতরাং আমাদেরকে তাদের

আচরণগুলোর বিষয় সম্মতির দৃষ্টিতে বিচার করা উচিৎ যা অনিয়মিত ছিল কিন্তু পাপপূর্ণ ছিল না।

আমাদের এই সত্য তথ্যটি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিৎ যে ঈশ্বর অনেক ঐতিহাসিক নথি দিয়েছেন যা তিনি অনুমোদন করেন না। অসংখ্য পিতৃকুলপতিগণ বহুগামী পুরুষ ছিলেন। এই তথ্যটি বিশ্বস্তভাবে নথিভুক্ত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর কখনও বহু স্ত্রী রাখার বিষয়টিকে অনুমোদন করেন নি। তিনি আদমের জন্য কেবল একটি স্ত্রী, হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়াও কয়েকটি আরও ভয়ঙ্কর পাপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা কখনও কামনাকে উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশে ব্যবহার করা হয় নি, কিন্তু সর্বদা তা এক বিরাট পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

স্মরণীয় শেষ বিষয়টি! বাধ্যতা হল আত্মিক জ্ঞানের অঙ্গ। আপনি যত ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হবেন, তত অধিক ইহা আপনার কাছে রত্ন প্রকাশ করবে।

সাহায্য সমূহ

একটি কন্‌করডেনসের ব্যবহার

(পুস্তকে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অথবা বিষয়সমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি-পুস্তকের ব্যবহার)

খ্রীষ্টীয় শিক্ষার এক জন অতি পরিচিত প্রফেসর উত্তম বাইবেল অধ্যয়নের জন্য মূল উপাদানগুলোর বিষয় বলতেন: "তুমি, তোমার বাইবেল, পবিত্র আত্মা, এবং একটি কন্‌করডেনস্।"

প্রথম তিনটি বিষয়ে প্রত্যেকটি বিশ্বাসীই এক মত হবেন, কিন্তু কন্‌করডেনস্ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হবে?

অধিকাংশ বাইবেল পাঠকগণ জানেন যে একটি কন্‌করডেনস্ হল জিজ্ঞাসিত শব্দটির একটি উক্তিসহ একটি বইয়ের মধ্যস্থ সমস্ত শব্দগুলোর একটি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত তালিকা, সাধারণতঃ প্রথম অক্ষরটির দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়। বাইবেলের প্রধান ইংরাজী সংস্করণগুলোর কন্‌করডেনস্ আছে (KJV, NKJV, the NIV, and others)।

একটি পদ খুঁজে বের করা

কন্‌করডেনসের সব থেকে জনপ্রিয় ব্যবহার হচ্ছে একটি পদ খুঁজে বের করা যে পদটির বিষয় আপনি শুনেছিলেন অথবা যে পদটি আপনি শিখেছিলেন কিন্তু কোথায় আছে এখন আপনি তা মনে করতে পারছেন না। ধরুন আপনি সাণ্ডে স্কুলে নিম্নলিখিত পদটি শিখেছিলেন যেখানে বলা হয়েছে, *"কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন।"* আমরা এখন স্ট্রংয়ের কন্‌করডেনসের মধ্যে এটা দেখবো:

মধ্যস্থতাকারী

গালা	৩:১৯ তাহা দূতগণ দ্বারা, এক জন মধ্যস্থের হস্তে,	৩৩১৬
	২০ এক জনের মধ্যস্থ ত হয় না, কিন্তু ঈশ্বর এক।	
১ তীম	২:৫ ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র 'ম' আছেন,	৩৩১৬
ইব্রীয়	৮:৬ তিনি এক শ্রেষ্ঠ নিয়মের 'মধ্যস্থ'	"
	৯:১৫ তিনি নতুন নিয়মের 'মধ্যস্থ'	"
	১২:২৪ যীশু নতুন নিয়মের 'মধ্যস্থ'	"

পদটির সব থেকে কম সাধারণ শব্দটি নিন — অবশ্যই সর্বনাম পদগুলো নয়, অথবা দিন, এবং রাত শব্দগুলো নয়। এই পদটিতে সব থেকে কম ব্যবহৃত শব্দটি অবশ্যই *'মধ্যস্থ'*। আপনি যখন মধ্যস্থ শব্দটি দেখবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে শব্দটি নতুন নিয়মে সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি যখন পদগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে শব্দটি ১ তীমথিয় ২:৫ পদে একবার ব্যবহৃত হয়েছে।

ডানদিকে কলমে, আপনি ৩৩১৬ সংখ্যাটি দেখতে পাবেন। কন্‌করডেনসের পেছন দিকে আপনি একটা অংশ দেখতে পাবেন যার নাম হচ্ছে *'নতুন নিয়মের গ্রীক অভিধান'*। এই ৩৩১৬ সংখ্যাটির দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন কোন্ গ্রীক শব্দ থেকে *'মধ্যস্থ'* শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে।

ইয়ংয়ের কন্‌করডেনস্‌টি কিছুটা ভিন্ন প্রকারের। এখানে আপনার পেছন দিকে কয়েকটি সংখ্যা উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। এখানে একই সঙ্গে বলে দেওয়া হয় যে মেসাইট্ (mesite) গ্রীক শব্দটা থেকে মধ্যস্থ (mediator) শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে।

মধ্যস্থতাকারী —

মধ্যবর্তী মানুষ, মধ্যস্থতাকারী,

গালা	৩:১৯ তাহা দূতগণ দ্বারা, এক জন মধ্যস্থের হস্তে,
	৩:২০ এক জনের মধ্যস্থ ত হয় না, কিন্তু ঈশ্বর এক।
১ তীম	২:৫ ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র 'ম' আছেন,
ইব্রীয়	৮:৬ তিনি এক শ্রেষ্ঠ নিয়মের 'মধ্যস্থ'
	৯:১৫ তিনি নতুন নিয়মের 'মধ্যস্থ'
	১২:২৪ যীশু নতুন নিয়মের 'মধ্যস্থ'

যদি মধ্যস্থকারী শব্দটির জন্য বিভিন্ন গ্রীক শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে গ্রীক শব্দ অনুসারে এর প্রতিটি ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরী হওয়া উচিৎ।

শব্দের অধ্যয়নসমূহ

সত্য তথ্য হচ্ছে যে কন্‌করডেনসে বাইবেলের বিন্যাসের মধ্যে সমস্ত অর্থপূর্ণ শব্দের ব্যবহারের তালিকাগুলো খুবই সাহায্যকারী। এটা দেখায় যে বাইবেলের মধ্যে একটি শব্দ কত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণ, আরাধনা, আরাধ্য, আরাধনাকারী, এবং আরাধনাসমূহ শব্দগুলো একত্রে প্রায় ২০০ বার দেখতে পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃই আরাধনা পবিত্র শাস্ত্রগুলোকে অনুপ্রাণিতকারী একক ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাইবেলসম্মত শব্দটির অর্থের প্রতি আরেকটি সংকেত আছে যাকে প্রায়ই "প্রথম উল্লেখের নিয়ম" বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি কোথায় প্রথম ব্যবহার হয়েছিল তা খুঁজে দেখার দ্বারা ধ্যান শুরু করার বিষয়টি অনেক সময় সাহায্যকারী হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আরাধনা (প্রণিপাত) শব্দটি প্রথম আদিপুস্তক ২২:৫ পদে দেখা যায়: "আমি ও ঐ যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত (আরাধনা) করি," এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন: অব্রাহাম এবং ইস্‌হাক—পিতার তাঁর পুত্রকে বলিদান করতে আগ্রহী থাকার মধ্যে তাঁর প্রেমের বিষয়টিকে চিত্রিত করে। এটাই হল খ্রীষ্টীয় আরাধনার কেন্দ্র: খ্রীষ্টের ক্রুশ, বিশেষ করে প্রভুর ভোজের মধ্যে স্মৃতি রক্ষার্থে অনুষ্ঠানের মধ্যে। অব্রাহাম এবং ইস্‌হাক হলেন পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র খ্রীষ্টের একটি নমুনা, অথবা ব্যাখ্যা।

প্রকৃত শব্দসমূহ

যদিও কয়েক জন মনে করতে পারেন যে ইংরাজী বাইবেল (বিশেষ করে KJV বাইবেল) হল ব্যবহারিকভাবে প্রকৃত পাঠ্য বিষয়, আরও ভালভাবে অবগত বিশ্বাসীগণ উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বর কয়েক শতাব্দী পূর্বে হিব্রু ভাষায় (এবং খুব কম অংশ অরামীয় ভাষায়) পুরাতন নিয়মের মধ্যে এবং গ্রীক ভাষায় নতুন নিয়মের মধ্যে তাঁর বাক্যকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

যেহেতু পুরাতন এবং নতুন নিয়ম বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হয়েছিল, স্পষ্টতঃই দুটি নিয়মের মধ্যে একটি শব্দের পশ্চাতে যে শব্দগুলো নিহিত থাকে সেগুলো ভিন্ন হবে। যে ব্যক্তি গ্রীক ভাষা জানে না, তার জন্য *Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words* পুস্তকটি খুবই সহায়ক এবং নির্দেশপূর্ণ হবে। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে মধ্যস্থ শব্দটির বিষয়ে তাঁর ব্যবহার প্রদত্ত হল।

মধ্যস্থতাকারী —

"দুজনের মধ্যে যাওয়া" কথাটি নতুন নিয়মে দুইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, (ক) ১ তীম ২:৫ পদ অনুসারে "শান্তি উৎপন্ন করার জন্য যে ব্যক্তি দু-পক্ষের মধ্যে যান, যা সাধারণ মধ্যস্থতা অপেক্ষা অধিক বিষয় কারণ লোকদের পরিত্রাণের জন্য মধ্যস্থতাকারীর মধ্যেও তাঁর প্রকৃতি এবং গুণাবলী থাকা উচিৎ যার উদ্দেশে তিনি কাজ করছেন এবং একই ভাবে যাদের জন্য তিনি কাজ করছেন তাদের প্রকৃতির মধ্যেও তাঁর অংশগ্রহণ করতে হবে (পাপ ছাড়া); কেবল ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্ব উভয় সংযুক্ত হওয়া দ্বারা তিনি এক জনের দাবিগুলো এবং অন্যদের প্রয়োজনগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; এছাড়াও, দাবিগুলো এবং প্রয়োজনগুলো কেবল এক জনের দ্বারাই পূরণ হতে পারে, যিনি নিজেকে পাপশূন্য প্রমাণ করেছেন, মানুষের পাপের জন্য নিজেকে একটি প্রায়শ্চিত্ত মূলকভাবে বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন; (খ) যিনি এক জন জামিনদার হিসাবে কাজ করেন যাতে তিনি এমন কিছু নিশ্চিত করতে পারেন যা অন্য কোনও ভাবে লাভ করা সম্ভব নয়। এই কারণে খ্রীষ্ট হলেন "শ্রেষ্ঠ নিয়মের", "নতুন নিয়মের" নিশ্চয়তা, যার জন্য তিনি তাঁর প্রজাদের জন্য জামিনদার হয়েছেন।

গালা ৩:১৯ পদে মোশি এক জন "মধ্যস্থতাকারী" হিসাবে কথা বলেছিলেন এবং তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে "এক জনের মধ্যস্থ ত হয় না," (২০ পদ), অর্থাৎ এক পক্ষের। এখানে বৈপরীত্যটি হল অব্রাহামের কাছে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা এবং ব্যবস্থা প্রদান। ব্যবস্থা হল একটি সন্ধি যা ঈশ্বর এবং যিহূদী লোকদের মধ্যে কার্যকরী ছিল, উভয় পক্ষের শর্ত পূরণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অব্রাহামের কাছে প্রতীজ্ঞার দরুণ ঈশ্বর সমস্ত বাধ্যবাধকতাগুলোকে মেনে নিয়েছিলেন, যা এই বিবৃতিটি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়, "কিন্তু ঈশ্বর হলেন এক।" In the Sept., Job 9:33,"daysman."

ইংলিশম্যানের গ্রীক কন্‌করডেনস্

১৮০০ সালের প্রথম দিকে জনগণের জন্য গভীর বাইবেল সংক্রান্ত অধ্যয়নের পুনরুজ্জীবনের একটি অতিরিক্ত অবদান হচ্ছে জর্জ ভি. উইগ্রাম কর্তৃক আর্থিক সাহায্যে এবং পরিচালনায় ১৮৪৪টি সম্পাদিত কাজ। বাইবেলের প্রেমিকগণ আনন্দিত হতে পারেন যে জর্জ ভি. উইগ্রামের মা ১৯ সন্তানের জন্ম দানের পর তাঁর পরবর্তী সন্তানের কথা তাঁর স্বামীকে জানান নি, "প্রিয়তম, আমার মনে হয় আমাদের পরিবার এখন যথেষ্ট বড়!"

কেন? কারণ ভিসেমাসের (Vicesimus) জন্য "ভি" শব্দটি ব্যবহার হয়, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে "বিংশতম"। প্রাচীন রোমের প্রথা অনুসারে তাদের নাম ছিল "প্রিমাস, সেকান্দাস, টারসিয়াস, কুইনটাস, সেক্সটাস, ইত্যাদি — কিন্তু ভিসেমাস্? এটা একটু অতিরিক্ত মনে হয় না কি!

নীচে একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে একটি শব্দকে *ওয়র্কশিপ্* (Workship) শব্দে অনুবাদ করার বিষয়টি দেখানো হয়েছে, কিন্তু সাধারণতঃ যে শব্দটিকে *'গৌরব'* শব্দে অনুবাদ করা হয়। স্ট্রংয়ের কন্‌করডেনসে Doxa শব্দটির সংখ্যা হল ১৩৯১:

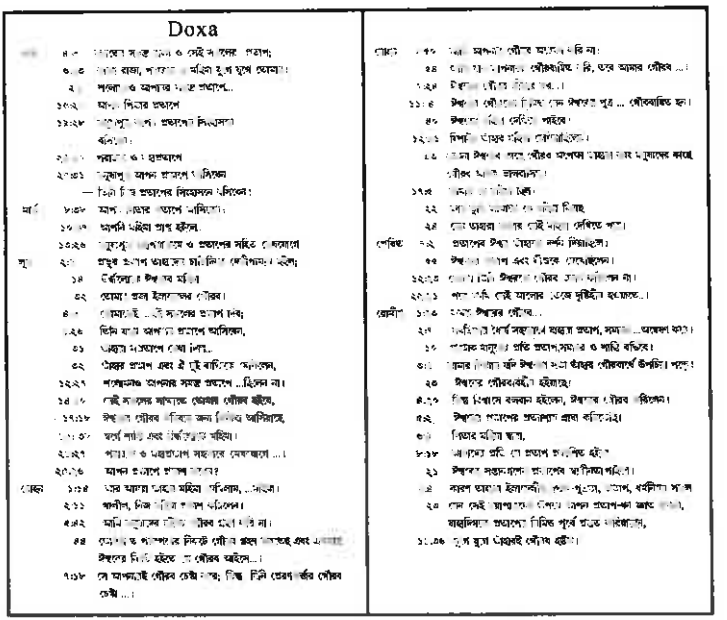

Doxa

দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৪৪ কাজটিতেও) সম্পাদকের একটি কপিতে "Elizth Wilson" (এমনকি নামগুলোও সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয়েছিল!) নামটি উৎসর্গ করা হয়েছিল। মি. উইগ্রাম যে বিষয়টির জন্য কঠোর ভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেই বিষয়টিকে এটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিল : প্রতিটি বিশ্বাসী — বাক্যের শিক্ষার্থী

পুরুষ, মহিলা, এমন কি শিশুগণ — কেবল যাজকীয় লোকেরা অথবা অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, এবং ট্রিনিটি, ডাবলিনের ঈশ্বর তত্ত্বের শিক্ষার্থীরা নয়।

এই কাজটি — ১৫০ বছর ধরে আজও মুদ্রিত হয়ে আসছে, গ্রীক অক্ষরগুলোকে বর্ণানুক্রমে সাজাতে হবে (গ্রীক অক্ষরগুলোর সঙ্গে বর্ণান্তরিত ইংরাজী অক্ষরগুলোকেও রাখতে হবে), কিন্তু অনূদিত পদটির একটি অংশ ইংরাজিতে থাকবে, তৎসহ যে শব্দটি অথবা শব্দগুলো অনুবাদ করা হয়েছে তা বাঁকা অক্ষরে থাকবে। বর্ণানুক্রমিক তালিকা থেকে ইংরাজীতে শব্দটি একবার দেখে নিয়ে বইয়ের পেছনদিক থেকে শব্দটি কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। 'আরাধনা' শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এই শব্দটি পাঁচটি ভিন্ন গ্রীক শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে, এবং পৃষ্ঠার তালিকা থেকে আমরা দেখেছি কোথায় সেই শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে। বর্ণনুক্রমিক তালিকার মধ্যে তারা হল গ্রীক বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পৃষ্ঠা তালিকায় সেই গ্রীক শব্দগুলোর বর্ণান্তরও দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ, যেমন৪৪৯ পৃষ্ঠায় latreuo শব্দটি আছে। এটা ২১ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং কেবল "আরাধনা" অর্থেই এটা ব্যবহার হয় নি, কিন্তু "পরিষেবা" ও "পরিচর্যা করা" অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা বুঝায় যে 'আরাধনা' শব্দটির দ্বারা গীর্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে একটি প্রার্থনা মুখস্থ বলার থেকেও অধিক অর্থ বহন করে। এছাড়াও ক্রিয়াপদটির শুরুতে আমরা latreuo অক্ষরগুলো লক্ষ্য করতে পারি। ইংরাজীতে এই অক্ষরগুলো শব্দের শেষে ব্যবহার করা হয়, যেমন Mario*latry* , "মরিয়মের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন।" এই কয়েকটি শব্দের গভীর অর্থ খোঁজার জন্য ইংরাজীতে Worship শব্দটিতে (in the KJV) অনুবাদ করা হয়েছে, বাংলায় যার অর্থ হল আরাধনা করা। এই বিষয়ে আপনি *Vine's Expository Dictionary* সব থেকে সহায়ক এবং নির্দেশপূর্ণ দেখতে পাবেন।

এটা লক্ষ্য করা উচিৎ যে উইগ্রামের পাঠ্যাংশটি গ্রীক টেক্সটাস্ রিসেপ্টাস্ এবং নির্ভরযোগ্য কিং জেমস্ সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে রচিত। প্রচলিত গ্রীক পাঠ্যাংশ এবং সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোর মধ্যস্থ পাঠ্যাংশগুলোর মধ্যে ভিন্নতাগুলোর পরিমাণ প্রায় সর্বনিম্ন শতকরা ২ থেকে সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ।

বাইবেলের অভিধানসমূহ

আপনি যদি যিরূশালেম, সিরিয়া, ইদোম, আন্তিয়োখিয়া, অথবা রোমের মত

বাইবেলের স্থানগুলো নিয়ে অধ্যয়ন করতে চান, আপনি সেই সমস্ত পদগুলো দেখতে পাবেন যেখানে সেই স্থানগুলোর উল্লেখ আছে এবং আপনি এর থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। বস্তুগুলোর বিষয়েও এটি সত্য (গাছপালা, পশু, উদ্ভিদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি), এবং অবশ্যই, লোকদের বিষয় — গোষ্ঠীগতভাবে, জাতিগতভাবে, অথবা ব্যক্তিগত নাম অনুসারে।

সম্ভবতঃ আপনি বাইবেল সংক্রান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গটি আপনার উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ করার জন্য আরও অধিক প্রেক্ষাপটের তথ্য জানতে চান। আপনি হয়তো জানতে চান প্রাচীন দ্রাক্ষাকুণ্ড, অথবা একটি প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত পাথর ছোঁড়ার অস্ত্র, অথবা শলোমনের মন্দির কি রকম দেখতে ছিল।

প্রাচীনতর ইংরাজী অভিধানগুলোর মত কিছুটা পুরাতন অভিধানগুলোতে, বিষয়গুলোর সাদা কালো স্কেচ্ থাকতো যা বর্ণনা করার থেকে চিত্রিত করা অনেক বেশী সহজতর ছিল *(উদাহরণ, জামাকাপড়, তুঁত গাছ, হায়না)।*

নতুন বাইবেল অভিধানগুলোতে প্রায়ই বাইবেলের জায়গাগুলোর, মানচিত্রগুলোর রঙ্গিন এবং / অথবা সাদা ও কালো ছবি থাকে এবং জিনিসগুলোর রঙ্গিন ছবি দেওয়া থাকে যা আগে কখনও থাকতো না, যেমন হেরোদের মন্দির।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি খুবই শৈল্পিক বাইবেল অভিধানগুলোর মধ্যে কিছু উদার, মৌলিক, নারী জাগরণের সমর্থক, অথবা অন্য বাইবেল অসম্মত ব্যাখ্যা আছে যা শুদ্ধভাবে পক্ষপাতশূন্য পদার্থগুলোর মধ্যে সিঞ্চিত হয়েছে। এই প্রবণতাগুলোর বিষয়ে সচেতন হওয়ার বিষয়টি হল "জ্ঞানীদের কাছে একটি কথা"।

এখানে অ্যাংগার্স বাইবেল অভিধানের মধ্যে দেখতে পাওয়া দিমিত্রিয়াসের একটি ব্যবহার প্রদত্ত হল।

দীমীত্রিয়

১। ইফিষের এক রৌপ্যকার যিনি আর্তিমিজের রৌপ্যময় মন্দির নির্মাণ করতেন" (প্রেরিত ১৯:২৪), অর্থাৎ, তিনি রৌপ্যের মন্দিরের মডেল অথবা চ্যাপেল তৈরী করতেন, যার মধ্যে সম্ভবতঃ তিনি দেবী দীয়ানার একটি ছোট মূর্ত্তি রাখতেন। মনে হয় এই মন্দিরগুলো বিদেশীরা ক্রয় করতো যারা হয় মন্দিরে গিয়ে পুজো করতো না অথবা যারা আরাধনার উদ্দেশ্যে অথবা স্মৃতি হিসাবে তাদের সঙ্গে এটা নিয়ে যেতো। পৌলের অধীনে সুসমাচার প্রচারে দীমীত্রিয় সম্ভবতঃ শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে শিল্পকরদের একত্রিত করেছিলেন এবং আর্তিমিজের আরাধনা গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়ার বিপদের বিষয়ে তাদের বুঝিয়েছিলেন এবং পরিণতি স্বরূপ তাদের ব্যবসার ক্ষতির বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। নগরাধ্যক্ষের কৌশলে এবং সাহসীকতায় নগরের গোলমাল শান্ত হয়েছিল এবং পৌল মাকিদনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন (সম্ভবতঃ ৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে)। ২। প্রায় ৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ৩ যোহন ১২ অধ্যায়ে এক জন খ্রীষ্টানের প্রশংসা করা হয়েছিল। পরে তার বিষয়ে আর কিছুই জানা যায় না।

সমস্ত অভিধানগুলোর ঠাকুর্দা হল ইণ্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড বাইবেল এনসাইক্লোপিডিয়া *(International Standard Bible Encyclopaedia)*। এটা কত সহায়ক হতে পারে তা দেখানোর জন্য এখানে কেন প্রভু ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হল (মথি ২১:১৮-২০; মার্ক ১১:১২,১৩,২০,২১) যদিও ডুমুর গাছের ফল দানের সময় তখনও আসে নি।

৫। বন্ধ্যা ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দান।

আমাদের প্রভু যীশুর অলৌকিক কাজ (মথি ২১:১৮-২০; মার্ক ১১:১২,১৩,২০,২১) যা এপ্রিল মাস নাগাদ নিস্তার পর্বের সময় সঙ্ঘটিত হয়েছিল, ওপরে প্রদত্ত ডুমুর গাছের ফলবহন করার বর্ণনা থেকে এই অলৌকিক কাজটি বুঝতে পারা যায়(প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গোচর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে), যেহেতু পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জেরাসের বর্তমান লেখক কর্তৃক বিষয়টি বার বার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। এপ্রিল মাসে যখন ডুমুর গাছে কচি পাতার আবির্ভাব ঘটতো, তখন যে গাছগুলোতে ফল ধরার কথা থাকতো সেই গাছগুলোতে কয়েকটা টাক্‌শ্‌ দেখা যেতো ("অপরিপক্ক ডুমুর"), যদিও "ডুমুরের সময়" (মার্ক ১১:১৩), অর্থাৎ, খাওয়ার যোগ্য ডুমুরগুলো — হয় অনেক আগে ফলন হতো নতুবা পরে ফলন হতো — যার ফলনের সময় তখনও আসে নি। এই টাক্‌শ্‌গুলো কেবল এখনকার দিনেই খাওয়া হয় না, কিন্তু এটা নিশ্চিত প্রমাণ, যে যখন এটা পতিত হয়েছিল, তখনও গাছটি ফলনযোগ্য ছিল, বন্ধ্যা ছিল না। এই নীতিমূলক গল্পটি অবশ্যই লূক ১৩:৬,৯ পদের সঙ্গে তুলনা করা উচিৎ;এখন বিচারের সময় নিশ্চিত এসেছিল, এখানে ফলহীন যিহূদীদের নিয়তির বিষয়টি জোরের সঙ্গে আগেই বলা হয়েছিল।

বাইবেলের মানচিত্রসমূহ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের একটি গ্রন্থ আছে যাকে মরমনরা বাইবেলের সমান কর্তৃত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছিল। এই গ্রন্থটি যুদ্ধ বিগ্রহ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, নাম সহ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সম্ভাব্য স্থানের নামে পূর্ণ ছিল। এগুলোর মধ্যে একটাও ঘটনা, লোক, গোষ্ঠী, অথবা স্থান (কেবল বাইবেলের কিং জেমস্‌ সংস্করণ থেকে যে বিষয়গুলো তুলে নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলো ছাড়া) ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস, ভূগোল, অথবা ঐতিহ্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য বলে সমর্থিত নয়।

ঈশ্বরের বাক্য সে রকম নয়! বাইবেলের পবিত্র পৃষ্ঠার বাইরে পরিচিত শত শত নগর, দেশ, নদী, পাহাড়, ধর্মনিরপেক্ষ নের্তৃবর্গের বিষয় ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে।

স্বর্গীয় ডঃ এইচ. চেস্টার উড্‌রিং বলতেন যে পবিত্র ভূমিতে গিয়ে এবং প্রথমবার এর স্থানগুলোকে দেখার বিষয়টি হল "বাইবেলকে আকাশের হুক্ থেকে নামিয়ে এনে শুষ্ক ভূমিতে রোপণ করার মত অবস্থা।" ইস্রায়েলে পরবর্তী একটা যাত্রায়, একটি উত্তম বাইবেলের মানচিত্র খুব ভালভাবে বাইবেলের স্থানগুলোর একটি রূপরেখা দান করে। অধিকাংশ বাইবেলের পেছন দিকে কয়েকটি মানচিত্র দেওয়া থাকে এবং কয়েকটি সুন্দর ক্ষুদ্র সাদা কালো মানচিত্র থাকে, যার মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকটি ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয় (আমাদের প্রভু যীশুর পরিচর্যা কাজ, পৌলের মিশনারী যাত্রাসমূহ, ইত্যাদি)।

কিন্তু প্রাচীন জগতের বড় আকারের মানচিত্রগুলোতে প্রদর্শিত ইস্রায়েল সন্তানদের প্রান্তরে যাত্রার বিষয়গুলো, বিভক্ত রাজ্য, প্রভুর সময়ের প্যালেস্টাইন, এবং প্রকাশিত বাক্যে উল্লিখিত সপ্ত মণ্ডলীর অবস্থানের বিষয়গুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে।

আপনি যদি বাইবেল শিক্ষা দেন, তবে তেপায়া স্টাণ্ডের ওপর রাখা ফ্লিপ মানচিত্রগুলো আপনার মৌখিক বর্ণনাগুলোকে প্রকৃত আগ্রহ যোগ করতে পারে। এই মানচিত্রগুলো স্থানীয় খ্রীষ্টীয় বইয়ের দোকানে দেখতে পাওয়া যায় এবং আপনি সেখানে অর্ডার দিতে পারেন।

বাইবেলের কমেণ্টারীসমূহ

যে কোন বিখ্যাত বইয়ের সম্পর্কে মুদ্রিত মন্তব্য থাকতে পারে। জন্ কেলভিন ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বে রোমীয় সেনেকার (Roman Seneca) ওপর (ল্যাটিন ভাষায়) একটি কমেণ্টারী লিখেছিলেন।

বাইবেলের ওপর বিশেষ করে ইংরাজীতে অগণিত কমেণ্টারী আছে, ভাল, খারাপ এবং গতানুগতিক।

কমেণ্টারীগুলোর বিষয় দুটি চরম বিষয় আছে যা এড়িয়ে চলা উচিৎ। প্রথম

বিষয়টি হচ্ছে প্রথমেই কমেন্টারীগুলোর সাহায্য নেওয়া এবং বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার জন্য কমেন্টারীগুলোকেই মানদণ্ডে পরিণত করা। এটা ফরীসী অথবা মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় জগতের ঐতিহ্যগুলোর অসদৃশ নয়।

বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষাগুলোর দ্বারা কমেন্টারীগুলোর বিচার করুন, কমেন্টারীগুলোর দ্বারা বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষাগুলোর বিচার করবেন না।

আরেকটি চরম মনোভাব হচ্ছে এক সঙ্গে সমস্ত কমেন্টারীগুলোকে বাতিল করে দেওয়া। প্রচারিত বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করার মতো এটাও হল একটি অযৌক্তিক বিষয়। উদাহরণ, খুবই নির্ভরযোগ্য এবং এখনও জনপ্রিয় হেনরী এ'র কমেন্টারী। আয়রণসাইড হল নতুন নিয়ম এবং পুরাতন নিয়মের বইগুলোর ওপর মুডি চার্চের প্রতিটি পদের বাণীগুলোর সম্পাদিত কয়েকটি সংস্করণমাত্র। জে.এন.ডার্বির অসংখ্য আত্মিক অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত কাজগুলো, পুস্তক হিসাবে রচিত হয় নি, কিন্তু যারা "বাইবেল পাঠগুলোতে" (এই "পাঠগুলো" বাইবেলের একেকটা পদ নিয়ে আলোচনা করা হতো এবং আলোচনা করা হয়, প্রায়ই উপাসকমণ্ডলী সামনে পবিত্র শাস্ত্র থেকে পুরুষদের দ্বারা পদগুলো পঠিত হয়।) যোগদান করেছিল তাদের নোটগুলো থেকে গৃহীত হয়েছে।

পঙ্‌তির মধ্যস্থ সমাধান

বাইবেলের বিভিন্ন ইংরাজী অনুবাদের মধ্যস্থ পার্থক্যগুলোর বিষয়ে অসংখ্য যত্নশীল শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যেহেতু সমস্ত ভাষায় একটা সময় পর পরিবর্তিত হয়ে যায় সেহেতু কেন এটা হয় তা দেখা খুব একটা কঠিন হয় না, উদাহরণ, প্রকৃত KJV অপেক্ষা NKJV অনেক বেশী আধুনিক (১৬১১, কিন্তু ১৭৬৯ সংস্করণটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল)। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যস্থ প্রস্তুত সমস্ত অনুবাদগুলোর মধ্যে কেন এত ভিন্ন শব্দ, শব্দের বিন্যাস থাকে এবং এর মধ্যে কি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথবা বাদ দেওয়া হয়েছে?

পঙ্‌তির মধ্যস্থ সমাধান হল একটি সহায়ক হাতিয়ার যার দ্বারা আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি একটি অনুবাদের প্রকৃত পাঠ্যাংশের সঙ্গে কতটা মিল থাকে — অথবা, কতটা দূরে সরেগেছে! এছাড়াও তুলনা করার জন্য মার্জিনের মধ্যে এর একটি মানানসই অনুবাদ ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত করা হয়।

KJV, RSV, NRSV, NIV, NASB, NKJV,[12] ব্যবহার করে পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থ সমাধান পাওয়া যায়। গ্রীক লাইনগুলোর মধ্যে ইংরাজী অনুবাদের লাইনটি একেকটি শব্দ অনুসারে প্রদত্ত হয়েছে, এই কারণেই "পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থ সমাধান" পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সব থেকে সাম্প্রতিক পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থ সমাধান বা ইন্টারলিনিয়ার হল *NKJV Greek-English Interlinear New Testament* পুস্তকটি। এখানে ১ তীমথিয় ৫:১-৭ অংশটি দেওয়া হয়েছে।

5 Do not rebuke an older man, but exhort *him* as a father, younger men as brothers,
2 older women as mothers, younger women as sisters, with all purity.
3 Honor widows who are really widows.
4 But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents; for this is good and acceptable before God.
5 Now she who is really a widow, and left alone, trusts in God and continues in supplications and prayers night and day.
6 But she who lives in pleasure is dead while she lives.
7 And these things command, that they may be blameless.
8 But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he

a(4:12) NU omits ἐν πνεύματι, in spirit.
a(5:4) TR adds καλὸν καὶ, good and.

How to Treat Other Believers

5 1 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς
[5]an [6]older [7]man [2]not [1]Do [3]rebuke [4]sharply, but exhort *him* as
πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας,
a father, younger men as brothers, older women as mothers,
νεωτέρας ὡς ἀδελφάς, ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.
younger women as sisters, with all purity.

How to Honor True Widows

3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 4 Εἰ δέ τις
widows - Honor the *ones* (who really are) really widows. if - But a certain
χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν
widow [2]children [3]or [4]grandchildren [1]has, let them learn first -
ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι
[5]their [6]own [7]house (household) [1]to [2]show [3]piety [4]to and payments (to make) to give back (repayment)
τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν[a] ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ
to the (their) parents. this - for is acceptable before -
Θεοῦ. 5 Ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη
God. [2]the [3]*one* (she) [1]Now *who is* really a widow and having been left alone
ἤλπικεν ἐπὶ τὸν Θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσι
has set her hope on - God and continues - in supplications
καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας. 6 Ἡ δὲ
and - in prayers night and day. [2]the [3]*one* (she who is) [1]But
σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκε. 7 Καὶ ταῦτα
living for pleasure, living has died. (is dead while she lives.) And these *things*
παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίληπτοι ὦσιν. 8 Εἰ δέ τις
command, so that [4]blameless [1]they [2]may [3]be. if - But anyone
τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ,
- [5]his [6]own [7]and [8]especially [9]the (his) [10]householders [2]not [1]does [3]provide [4]for,

যেহেতু শব্দের জন্য শব্দ ধরে অনুবাদ করার বিষয়টি কয়েক সময় বোঝার জন্য কঠিন হয়ে যায়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, এই সংস্করণে শব্দগুলোর জায়গায় সংখ্যাগুলো

দেওয়া হয়েছে যা আপনাকে স্বাভাবিক ইংরাজী শব্দের বিন্যাসের কিছু সাদৃশ্যের মধ্যে অতি-আক্ষরিক অনুবাদ রাখতে সাহায্য করবে। কয়েকটি অন্য পঙ্‌তির মধ্যস্থ সমাধান একটি অপেক্ষাকৃত কম পরিসরে একই কাজ করে।

এমন কি সংখ্যার শব্দগুলোও সর্বদা যথেষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীক ভাষায় বিদ্যমান একটি ব্যাকারণগত গঠন যা প্রায়ই ইংরাজী ভাষায় বিদ্যমান থাকে না, তা একটি দ্বিতীয় লাইন দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্পষ্ট করতে পারে যা আরও অধিক বাগ্‌বৈশিষ্টসম্মত হয়।

এই সংখ্যাগুলো এবং দ্বিতীয় ইংরাজী লাইনটি অবিরত ব্যবহার করার দ্বারা বাক্যের এক জন আগ্রহী শিক্ষার্থী গ্রীক গঠন প্রণালী সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করতে পারবে।

NKJV পঙ্‌তির মধ্যস্থ সমাধানের আরেকটি সাহায্যের বিষয় হল পাদটীকাগুলোর মধ্যে গ্রীক শব্দ অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্তি যা পাঠ্যাংশের সঙ্গে বন্ধনযুক্ত থাকে যেখানে এই শব্দগুলো প্রবেশ করে।

পঙ্‌তির মধ্যস্থ সমাধানের বিষয়টি ব্যবহার করার জন্য এক জন ব্যক্তিকে গ্রীক বর্ণমালা জানার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করার পক্ষে সহজতর হয়। সৌভাগ্যবশতঃ, গ্রীক বানানগুলো নিয়মাবদ্ধ, সুতরাং আপনি যখন অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে শেখেন, তখন একটি শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে তার জন্য আপনাকে একটি অভিধান খুলে দেখতে হবে না।

ইংরাজী ভাষার বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচির শতকরা ১৫ ভাগ শব্দের উৎস হল গ্রীক যেমন, (anchor, apostle, baptize, schedule, telephone, throne), এবং আমাদের অসংখ্য অক্ষরগুলো গ্রীক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইংরাজী অভিধান

বাইবেলের আমাদের অনুবাদগুলো স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করার বিষয়ে একটি নিয়মিত ইংরাজী অভিধান কত সহায়ক হতে পারে অসংখ্য লোক তা লক্ষ্য করে না।

পণ্ডিতদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেরা উত্তম সুবিধার জন্য সাধারণ অভিধান ব্যবহার করেন। প্রিয় পুরাতন নিয়মের পণ্ডিত, ডঃ মেরিল এফ. অ্যাংগার, অভিধানকে

একটি বই হিসাবে পাঠ করতেন, শুধু শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য দেখতেন না। কয়েক জন বলতে পারেন, "কিন্তু তিনি এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।" সত্য, কিন্তু অ-পণ্ডিত লোকেরাও শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত অর্থ থেকে মহানভাবে লাভবান হন।

নরওয়ের দক্ষিণ প্রান্তের জনবসতিপূর্ণ দ্বীপের একটি অংশ, নিম্ন ফারস্টাড থেকে একটি দেশান্তরিত বালক, কিভাবে "th" শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে সেই বিষয়ে কেবল দর্পণের সামনে প্রতিদিন "৩,৩৩৩" উক্তিটি অনুশীলন করতো না, কিন্তু সেও স্বর্গীয় ডঃ মেরিল এফ. অ্যাংগারের মত, শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অভিধান পাঠ করতো। এই অনুশীলন করার দ্বারা, তিনি অভিধান সম্পর্কে অধিকাংশ স্বদেশীয় নাগরিকদের থেকে ভাল জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

আপনার কোন্ অভিধান ব্যবহার করা উচিৎ? বেশ কয়েকটি ভাল অভিধান আছে, কিন্তু যে অভিধানগুলোতে নিম্নমানের ভাষা আছে সেই অভিধানগুলোকে এড়িয়ে চলুন। যে অভিধানগুলোতে গ্রহণযোগ্য নিউ-ক্লি-য়ার উচ্চারণটির পরিবর্তে "নিউ-কু-লার" উচ্চারণটিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেহেতু অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং বিলিগ্রাহাম এই শব্দটিকে এই ধরণের ভুল উচ্চারণ করতেন, সেহেতু এই ধরণের অভিধানগুলোকে এড়িয়ে চলা উচিৎ।

আমেরিকার ঐতিহ্য, অক্সফোর্ড অভিধানটি (এর আমেরিকান এবং ইংলিশ সংস্করণগুলো) এবং ওয়েবস্টার অভিধানের কয়েকটি সংস্করণ ভাল।

নোয়া ওয়েবস্টার (১৭৫৮-১৮৪৩) ছিলেন এক জন নিবেদিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আমেরিকান খ্রীষ্টান যিনি গ্রীক, হিব্রু, এবং ল্যাটিনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত এবং অন্য প্রাচীন ভাষাগুলো শিখেছিলেন, তিনি ইয়েলে (Yale) অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি যে কোন স্থানের প্রথম অভিধান প্রকাশ করার জন্য এই কাজটি করেছিলেন যা শব্দগুলোর উৎপত্তি নির্ণয় করেছিল (কৌশলগত ভাবে যাকে বলা হত শব্দপ্রকরণ)। ইংরাজী অর্থগুলো এবং ব্যবহারের ব্যাখ্যার জন্য তিনি তাঁর লিপিবদ্ধকরণে প্রায়ই বাইবেল ব্যবহার করেছিলেন।

ওয়েবস্টার অভিধানের ১৮২৪ সংস্করণে অসংখ্য বাইবেল সংক্রান্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা এবং ব্যবহার আছে। Justification এবং Covenant-এর মত ঈশ্বরতাত্ত্বিক

শব্দগুলোর সঠিকভাবে অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে। এখনও এই "অধিকাংশ খ্রীষ্টান" সংস্করণ পাওয়া সম্ভব, কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবার মুদ্রিত করা হয়েছে।

বিশেষ অধ্যয়ন সমূহ

বাইবেলের জীবনীসমূহ

আমেরিকার এক কৃষি খামার-মহিলা বলেছিলেন "জ্ঞাতী গোষ্ঠীর থেকে বিস্ময়কর আর কিছুই নেই"। তিনি সঠিক বলেছিলেন, এছাড়াও আমরা 'বিস্ময়কর' শব্দটির জায়গায় 'অধিক আগ্রহপূর্ণ' শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি।

বাইবেল বর্ণময়, নিষ্ঠুর, ধার্মিক, উদ্ধত, নম্র, সুন্দর, এবং ভয়ঙ্কর লোকদের জীবনীতে পরিপূর্ণ। ইংরাজীতে 'বায়োগ্রাফি' শব্দটি যে গ্রীক শব্দগুলোর থেকে এসেছে তার অর্থ হচ্ছে "জীবন-রচনা।"

জীবনীগুলোর সঙ্গে মানানসই আরেকটি সত্য হল একটি পুরাতন উক্তি, "কল্পকাহিনীর থেকেও সত্য অধিক বিস্ময়কর।" যোষেফ, ইষ্টের, দায়ূদ এবং আরও অনেকের জীবনীগুলো বিস্ময়কর হলেও বিশ্বাসযোগ্য।

ডিকেন্সের বইগুলোর মত যে উপন্যাসগুলোর মধ্যে অসংখ্য "জীবনী" অন্তর্ভুক্ত, তাদের কাছে বাস্তবতার বলয় আছে। কেন? কারণ তাদের জীবন বাস্তব লোকদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে সৃষ্ট হয়েছে। বাইবেলের সমস্ত জীবনীগুলো সত্য, কিন্তু স্বর্গীয় সত্য শিক্ষা দানের জন্য সেগুলো ব্যাখ্যারযোগ্য। অনেকটাই বাদ দেওয়া হয়েছে, কোনটাই সম্পূর্ণ নয়।

কিছু সংখ্যক জীবনী সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর। উদাহরণ,

হনোক:

হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথূশেলহের জন্ম দিলেন। মথূশেলহের জন্ম

দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন, এবং আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন। সর্বশুদ্ধ হনোক তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর রহিলেন। হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন (আদি ৫:২১-২৪)।

যাবেষ:

আর যাবেষ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিলেন; তাঁহার মাতা তাঁহার নাম যাবেষ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আমি ত দুঃখেতে প্রসব করিলাম। আর যাবেষ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ডাকিলেন, বলিলেন, আহা, তুমি সত্যই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক; আর আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্য মন্দ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার যাচিত বিষয় দানকরিলেন (১ বংশা ৪:৯-১০)।

বর্ণালীর অপর প্রান্তে চারটি সুসমাচার আছে। এগুলোও খুবই বাছাই করা, এবং আমাদের প্রভু যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহ, তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান, এবং পুনরুত্থানের পর তাঁর ৪০-দিনের পরিচর্যা কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্যের অধিকাংশ জীবন কাহিনীগুলো কোনও ভাবে হনোক এবং প্রভু যীশুর মধ্যে পরিব্যপ্ত।

নোহ, অব্রাহাম, সারা, যাকোব, যোষেফ, রূত, হিষ্কিয়, ইষ্টের, মরিয়ম, পিতর, পৌলদের মতো ব্যক্তিদের সুন্দর ছোট ছোট জীবনী তৈরী করার মত বাইবেলে যথেষ্ট উপকরণ আছে।

কিভাবে পাঠ্যাংশগুলো থেকে একটি ক্ষুদ্র-জীবনী গঠন করা যায় সেই বিষয়টি নিম্নে প্রদত্ত হল। আমরা সারাকে মনোনীত করেছি।

১ নং পদক্ষেপ: একটি কন্‌করডেনসের মধ্যে ব্যক্তিটির নাম অন্বেষণ করুন।

আমরা দেখতে পাবো বাইবেলে অসংখ্যবার সারার নাম উল্লেখ করা হয়েছে,

প্রধানতঃ আদিপুস্তক ১৭ অধ্যায় থেকে ৩৯ অধ্যায়ের মধ্যে, কিন্তু যিশাইয় পুস্তকেও এক বার এবং নতুন নিয়মে তিন বার সারার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আদিপুস্তকে এবং রোমীয় পুস্তকেও দুবার সম্বন্ধ সূচক আকারে সারার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এই নথিকরণ ছাড়াও সারী এবং সম্বন্ধ সূচক আকারে সারী নামটিও ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু আমরা আদিপুস্তকের ১৭:১৫ পদে প্রথম সারা নামটি দেখতে পাই। যেহেতু আদি ১১:২৯ থেকে ১৭:১৫ পদে সারী নামটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু এটা তাঁর জীবন কাহিনীর মধ্যে একটি সম্ভাব্য প্রধান পরিবর্তনের বিষয় ইঙ্গিত দেয়।

২ নং পদক্ষেপ: তথ্য সংগ্রহ করুন, পাঠ করুন, এবং ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলো সংক্ষেপে লিখে রাখুন।

প্রথম অনুচ্ছেদ (আদি ১১:২৯-৩১): সারী অব্রাহামকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি সন্তান লাভ করতে সক্ষম হন নি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ (আদি ১২:৫): সারী অব্রাহাম এবং বর্দ্ধিত পরিবারসহ কনানের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ (আদি ১২:১০-২০): অব্রাহাম তাঁর স্ত্রী সারীকে তাঁর বোন হিসাবে পরিচয় দানের পর (অর্দ্ধ সত্য) সুন্দরী সারীকে ফরৌণের প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়েছিল। ঈশ্বর ফরৌণকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং ফরৌণ অব্রাহাম এবং সারীকে তাদের যাত্রা পথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ (আদি ১৬:১-৯): সারী তাঁর মিশরীয় দাসী হাগারের মাধ্যমে তাঁর স্বামীর জন্য একটি সন্তান লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই দিনগুলোতে এটা একটি গ্রহণযোগ্য প্রথা ছিল, যা বিভিন্ন টীকা এবং বাইবেল অভিধানগুলো থেকে জানা যায়। সারী বন্ধ্যারূপে হাগার কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হয়েছিলেন, তিনি তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেছিলেন এবং গরীব মিশরীয় দাসী পলায়ন করেছিল। সে সদাপ্রভুর দূত কর্তৃক সারীর কর্তৃত্বের কাছে বশীভূত হওয়ার জন্য ফিরে আসার বিষয় রাজী হয়েছিল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ (আদি ১৭:১৫-১৯): ঈশ্বর সারী নাম পরিবর্তন করে সারা (রাণী) নাম রেখেছিলেন, কারণ তিনি তাঁকে বৃদ্ধ বয়েসে এক নিয়মাবদ্ধ জাতীর আদি মাতা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ (আদি ১৮:৬-১৫): সারা তাঁর তাম্বুতে তিন জন স্বর্গীয় পরিদর্শকের সেবা করেন। তাঁর এই বৃদ্ধা বয়েসে পুত্র সন্তান লাভ করার কথা শুনে সারা হেসেছিলেন। ভয়ে সারা তাঁর হাসির কথা অস্বীকার করেছিলেন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ (আদি ২০:১-১৮): অব্রাহামের মিথ্যা পরিচয় দানের মাধ্যমে, সারা তাঁর সৌন্দর্যের জন্য গরারের রাজা অবীমেলকের কাছে নীত হয়েছিলেন। আবার এক অবিশ্বাসী পরিবার ঈশ্বরের দাস, অব্রাহামের পাপের জন্য কষ্টভোগ করেছিল। সারা নিজেও রাজার দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন (১৬ পদ)।

অষ্টম অনুচ্ছেদ (আদি ২১:১-৮): সারা ইস্হাককে জন্ম দিলেন (যার অর্থ হল "তিনি হাসেন")।

নবম অনুচ্ছেদ (আদি ২১:৯-১২): ইস্মায়েল ইস্হাককে পরিহাস করেছিল বলে সারা হাগার এবং ইস্মায়েলকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে সারার কথা শুনতে বলেছিলেন কারণ ইস্হাক প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হবে।

দশম অনুচ্ছেদ (আদি ২৩:১-১৯): সারা ১২৭ বছর বয়েসে কিরিয় অর্বায় (হিব্রোণ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইফ্রোণের কাছ থেকে ক্রীত মক্পেলার গুহায় সারাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। স্টাডি বাইবেল এবং বাইবেল অভিধান থেকে আমরা জানতে পারি যে আজও ইস্রায়েলে অব্রাহাম এবং সারার কবর টিকে আছে। সারার স্বামী তার জন্য শোক করেছিলেন (২৩:২), এবং তাঁর পুত্রও তাঁর জন্য শোক করেছিলেন, যিনি তাঁর বিবাহের পাত্রীকে তাঁর মায়ের তাম্বুর মধ্যে নিয়েগেছিলেন (২৪:৬৭)। (আদি ২৫:১২ পদটি সারার কহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়।) সারার কবরে অব্রাহাম, ইস্হাক এবং রেবেকা, লেয়া (৪৯:৩১), এবং স্পষ্টতঃই যাকোবকেও সমাধিস্থ করা হয়েছিল (৫০:১৩)।

একাদশ অনুচ্ছেদ (যিশাইয় ৫১:১-২): যিশাইয় ধার্মিকদের তাদের মূল অব্রাহাম এবং সারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য আহ্বান করেছেন।

সারা সম্পর্কে নতুন নিয়মের উল্লেখ সমূহ:

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ (রোমীয় ৪:১৯): সারা গর্ভের মৃতকল্পতা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অব্রাহামের বিশ্বাসকে বিঘ্নিত করতে পারে নি।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ (রোমীয় ৯:৯): মসীহের প্রতিজ্ঞাত বংশধারার মাতা হিসাবে সারাকে উদাহরণসহ বর্ণনা করার জন্য পৌল আদি ১৮:১০ পদটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ (গালাতীয় ৪:২১-৩১): (টীকা: এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যাংশটি কন্‌করডেনসের মধ্যে পাওয়া যাবে না, কারণ সারার নাম এখানে ব্যবহার করা হয় নি। অন্যান্য শাস্ত্রাংশের তুলনামূলক বিচারে, পূর্ববর্তী জ্ঞান, একটি কমেন্টারী, অথবা বাইবেল অভিধান আপনাকে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।)

ব্যবস্থা এবং অনুগ্রহ, পরাধীন এবং স্বাধীন, মাংস এবং আত্মা, ইত্যাদি রূপকের মাধ্যমে পৌল সারা এবং হাগারের বিষয়টি ব্যবহার করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সারাকে উত্তম দিক দিয়ে চিত্রিত করার সম্মানে সম্মানিত করেছেন।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ (ইব্রীয় ১১:১১): এমন কি স্বয়ং সারাকেও তাঁর এই বৃদ্ধা বয়েসে গর্ভবতী হওয়ার জন্য বিশ্বাসের অনুশীলন করতে দেখাগেছে (কয়েকটি সংস্করণে অব্রাহামকে সমস্ত কৃতিত্ব দানের জন্য পুনরায় অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু আমি শেষ অনুচ্ছেদটির আলোকে KJV এবং NKJV সংস্করণ দুটিকেই অধিক পছন্দসই বলে মনে করি)।

ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদ (১ পিতর ৩:৫-৬): সারাকে এক জন পবিত্র স্ত্রীলোক হিসাবে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যিনি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখেছিলেন (বিশ্বাস) এবং এবং তাঁর স্বামীর নের্তৃত্বের অধীনে বশীভূত ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য একটি প্রশান্ত আত্মার শোভা অন্তর্ভুক্ত করেছিল (৪ পদ)।

পিতর আমাদের বলছেন, বর্তমানে এই ধরণের স্ত্রীলোকদের "সারার কন্যাগণ" নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

৩ নং পদক্ষেপ: এই ঘটনাগুলোর রূপরেখা তৈরী করুন এবং গল্পটিকে সম্প্রসারিত করুন, আত্মিক পাঠ্য বিষয়টির কাছাকাছি থাকুন, কিন্তু যেখানেই বৈধ বলে মনে হবে সেখানে ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিগুলোকেআসতে দিন।

সারার কাহিনী (আদি ১১-১৯) এবং সারার আত্মিক বৈধতার বিষয়টি (যিশাইয় ৫১:২ এবং নতুন নিয়ম) প্রধান বিষয়ে আবির্ভূত হতে পারে।

তাঁর কাহিনীটি ১৭:১৫ পদ থেকে বিভাজিত হতে পারে যেখানে তাঁর নাম সারী থেকে সারা নামে পরিবর্তিত হয়েছিল।

একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা, মহিলাদের ক্লাস, বাণী অথবা অধ্যয়ন, অথবা জীবনী সংক্রান্ত সারমন সবই এই সংক্ষিপ্ত টীকাগুলো থেকে আহরণ করা যেতে পারে।

ফাইলের মধ্যে তথ্য সম্বলিত কাগজপত্রগুলোকে সাজিয়ে রাখা (ফাইলিং)

মানুষ হিসাবে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়গুলো ভুলে যাই যদি আমরা সেই বিষয়গুলো লিখে না রাখি। আমরা যত বৃদ্ধ হই ততই আমাদের "বিস্মৃতিগুলো" স্মৃতিগুলোর থেকে অধিক সক্রিয় হয়ে যায় বলে মনে হয়।

এর একটি সমাধান হচ্ছে আমাদের পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, ধারণা, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নোটবুকের মধ্যে টুকে রাখা। বাক্যের ঐকান্তিক শিক্ষার্থীগণ উদ্ধৃতিযোগ্য উদ্ধৃতিগুলো, বাইবেলের পাঠ্যাংশের সহায়ক ব্যাখ্যাগুলো, পত্রিকার প্রবন্ধগুলো, এবং প্রচার এবং শিক্ষাদানের জন্য সহায়ক অন্যান্য তথ্যগুলোকে ফাইলের মধ্যে যত্ন করে রাখার একটি প্রক্রিয়ার বিষয় বিবেচনা করতে পারেন।

সাধারণতঃ এই ফাইলিং সিস্টেমটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, একটি হচ্ছে বাইবেলের বইগুলো অনুসারে সাজিয়ে রাখা এবং অন্যটি হচ্ছে বিষয় অনুসারে সাজিয়ে রাখা। প্রথম প্রক্রিয়াটিতে আপনি বাইবেলের পদগুলোর অথবা অনুচ্ছেদগুলোর সহায়ক ব্যাখ্যাগুলো এবং বাইবেলের পাঠ্যাংশগুলোর উদাহরণসহ ব্যাখ্যাগুলোকে সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। অন্য প্রক্রিয়াটিতে আপনি তালিকাভুক্ত বিষয়ে কোনও একদিন ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারযোগ্য তথ্যগুলোকে রাখতে পারেন।

অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধারণ ম্যানিলা ফাইল ফোল্ডারগুলোর ব্যবহার করা পছন্দ করেন। অন্যরা টাইভেক্ দ্বারা প্রস্তুত বড় খাম ব্যবহার করেন (এটা বেশী দিন স্থায়ী হয় না)।

আপনি যে বইগুলো পাঠ করছেন সেই বইগুলো থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিগুলোর ফটোকপি করুন, প্রতিটি উদ্ধৃতির সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে টুকে রাখুন: লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশকের নগর এবং নাম, প্রকাশনার তারিখ, এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা।

উদাহরণ:

> আইরনসাইড, হ্যারি এ। এক্সপোজিটরি ম্যাসেজেস্ অন্ দি এপিসল্ টু দি গালাটিয়ানস্। নিউ ইয়র্ক: লয়জিয়াক্স ব্রাদার্স, ১৯৪১। ৩৪ পৃষ্ঠা।

উপকরণগুলো যে বড় ফাইল ফোল্ডারে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই ফাইল ফোল্ডারের ওপর "ক্লিপিংস্" নাম দিয়ে একটা লেবেল সাঁটিয়ে দিন, এবং বছরে দুবার এই ভাবে ফাইলের মধ্যে উপকরণগুলো সংগ্রহ করে রাখুন।

এখানে বিষয়ের ওপর একটি নমুনার তালিকা প্রদত্ত হল। এই তালিকাটি হুবহু অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, আপনাদের বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য উদাহরণ হিসাবে এই তালিকাটি প্রদত্ত হল। এখানে কয়েকটি বিষয়ে তারকা চিহ্ন যোগ করা হয়েছে যা কয়েক জনের ক্ষেত্রে কম প্রয়োজন হতে পারে। প্রত্যেকে তার নিজের জন্য বিষয়গুলোকে বেছে নেবেন:

গর্ভপাত	*ক্যাল্ভিনের ধর্মমত
স্বর্গদূতগণ	মূল শাস্তি
সদুঃখে অপরাধস্বীকারমূলক	সন্তানগণ
প্রত্নবিদ্যা	খ্রীষ্ট
*আরমেনিয়া মতবাদ	খ্রীষ্টীয় শিক্ষা
আশ্বাস	খ্রীষ্টীয় গৃহ
নিরীশ্বরবাদ	খ্রীষ্টীয় জীবন
ঈশ্বরের গুণাবলী	খ্রীষ্টীয় পরিষেবা
বাপ্তিস্ম	ক্রিস্মাস্
বাইবেল	মণ্ডলী
বাইবেল অধ্যয়ন	*মাণ্ডলীক ইতিহাস
বাইবেল সংস্করণসমূহ	সান্ত্বনা
জীবনীসমূহ	পাপস্বীকার

জন্ম নিয়ন্ত্রণ
*পরামর্শদান
*চুক্তিসমূহ
সৃষ্টি বনাম ক্রমবিকাশ
ক্রুশ
চরমপন্থী ধর্মমত সমূহ
ডিকনগণ
*সম্প্রদায়সমূহ
ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস
দিয়াবল
শিষ্যত্ব
প্রতিকারসমূহ
বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ
আন্দোলন
প্রাচীনগণ
অনন্তকালীন শাস্তি
মরণোত্তর জীবন বা কাল
নীতিশাস্ত্র
বিশ্বাস
ভ্রান্ত শিক্ষা
উপবাস
আর্থিক বিষয়সমূহ
ক্ষমা
অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া
আত্মার দানসমূহ
দান করা
ঈশ্বর
সুসমাচার
অনুগ্রহ
পরিচালনা
আরোগ্য
বিবেকবুদ্ধি পূর্ণ প্রতিবাদ
স্বর্গ এবং নরক
*ইতিহাস
ইস্রায়েলের ইতিহাস
পবিত্রতা
পবিত্র আত্মা
সমকামীতা
অনুপ্রেরণা
যিহূদী বাক্য প্রচার
খ্রীষ্টের বিচার সিংহাসন
ব্যবস্থা এবং অনুগ্রহ
উদারনীতি/আধুনিকতাবাদ
খ্রীষ্টের জীবন
প্রভুর দিন
পরিত্রাণের রাজ্য
প্রভুর ভোজ
মানুষ
মানচিত্র এবং চার্ট সমূহ
বিবাহ
সাক্ষ্যমরগণ
অলৌকিক কার্যসমূহ
অন্যান্য ব্যায়
মিশনসমূহ
মা
চলচিত্রসমূহ
মিউজিক্
*নব-ধর্মমতে প্রগাঢ় বিশ্বাস
পেণ্টিকোস্টাল/ক্যারিস্ম্যাটিকস্
দর্শন
কাব্য
রাজনীতি/ভোটদান

প্রার্থনা	আত্মিক জীবন
প্রচার	*সময়ের তত্ত্বাবধান
ভাববাণী	*দুঃখভোগ
মনস্তত্ত্ব	*সাণ্ডেস্কুল
বিজ্ঞাপন	সমাগমতাম্বু
প্রশ্নাবলী	শিক্ষাদান
নীরব সময়	দূরদর্শন/ইন্টারনেট
স্বশরীরে জীবিত ও মৃতদের উত্থান	প্রলোভন
*পুনর্গঠন	ধন্যবাদ দান
পুনরুত্থান	পরভাষা, কথাবলা
পুরস্কারসমূহ	*ট্রাক্টস্
রোমান ক্যাথলিক মতবাদ	ত্রিত্ব
শয়তান	টাইপোলজি
বিজ্ঞান	*কুমারীর গর্ভে জন্ম
মুখস্থ পদ	বিবাহ অনুষ্ঠান
দ্বিতীয় আগমন	মহিলাদের পরিচর্যা কাজ
আত্মসম্মান	ঈশ্বরের আশ্চর্য বিষয় সমূহ
জগৎ থেকে পৃথক হওয়া	জগতের অবস্থা সমূহ
যৌনতা	*জগতের ধর্মসমূহ
চিহ্ন এবং আশ্চর্য কার্যসমূহ	আরাধনা
পাপ	তরুণ তরুণী

বাইবেল চিহ্নিতকরণ

আমাদের শাস্ত্রীয় চিন্তাভাবনাগুলোর মনে রাখার আরেকটি প্রিয় উপায় হচ্ছে আমাদের বাইবেলের মার্জিনের মধ্যে এবং বাইবেলের পাঠ্যাংশ শুরু হওয়ার আগে এবং পরে যে খালি জায়গা থাকে সেই স্থানগুলোতে টুকে রাখা।

কিছু সংখ্যক লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যের পরেই তাদের নিজেদের চিন্তাগুলোকে রাখার বিষয় কিছুটা দ্বিধাবোধ করেন। যাইহোক, Scofield এবং Ryrie-র মত টীকাযুক্ত বাইবেলগুলো বহু বছর ধরে এই কাজ করে আসছে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে আশীর্ব্বাদের বিষয় হয়েছে। পার্থক্য হল এটা আপনার অধ্যয়ন বাইবেল এবং সম্ভবতঃ এটা কখনও প্রকাশিত হবে না।

একটি চিহ্নিত বাইবেলে কমপক্ষে দুটি উত্তম পদ্ধতি অনুসৃত হয়। একটি উপায় হচ্ছে বিস্তৃত মার্জিনসহ একটি বাইবেল লাভ করা এবং সেই মার্জিনের মধ্যে আপনার অনুচ্ছেদগুলোর শিরনাম, পর্যবেক্ষণ, এবং প্রশ্নগুলো পাশের দিকে অথবা নীচের মার্জিনের মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে হবে অথবা মুদ্রিত করতে হবে এবং আপনি যখন একটি বর্ণনামূলক সারমন শুনবেন, এবং আপনার নিজের বাইবেল অধ্যয়নের সময়েও আপনি এই বাইবেলটি ব্যবহার করতে পারবেন।

আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একেবারে চিহ্নহীন একটি বাইবেল রাখা যাতে আপনি আপনার প্রতিদিনের অনুধ্যানের সময় "নতুন মান্না" লাভ করতে পারেন। চিহ্নিত অধ্যয়ন বাইবেল আরও অন্যান্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

রঙিন চিহ্নকরন

আপনি আপনার টীকাগুলো চারটি রঙে প্রকাশ করার পরিকল্পনা না করলেও (সম্ভবতঃ)—কারণ এটি একটি ব্যায়বহুল প্রক্রিয়া—কিন্তু আপনি আপনার নিজের জন্য বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করতে পারেন।

উদাহরণ, আপনি স্বর্গের ওপর পদগুলোকে নীল রঙ দিয়ে এবং উদ্ধারের বিষয়ে পদগুলোকে লাল রঙ দিয়ে, আসন্ন রাজ্যের জন্য বেগুনী রঙ দিয়ে, অনন্ত জীবনের বিষয়গুলোকে সবুজ রঙ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন। সম্ভবনাগুলোর কোনও শেষ নেই।

টীকাগুলোর প্রকারভেদ

একটি মুদ্রিত বাইবেলে প্যারাগ্রাফগুলোর আপনার নিজস্ব শিরনামগুলো আপনাকে অনুচ্ছেদগুলো খুঁজে বের করতে এবং তুলনামূলক পদগুলোকে খুঁজে বের করতে আপনাকে মহানভাবে সাহায্য করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চারটি সুসমাচারের সমান্তরাল অলৌকিক কাজগুলো এবং ঘটনাগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে।

আপনি যখন কোনও কঠিন অনুচ্ছেদের অধ্যয়নে আসবেন যা আপনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না, তখন সেই অনুচ্ছেদটির পাশে মার্জিনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে। কয়েকটি অনুচ্ছেদের একটি সন্তোষজনক উপলব্ধি খুঁজে বের করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে, কিন্তু ক্রমাগত, আপনি যখন পাঠ করবেন, অধ্যয়ন করবেন, বাণীগুলো শুনবেন, প্রার্থনা এবং ধ্যান করবেন, তখন বাইবেল আরও অধিক ভাবে ব্যাখ্যাত হবে। সর্বোপরি, বাইবেলের সব থেকে উত্তম কমেন্টারী হল বাইবেল নিজেই। এটা সব কিছু একসঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে কারণ এটা একটি সিদ্ধ স্বর্গীয় মন থেকে অগ্রসর হয়।

নীচে দাগ দেওয়া

মূল শব্দগুলোর নীচে অথবা একাধিকবার ব্যবহৃত শব্দগুলোর নীচে সাধারণভাবে দাগ দিলে পরবর্তী সময় একটা পৃষ্ঠাকে পরীক্ষা করে দেখতে

অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যাবে। কয়েক সময় বাইবেলের দুটি কলমে সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন শব্দ অথবা ধারণা থাকতে পারে যেমন হারানো মেষ, হারানো পুত্র, এবং হারানো মুদ্রা (লূক ১৫ অধ্যায়)। এই চিন্তা-ভাবনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে প্যারাগ্রাফের শিরোনামগুলোর এবং "হারানো বিষয়টির ওপর" একটি সম্ভাব্য শিক্ষার (অথবা সারমনের, আপনি যদি প্রচার করেন) ইঙ্গিত দেয়।

সংগৃহীত উদ্ধৃতিসমূহ

যে প্রচারকদের প্রচার আমরা শ্রবণ করি এবং যে বই এবং পুস্তিকাগুলো আমরা পাঠ করি, সেগুলোর মধ্যে অনেক যথাযথ সারমর্মযুক্ত উক্তি থাকে, সেগুলো ভুলে যাওয়ার আগে টুকে রাখা ভাল। আপনি সেগুলোকে ৩ x ৫ কার্ডে সেগুলো রাখতে পারেন এবং সেগুলো রাখার জন্য আপনি একটা বক্স রাখতে পারেন। তাদের সংগ্রহ করার আরেকটি প্রচলিত উপায় হচ্ছে আপনার বাইবেলের প্রচ্ছদের ভেতর দিকে এবং পশ্চাৎ প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠায় (সাদা অথবা একটা হালকা রঙের পৃষ্ঠায়) সেগুলোকে টুকে রাখা।

এখানে authors' Bibles-এর ভেতর দিকের প্রচ্ছদগুলোর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

"কৃতজ্ঞতা জীবনের মধুরতম সুখের অনুভূতি"— লুথার।

"নম্রতা: আমরা কে এবং ঈশ্বর কে তা উপলব্ধি করা।"

"অস্বাস্থ্যকর মানবিক সম্পর্কগুলো স্বর্গীয় সেবাকাজের বিষয় অকার্যকরী করে।"

"ঈশ্বরের পথ আমাদের পথ নয়।"

"উদ্দীপনা: 'প্রথম পিতরগণ' যখন 'দ্বিতীয় পিতরগণে' পরিণত হন।"

"পবিত্রকরণ: ধার্মিক গণিত হওয়ার বিষয়টিকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করা।"

"পাপের ভিত্তি হচ্ছে আত্ম-শ্রেষ্ঠত্ব।"

"এটা সত্য যে ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা; কিন্তু এটাও সত্য যে আমাদের পিতা হলেন ঈশ্বর" — উইলিয়াম কেলি।

আমরা যদি উৎসটির বিষয় জানি তবে আমাদের কৃতিত্ব দেওয়া উত্তম। অবশ্যই, অসংখ্য উত্তম উক্তি আছে, যে উক্তিকারীদের নাম অজ্ঞাত।

বাইবেল সম্পাদকীয়

আমাদের বাইবেল যে পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে অনুবাদ করা হয়েছে সেই পাণ্ডুলিপিগুলোতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয় নি। এই ধরণের সমস্ত চিহ্নগুলো পরে প্রতিলিপি প্রস্তুকারকদের দ্বারা, তারপর অনুবাদক এবং সম্পাদকদের দ্বারা যুক্ত হয়েছে। সুতরাং ২ করিন্থীয় ৫:১৯ক অংশটি কিভাবে পাঠ করতে হবে সেই বিষয়ে একটা প্রশ্ন আছে: *"God was in Christ reconciling the wold to Himself"* অথবা *"God was, in Christ, reconciling the world to Himself."* প্রথম পাঠটি অনুসারে, কয়েকটি গুপ্ত রহস্যমূলক অথবা বোধাতীত উপায় আছে যে উপায়গুলোর মাধ্যমে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে ছিলেন যখন তিনি পুনর্মিলনের কার্য সম্পাদন করেছিলেন। দ্বিতীয় (এবং পছন্দসই) অর্থ হল যে ঈশ্বর নিজের সঙ্গে জগতের সম্মিলন করছিলেন, কিন্তু তিনি প্রভু যীশুর ব্যক্তি এবং কাজের মধ্যে দিয়ে এই কাজ করছিলেন।

ক্যাপিটালাইজেশন (বড় হরফ এবং ছোট হরফের ব্যবহার)

প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলোতে বড় হাতের অক্ষর এবং ছোট হাতের অক্ষরগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। প্রায়ই বর্ণনা প্রসঙ্গটির দ্বারা আমাদের বিচার করতে হতো যে শব্দটি spirit হবে না কি Spirit হবে, পরবর্তী শব্দটির অর্থ হল পবিত্র আত্মা।

অধ্যায় এবং পদের বিভাজনসমূহ

আমরা যাতে একটি অনুচ্ছেদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারি তার জন্য আমাদের আদি পণ্ডিতদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হতে পারি কারণ তারা বাইবেলের অধ্যায় এবং পদের সংখ্যাগুলো যোগ করেছেন। যাইহোক, অধ্যায় বিভাজন কয়েক সময় চিন্তার প্রবাহকে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে অথবা অস্পষ্ট করে। উদাহরণ, মথি ৯:৩৮; ১০:১; মথি ১৬:২৮; ১৭:১; মথি ১৯:৩০; ২০:১; রোমীয় ১৪:২৩; ১৪:২৩;

১৫:১; ১ করি ১০:৩৩; ১১:১; ১ করি ১২:৩১; ১৩:১; ২ করি ৪:১৮; ৫:১; ২ করি ১০:৩৩; ১১:১; ১করি ১২:৩১; ১৩:১; ২ করি ৪:১৮; ৫:১; ২ করি ৬:১৮; ৭:১ পদ।

একবচন এবং বহুবচন

বাইবেলের কিং জেমস্ সংস্করণে thee, thy, thine শব্দগুলো এক বচন যখন you, your, yours শব্দগুলো বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত সংস্করণগুলোতে, এই শব্দগুলো সর্বদা বিবৃত করা হয় নি কিন্তু যখনই একটা ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয়েছে তখন পরোক্ষভাবে এটা প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ ১ করিন্থীয় ১২:৩১ পদে পৌল বলেছেন, *" But earnestly desire the best gifts."* এখানে তোমরা শব্দটি পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। *Desire* ক্রিয়াটির গ্রীক রূপ হল বহুবচন। সুতারাং এটা সমগ্র জনসমাবেশকে উল্লেখ করে, কোনও এক জন ব্যক্তিকে বোঝায় না। এক জন ব্যক্তির পক্ষে একটি দানের আকাঙ্ক্ষা করার কোনও মানে হয় না কারণ সেই ব্যক্তি যখন পরিত্রাণ লাভ করেন তখন সে এক অথবা একাধিক দান লাভ করে। পবিত্র আত্মা তাদের সার্বভৌমভাবে দানগুলো বণ্টন করেন, অর্থাৎ, তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে দানগুলো বণ্টন করেন (১ করি ১২:১১)। কিন্তু যদি একটি জনসমাবেশ অনুভব করে যে কোনও এক জনের শিক্ষা দানের প্রয়োজন আছে, তবে তারা প্রার্থনা করতে পারেন, যাতে প্রভু তাদের সাহায্যের জন্য এই ধরণের এক জন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন।

অর্থের সামান্য পার্থক্যসমূহ

অসংখ্য শব্দগুলোর অর্থের বিভিন্ন পার্থক্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, "perfect" শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। মথি ৫:৪৮ পদে আমাদের সিদ্ধ হতে বলা হয়েছে যেমন আমাদের স্বর্গীয় পিতা সিদ্ধ। এখানে এর অর্থ হচ্ছে আমাদের পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে আনুকুল্য বণ্টন করতে হবে, ঠিক যেভাবে ঈশ্বরও তাই করেন। প্রায়ই এর অর্থ হল আত্মিকভাবে পরিপক্ক হওয়া। সাধারণ ভাবে বর্ণনাপ্রসঙ্গটি অর্থ নিরূপণ করে। এই পৃথিবীর বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ কখনও পাপহীন বোঝায় না।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চাবি

ইস্রায়েল এবং মণ্ডলী

সমাপ্তির অধ্যায়টির মধ্যে, শাস্ত্র যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য যে তিনটি বিষয়কে আমি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চাবি বলে মনে করি সেই তিনটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করবো। সেই তিনটি চাবি হচ্ছে: ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর মধ্যে পার্থক্য; প্রতিকারের বিধানসমূহ; এবং বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যা।

বাইবেলকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চাবিগুলোর মধ্যে একটি হল ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর মধ্যস্থ পার্থক্য। এই পার্থক্যটি বুঝতে ব্যর্থতা সমস্ত রকমের দ্বন্দ্ব এবং বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে।

১ করিন্থীয় ১০:৩২ পদে, পৌল সমুদয় মানবজাতিকে যিহূদী, পরজাতী এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে পৃথক করেছেন। এখানে তিনি নিশ্চিতভাবে যিহূদী (অবিশ্বাসী) এবং মণ্ডলীর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখিয়েছেন। প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে যাকোবও মণ্ডলী এবং ইস্রায়েলের মধ্যে একটি পার্থক্যের রেখা অঙ্কন করেছেন। (মণ্ডলী—তাঁর নামে এক দল প্রজা, ১৪ পদ; ইস্রায়েল—দায়ূদের পুনরায় নির্মিত সমাগম তাম্বু, ১৬ পদ)।

ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত পার্থিব প্রজা। যে জাতি অব্রাহামের সঙ্গে শুরু হয়েছিল (আদি ১২), এবং স্বাভাবিক জন্মের দ্বারা প্রবেশ করেছিল। এর অবিশ্বাসের কারণে, সাময়িকভাবে এই জাতিকে ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত করা হয়েছে (রোমীয় ১১:১৫ক)।

মণ্ডলী হচ্ছে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত স্বর্গীয় প্রজাবৃন্দ (১ পিতর ২:৯)। এটা পঞ্চাশত্তমীর দিন শুরু হয়েছিল এবং *নতুন জন্মের* মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এটা ইস্রায়েলের একটি প্রসারণ ছিল না কিন্তু একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ ছিল, যে সমাজের পূর্বে কখনও অস্তিত্ব ছিল না। প্রভু যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে তাঁর মণ্ডলীর বিষয় বলেছিলেন (*"আমি আমার মণ্ডলী গাঁথিব,"* মথি ১৬:১৮)। পৌল যখন করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর প্রথম পত্রটি লিখেছিলেন, তখন ইতিমধ্যেই মণ্ডলী গঠিত হয়েছে (১ করি ১২:১৩)।

ইস্রায়েলের যাজকত্বের ভার কেবল *একটি গোষ্ঠীর* ওপরেই প্রদত্ত হয়েছিল, লেবীয় গোষ্ঠী (২ বিবরণ ১৮:১,৫), এবং একটি পরিবারের ওপরেই সেই ভার প্রদত্ত হয়েছিল, হারোণের পরিবার (যাত্রা ২৮:১)। মণ্ডলীতে সমস্ত বিশ্বাসীরাই যাজকবর্গ — তারাই পবিত্র যাজকবর্গ এবং রাজকীয় যাজকবর্গ (১ পিতর ২:১৯; ইব্রীয় ১০:১৯-২২)।

"ইস্রায়েল" একটি "গুপ্ত রহস্যের" বিষয় ছিল না, অর্থাৎ, একটি সত্য যা মানুষের কাছে অজানা ছিল, স্বর্গীয় প্রকাশ ছাড়া যা জানা অসম্ভব ছিল, কিন্তু এখন তা মনুষ্য পুত্রদের কাছে জানানো হয়েছে। মণ্ডলী হল একটি গুপ্ত রহস্য, একটি গোপন পরিকল্পনা যা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু নতুন নিয়মের যুগে প্রেরিতগণ এবং ভাববাদীগণ কর্তৃক জানানো হয়েছে (ইফিষীয় ৩:৫,৯;কলসীয় ১:২৫-২৬; রোমীয় ১৬:২৫-২৬)।

ব্যবস্থার অধীনে যিহূদী এবং পরজাতীয়দের মধ্যে একটি কঠোর পৃথকীকরণের প্রয়োজন ছিল। পরজাতীয়দের কোনও মশীহ ছিল না, তারা ইস্রায়েলের জনগণের কাছে বাহিরাগত ছিল, প্রতিজ্ঞার চুক্তি থেকে অপরিচিত ছিল, তাদের কোন আশা ছিল না, কোনও ঈশ্বর ছিল না (ইফি ২:১২)। মণ্ডলীর মধ্যে বিশ্বাসী যিহূদী এবং বিশ্বাসী পরজাতীদের খ্রীষ্টে এক নতুন মানুষে পরিণত করা হয়েছিল (ইফিষীয় ২:১৩-১৭)। তারা সুসমাচারের মাধ্যমে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার (ইফিষীয় ৩:৬) সহসদস্য, সহদায়াদ, এবং সহভাগী। পুরাতন নিয়মের সময় এই ধরণের একটি ঐক্য চিন্তা করা যেতো না।

যদিও পুরাতন সন্ধির অধীনে বিশ্বাসী যিহূদীদের একটি স্বর্গীয় আশা ছিল, তাদের যে আশীর্বাদগুলোর বিষয় তাদের কাছে প্রতীজ্ঞা করা হয়েছিল সেই

আশীর্বর্বাদগুলো ব্যাপকভাবে পার্থিব স্থানগুলোতে বস্তুগত আশীর্বর্বাদ ছিল (উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ২ বিবরণ ৭:১২-১৬; ৮:৭৯; ২৮:১-১৪)। মণ্ডলীর সদস্যগণ স্বর্গীয় স্থানে সমস্ত আত্মিক আশীর্বর্বাদে আশীর্বর্বাদযুক্ত (ইফিষীয় ১:৩)।

ইস্রায়েল খ্রীষ্টের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকবে, যখন নতুন পৃথিবী এবং নতুন স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। মৃত এবং জীবিতদের পুনরুত্থান হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর ওপর মণ্ডলী টিকে থাকবে, যখন খ্রীষ্ট আসবেন এবং তাঁর সদস্যদের পিতার গৃহে নিয়ে যাবেন (যোহন ১৪:১৩; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮)।

ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর মধ্যে আরও অসংখ্য অন্য বৈপরীত্য আছে, কিন্তু এই বিষয়গুলো দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট যে দুটি দল যেন কখনও বিভ্রান্ত না হয়।

ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর পরিচিত ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য একটি অথবা দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলো যোগ করি।

গালাতীয় ৬:১৬ পদে, পৌল বলেছেন,

> *"আর যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে (অর্থাৎ, নতুন সৃষ্টির সূত্র, ১৫ পদ) চলিবে, তাহাদের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ত্তুক, ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে বর্ত্তুক।"*[১৩]

যে ভ্রান্ত শিক্ষকগণ ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য ব্যবস্থা এবং অনুগ্রহকে মিশ্রিত করার চেষ্টা করছিল তাদের সঙ্গে একটি বৈসাদৃশ্য হিসাবে বিশ্বাসী যিহূদীদের বেছে নেওয়া হয়েছিল। ভ্রান্ত শিক্ষকগণ নিজেদের প্রকৃত ইস্রায়েলীয় হিসাবে দাবি করেছিল। কিন্তু প্রেরিতগণ বলেছিলেন, "এটা ঠিক নয়। যে যিহূদীগণ ব্যবস্থা ব্যতীত বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তারাই হলেন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়।"

স্টিফেন প্রান্তরের মধ্যস্থ মণ্ডলী হিসাবে অথবা উপাসক মণ্ডলী হিসাবে ইস্রায়েলের বিষয় কথা বলেছিলেন (প্রেরিত ৭:৩৮)। যে শব্দটি থেকে "মণ্ডলী" (*ekklesia*) শব্দটি অনুদিত হয়েছে তার অর্থ হল যে কোন আহূত দল, জনসমাবেশ, অথবা একত্রিত জনসাধারণ। এমন কি প্রেরিত ১৯:৩২ পদে এটাকে একটি ধর্মহীন দাঙ্গাকারী দল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে! যখন এটা ঈশ্বরের মণ্ডলী হিসাবে উল্লিখিত হয় তখন এর বর্ণনা প্রসঙ্গটি নিরূপিত হয়।

নমুনা, চিত্র, অথবা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া মণ্ডলী শব্দটি পুরাতন নিয়মে কখনও দেখতে পাওয়া যায় না। এটা জৈতুন পর্ব্বতের বক্তৃতার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না যা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে "জৈতুন পর্ব্বতের বক্তৃতার মূল বিষয়ের" অধীন হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যের ৩ অধ্যায়ের পর পৃথিবীর ওপর মণ্ডলীর বিষয়টি আর দেখা যায় না।

১ করিন্থীয় ১৫:৫২ পদে শেষ তূরীধ্বনির বিষয়টি মণ্ডলীর জন্য বলে মনে হয়; এটা হচ্ছে সেই তূরীধ্বনির শব্দ যা মণ্ডলীর উত্থানের বিষয় ঘোষণা করে। প্রকাশিত বাক্যের ১১:১৫ পদের সপ্তম তূরীধ্বনি মহাতাড়নার সমাপ্তি এবং পৃথিবীতে খ্রীষ্টের রাজত্বের উদ্বোধনের সঙ্কেত দেয়।

মথি ২৪:২২ পদের মনোনীতগণ হলেন মহাতাড়নার সময় ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত যিহূদী প্রজাগণ। তারা সেই একই মনোনীত লোকেরা ছিলেন না যারা মণ্ডলী গঠিত করার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন (১ পিতর ১:২;২:৯)।

বিধানসমূহ (ডিস্‌পেনসেশনস্‌)

এছাড়াও বিধানগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। যদিও ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না, মানবজাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তাঁর পদ্ধতিগুলো এবং নীতিগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। আমাদের বলিদানের আদেশ না হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিধানগুলোতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যখন বাইবেলের প্রতিটি বিষয় থেকে উত্তম বিষয়গুলো লাভ করতে পারি, সমস্ত কিছুই আমাদের জন্য লিখিত ছিল না। একটি পুরাতন গান, "বইয়ের প্রতিটি প্রতিজ্ঞা আমার, প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি পদ, প্রতিটি লাইন আমার," কথাগুলো ধার্মিক এবং আশাবাদী বলে মনে হতে পারে। এর একটি ত্রুটি: এটা সত্য নয়! সমস্ত প্রতিজ্ঞা আমাদের জন্য উদ্দিষ্ট নয়। উদাহরণ, ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে দেশের বিষয় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশটি ইস্রায়েলের জন্য, মণ্ডলীর জন্য নয়।

বিভিন্ন যুগে, ঈশ্বর বিভিন্ন শর্তের অধীনে মানুষকে পরীক্ষা করেছিলেন। আমরা বিভিন্ন বিধানরূপে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে কথা বলছি। (যে শব্দটি

থেকে *dispensation* শব্দটি অনূদিত হয়েছে সেই শব্দটি থেকে আমাদের *economy* শব্দটিও এসেছে।)

সাধারণ পরিবারগুলোতে একই ঘটনা ঘটে। যখন এক দম্পতি প্রথম বিবাহ করে, তখন একটি কর্মসূচি স্থির করা হয়। তারপর একটি শিশু আসে এবং একটি নতুন কর্মসূচি অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু শিশু যখন পাঁচ অথবা ছয় বছর হয় তখন এই কর্মসূচী আবার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে যখন শিশুটি তারুণ্যে পরিণত হয়, তখন এক মৌলিকপার্থক্য দেখা যায়।

এখানে সাতটি বিধান প্রদত্ত হল যা ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়:

১। নির্দোষ অবস্থা

পূর্বের আদম — প্রথম মনুষ্য—পাপ করেছিল, তিনি কোনও বাধা ছাড়াই ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার মধ্যে গমন করতেন। যতদিন তিনি নিষ্পাপ ছিলেন, তিনি এদোন উদ্যানে বাস করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আদম এবং হবার বিদ্রোহ এই নির্দোষ সুখ বা সারল্য সংক্রান্ত বিধানকে সমাপ্তির মধ্যে এনেছিল।

২। সংবেদন বা নৈতিক চেতনাবোধ

পাপের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, একটি নতুন পরিস্থিতির প্রবল হয়েছিল। সহভাগিতা ভেঙ্গেগেছিল এবং আদম ও হবা এদোন উদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তারা শিখেছিলেন যে এক জন পাপী মানুষ কেবল এক বিকল্প বলিদানের ভিত্তিতেই এক পবিত্র ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে।

৩। মানবিক শাসন

সারা বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনের পর, ঈশ্বর মানবিক শাসন নিযুক্ত করেছিলেন যখন তিনি নরহত্যাকারীকে চরম শাস্তি দানের আদেশ দিয়েছিলেন। যদিও বাইবেল নির্দিষ্টভাবে এই কথা বলে নি, এই শাস্তি নিহতের পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত হবে না কিন্তু একটি যথাযথ শাসন সংক্রান্ত বিচারে দোষী প্রতিপন্ন হওয়ার ফল হিসাবেই প্রদত্ত হবে।

৪। প্রতিজ্ঞা

অব্রাহামের সঙ্গে শুরু করে, সদাপ্রভু একটি পর্যায়কালের উদ্বোধন করেছিলেন যে সময় ধরে তিনি পিতৃকুলপতিদের উদ্দেশে এবং ইস্রায়েলের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৫। ব্যবস্থা

তারপর যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় থেকে পুরাতন নিয়মের সমাপ্তি পর্যন্ত, ঈশ্বরের পার্থিব প্রজারা ব্যবস্থার অধীনে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। মানুষকে তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের আনুকুল্য লাভের কৃতিত্ব অর্জনের অক্ষমতার বিষয়টি দেখানোর জন্য, পাপ সম্পর্কে তাকে অভিযুক্ত করার জন্য বা প্রত্যয় দান করার জন্য, এবং পরিত্রাণের জন্য তাকে সদাপ্রভুর কাছে চালিত হওয়ার বিষয়টি দেখানোর জন্য দশ আজ্ঞার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

৬। মণ্ডলী

"ব্যবস্থা যখন মোশি কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল, তখন অনুগ্রহ এবং সত্য যীশুর দ্বারা এসেছিল" (যোহন ১:১৭)। বর্তমান সময়ে মণ্ডলী হল ঈশ্বরের নতুন সমাজ, দণ্ডসহ ব্যবস্থার অধীন নয়, কিন্তু জীবনের নতুন নিয়ম সহ খ্রীষ্টের অধীন।

মণ্ডলীর পুনরুত্থানের পর, যারা তাঁর পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তাদের ওপর অর্থাৎ জগতের ওপর ঈশ্বর তাঁর বিচার ঢেলে দেবেন। তাড়না নামে পরিচিত এই প্রশাসন, সাত বছর স্থায়ী হবে। শেষার্দ্ধ হবে মহাতাড়নার কাল, ক্লেশের সব থেকে জঘন্য সময় যা এর আগে জগৎ কখনও জানতো না এবং ভবিষ্যতেও কখনও জানবে না।

৭। সহস্র বছর রাজত্ব

খ্রীষ্টের সহস্র বছর রাজত্ব, শান্তি এবং সমৃদ্ধি দ্বারা একটি বিধানের বৈশিষ্ট্য প্রদান করবে। এটা সর্ব সময়ের জন্য একটি সুবর্ণ যুগ হবে। কয়েক জন ঈশ্বরের শেষ বিধান হিসাবে অনন্তকালীন অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন। পাপ, দুঃখ, অসুস্থতা, এবং মৃত্যু বিলুপ্ত হবে এবং বিশ্বাসীগণ স্বর্গে চিরকালের জন্য খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবে।

জনপ্রিয় অভিযোগগুলোর প্রতি অসংঙ্গত ভাবে, বিধানসংক্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করতেন না যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সুসমাচার আছে। প্রভুতে বিশ্বাসের দ্বারা এবং কালভেরী ক্রুশের ওপর খ্রীষ্টের কাজের ভিত্তির ওপর পরিত্রাণ সর্বদাই আছে এবং সর্বদাই থাকবে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর লোকদের কাছে যা কিছু প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন সেই সকল প্রত্যাদেশের ওপর বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বর লোকদের রক্ষা করেছিলেন। আমরা যতদূর জানি, তারা আসন্ন ত্রাণকর্তার বিকল্পমূলক মৃত্যুর বিষয় জানতো না; এটা তখনও ভবিষ্যৎ ছিল। কিন্তু ঈশ্বর এই বিষয়টি জানতেন এবং তারা যখন বিশ্বাস করতো তখন তিনি খ্রীষ্টের কাজের মূল্য তাদের হিসাবের মধ্যে রেখে দিতেন। আজ আমরা আমাদের ত্রাণকর্তার ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখি যিনি আমাদের জন্য আনুমানিক দু হাজার বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

উদাহরণ স্বরূপ, আজ কেন আমরা পশু বলিদান করি না এবং পুরাতন নিয়মের শুচি এবং অশুচি খাদ্যের ব্যবস্থা কেন আমাদের ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে না সেই বিষয়গুলো এই বিধানমূলক সত্যের যত্নশীল ব্যবহার আমাদের ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। কিন্তু চরম বিধানমূলক মতবাদ আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্যের সেই অংশগুলো হরণ করতে পারে যে অংশগুলোর মধ্যে আত্মিক শিক্ষা পরিপূর্ণ আছে।

উপসংহার

আমরা অসংখ্য চাবিগুলো দেখেছি: কয়েকটি সাধারণ, কয়েকটি নির্দিষ্ট, যে চাবিগুলো আমাদের ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করতে সাহায্য করে। সৌভাগ্যবশতঃ, প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য সব চাবিগুলোর প্রয়োজন হয় না!

চাবিগুলো ব্যবহার করার যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপগুলো

একটি সাধারণ খ্রীষ্টীয় দৃশ্যবিবরণী হল একটি বাইবেল অধ্যয়নের মধ্যে এক দল লোক। সাধারণতঃ অসংখ্য অনুবাদ এবং শব্দান্তর পাওয়া যায়। একটি পাঠ্য বিষয় প্রায়ই একটি বৃত্তের মধ্যে পঠিত হয়, যা উচ্চরবে পঠিত হল তার খুব কমই পাঠ্যাংশের সঙ্গে মিল থাকে। তারপর লোকেরা তাদের চিন্তাভাবনাগুলো প্রকাশ করে। "আমার

কাছে এই অনুচ্ছেদটি বলে যে আমার _____ বিষয়ে আরও অধিক যত্নশীল হওয়া উচিৎ।"

বাইবেল বাস্তবিক কি শিক্ষা দিতে চাইছে তা বোঝার জন্য এটা একটি উত্তম পদ্ধতি নয়। দলটিকে প্রথম পদক্ষেপটি থেকে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করতে হবে (অধিকাংশ সময় আমরা খুব ক্লার্ছ থেকে এই কাজটি করি না) এবং শেষ পদক্ষেপে যেতে হবে অর্থাৎ "আমাদের কাছে এর অর্থ কি," অথবা প্রয়োগের বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, সর্বপ্রকারে, পবিত্র শাস্ত্রকে প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু কেবল আমরা যখন বর্ণনা প্রসঙ্গটির প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করতে পারবো তখনই একমাত্র আমরা সেই সত্যটিকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করবো।

কত অপূর্ব, বিস্ময়কর প্রভুর বাক্য!
এর পাতায় পাতায় প্রকাশিত সত্য জ্ঞান,
হাজার হাজার বার যতই করি না পাঠ
কখনও হয় না তা পুরাতন!
প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ভরা আছে সম্পদ, প্রতিটি প্রতিজ্ঞা যেন মুক্ত শোভিত,
ইচ্ছা যদি হয় কারও সব কিছু হবে তার অধিকার;
আরও জানি, যখন সময়ের হবে অবসান, জগতের হবে লয়
ঈশ্বরের বাক্য তখন চিরকাল থাকবে অবিনশ্বর।[৪]

পরিশিষ্ট

1. William MacDonald, *Believers Bible Commentary*: Old Testament (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992), editor's introduction.

2. OT: 1183 pp. plus Supplements; NT:1205pp.

3. They represent close to half a century of study by the author.

4. Frederick Brotherton Meyer, *Abraham, Friend of God* (London: Lakeland, 1974), p.127.

5. A.W.Pink, *Gleanings in Genesis* (Chicago: Moody Press,1922),p.343. Ada R. Habershon, *The Study of the types* (Grand Rapids: Kregel Publications, 1974), pp. 169-174.

6. Those who are interested in a complete treatment of the numerical structure should see F.W. Grant's multi-volume commentary, *The Numerical Bible* (Liozeaux)

7. In Romans 5:11 (KJV) it really reads reconciliation (*katallage*) in the original.

8. Some believe that Shepherd actually is Solomon in a rustic disguise, as it were.

9. See Ezek. 1:10; Rev. 4.7.

10. Scarlet dye was obtained from the cochineal worm, which may be referred to in Psalm 22:6.

11. F.E.Marsh, *Fully Furnished*, p.67.

12. Interlinears can be based on the traditional Greek text (KJV and NKJV) or the modern so-called critical text (RSV, NRSV, NASB, and NIV).

13. The NIV translation "*even* the Israel of God" is biased toward the view that the Church has taken over Israel's place in God's plans.

14. The first stanza of the poem *"The Wonderful Word"* written by John Newton.